দ্বিতীয় বর্ষ : বিশেষ সপ্তম সংখ্যা | নভেম্বর, ২০২৫

সমবায় কথা

‘ইকমার্ড’ সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

"SAMABAY KOTHA" : A quarterly Magazine from ICMARD | Special Issue No. 7 | November 2025

72nd ALL INDIA COOPERATIVE WEEK CELEBRATION, 2025

৭২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন, ২০২৫

(FROM 14/11/2025 TO 20/11/2025)

MAIN THEME : Cooperatives as Vehicles for Atmanirbhar Bharat

মূল ভাবনা : সমবায় - 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার বাহন

14/11/2025	**Promoting Digitalisation to enhance operational efficiency, accountability and transparency.** সমবায় ক্ষেত্রে পরিচালন দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে ডিজিটালাইজেশনের প্রসার।
15/11/2025	**Tribhuvan Sahakar University Research and Training - Transforming Cooperative Education.** সমবায় শিক্ষার রূপান্তরণে ত্রিভুবন সহকার বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ।
16/11/2025	**Strengthening Rural Development through Cooperatives.** গ্রামীণ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণে সমবায়।
17/11/2025	**National Cooperative Policy Ecosystem, Structured Roadmap for India's Cooperatives.** জাতীয় সমবায় নীতিতে বাস্তুতন্ত্র, গঠনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের সমবায় ব্যবস্থার দিকনির্দেশকরণ।
18/11/2025	**Empowering Youth, Women and Weaker Section (Handicrafts, Handloom, Labour, Fisheries etc.) through Cooperative Entrepreneurship.** সমবায় উদ্যোগের মাধ্যমে যুব, মহিলা, দুর্বলতর শ্রেণীর ক্ষমতায়ন (হস্তশিল্প, তাঁত, শ্রম, মৎস ইত্যাদি)।
19/11/2025	**Expanding Cooperatives in emerging areas such as Tourism, Health, Green Energy, Platform Coops, Kitchen Coops and any other Conceivable area.** পর্যটন, স্বাস্থ্য, সবুজ শক্তি, প্ল্যাটফর্ম সমবায়, কিচেন (ক্যাটারিং) সমবায় ও অন্য যেকোন সম্ভাবনাময় উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে সমবায়ের সম্প্রসারণ।
20/11/2025	**Innovative Cooperative Business Models for Global Competitiveness.** বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় সমবায় কেন্দ্রিক উদ্ভাবনী ব্যবসা পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় বর্ষ : বিশেষ সপ্তম সংখ্যা | নভেম্বর, ২০২৫

সমবায় কথা

'ইকমার্ড' সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

৭২তম
নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ, ২০২৫

বিশেষ সংখ্যা

দি ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ইকমার্ড)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(Accredited by C-PEC, NABARD)

সূচীপত্র

শুভেচ্ছাবার্তা ঃ **প্রদীপ কুমার মজুমদার,** মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সমবায় দপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ❑ 3

A MESSAGE : **Dr. Krishna Gupta,** (IAS), ACS, Cooperation Dept., Govt. of WB ❑ 4

A MESSAGE : **Niranjan Kumar,** (IAS), RCS, Govt. of WB ❑ 5

আমাদের কথা ❑ 7

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ৭২তম সমবায় সপ্তাহ ঃ **ড. মইনুল হাসান** ❑ 9

সমবায়ের গভীরতায় ইন্টারভিউ ঃ **চিন্ময় গুপ্ত** ❑ 12

সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের গুরুত্ব ঃ **বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস** ❑ 13

সেবা—ভারতের অপ্রাতিষ্ঠানিক নারী শ্রমিকদের প্রথম ক্ষমতায়ন ঃ **বিবেক সেন** ❑ 17

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থা—অতীত ও বর্তমান ঃ **অভীক ভট্টাচার্য** ❑ 19

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জেলা ফেডারেশন—স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা ঃ **অম্লান ভট্টাচার্য** ❑ 23

সমবায় ব্যাবস্থাপনায় আমানত সংগ্রহ : সাফল্য ও ঝুঁকি এবং দুচারটি কথা ঃ **মোহিতলাল মণ্ডল** ❑ 27

কৃষি সমবায়ে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ **মহঃ ইনাস উদ্দীন** ❑ 30

Artificial Intelligence in the Cooperative Sector of India : **SAYAK ACHARJYA** ❑ 36

বর্ধমান কার্ড ব্যাংক : রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ব্যাংক ঃ **তাপস ওঁরাও** ❑ 39

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষের আলোকে মালদা কার্ড ব্যাংক ঃ **কুন্তল দাস** ❑ 49

নদিয়ার 'ভূমিশ্রী' ব্যাংক আজ শ্রীহীন ঃ **শিবনাথ চৌধুরী** ❑ 51

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ কো-অপারেটিভ—এক অনুসরণযোগ্য কর্মী সমবায় ❑ 53

চাষির ফসল : অনুসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ ঃ **বনানী দাস** ❑ 56

সাধারণ পুকুরে মুক্তা চাষ—একটি সহজ ও লাভজনক উদ্যোগ ঃ **অরুনিমা দত্ত** ❑ 58

গোষ্ঠী কাহন ❑ 60

ইকমার্ড সমবায় সম্মাননা-২০২৫ ❑ 68

ইকমার্ড ভিজিট : নারায়ণীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ❑ 69

ইকমার্ড ও রিকমার্ডে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাসমূহ (১ জুলাই থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫) ❑ 71

প্রদীপ কুমার মজুমদার
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং
সমবায় দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

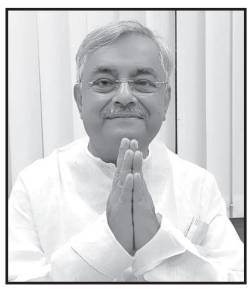

Pradip K Majumdar
MINISTER-IN-CHARGE
Department of Panchayats &
Rural Development and
Department of Co-operation
Govt. of West Bengal

তাং ঃ ৩১.১০.২৫

শুভেচ্ছাবার্তা

প্রতিবারের মতো এবারও ১৪-২০ নভেম্বর, ২০২৫ জাতীয় সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যও এই ৭২তম জাতীয় সমবায় সপ্তাহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র "ইকমার্ড" তাদের ত্রৈমাসিক মুখপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আনন্দিত হলাম।
'সমবায় কথা' নামে এই বিশেষ সংখ্যার বিভিন্ন লেখায় আমাদের রাজ্যে সমবায় ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিষয়গুলি প্রতিফলিত হবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের ঘাটতিগুলিও চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আপনার নেতৃত্বে যারা এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত আছে, বিশেষ করে "ইকমার্ড"-এর সকল সদস্য/সদস্যা ও সমস্ত সমবায়ী বন্ধুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সমবায় কথার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

প্রদীপ

(প্রদীপ কুমার মজুমদার)

ডঃ মইনুল হাসান
বিশেষ আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি
ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
ব্লক নং-১৪/২, সি.আই.টি. স্কিম-অষ্টম (এম)
উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

ডঃ কৃষ্ণ গুপ্ত, আইএএস
অতিরিক্ত মুখ্য সচিব
সমবায় বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Dr. Krishna Gupta, IAS
Additional Chief Secretary
Co-operation Department
Government of West Bengal

No.121/ACS(Coop)/2025 Dated 17th November, 2025

MESSAGE

As the 72nd All India Cooperative Week unfolds from 14th November, it offers a moment for reflection and renewed resolve. The decision of the United Nations General Assembly to declare 2025 as the *International Year of Cooperatives* accords a fresh global recognition to the Cooperative Movement. The newly launched logo by this august body symbolises the role of cooperatives in balancing profitability with the judicious use of natural resources and a deep concern for the community. Cooperatives are now being acknowledged as a vital instrument for achieving the *Sustainable Development Goals (SDGs)* by 2030, as envisioned by the United Nations.

The State Government remains deeply committed to the promotion and strengthening of the Cooperative Movement. Several important initiatives of both the State and Central Governments, most notably, the *'Computerisation of PACS'* project, are being actively implemented. This is an era of diversification, revival, and reorganisation of PACS, and alongside these efforts, capacity building and optimal utilisation of human resources remain key priorities.

'SAMABAY KOTHA', the mouthpiece of the long-term cooperative credit sector in the State, has consistently played a significant role in disseminating government policies, programmes, and objectives in an organised and thoughtful manner. I extend my best wishes for its continued success and meaningful contribution. May the spirit of cooperation continue to shine brightly through its pages and inspire collective progress.

(Dr. Krishna Gupta, IAS)

N.S. Building, 4th Floor, 1, K.S, Roy Road, Kolkata-700 001
Ph. : (033) 2214 3488 (O), E-mail : prsecy.cooperation@gmail.com

Niranjan Kumar, IAS

REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NEW SECRETARIAT BUILDINGS
BLOCK-A (4TH FLOOR)
1, K. S. ROY ROAD, KOLKATA-700 001
LAND LINE : 033-2248-7114
E-mail : coopwbdte3@gmail.com

D.O No. 1621(C) RCS/2024 Date – 12th November, 2024

A MESSAGE

As the 72nd All India Cooperative Week commences on 14th November, it presents an historical moment for reflection, evaluation, and renewed commitment to the Cooperative Movement. The declaration of the year 2025 as the *International Year of Cooperatives* by the United Nations General Assembly further reinforces the global significance of this sector.

The State Government remains steadfast in its commitment to the holistic development of cooperatives and is actively implementing the *'Computerisation of PACS'*, *'Computerisation of ARDBs'*, and *'Computerisation of the Office of the RCS'* project to strengthen the institutional framework. At this juncture, the focus must be on diversification, modernisation, and internal capacity building, including the development of human resources within cooperatives. With PACS standing on the threshold of a major transformation, where new societies are being organised alongside the revival of existing ones, the Cooperative Movement is poised for a new era of progress.

'SAMABAY KOTHA', the mouthpiece of the long-term cooperative credit sector in the State, continues to play an instrumental role in disseminating government policies, programmes, and objectives with clarity and purpose. At this crucial stage, I extend my best wishes for its continued success. May the cooperative movement, guided by its lofty ideals and balanced approach, flourish and allow its spirit to shine through the pages of this esteemed magazine.

(Niranjan Kumar, IAS)
Registrar of Cooperative Societies
West Bengal

সমবায় নীতি

ঐচ্ছিক ও স্বেচ্ছাধীন সদস্যপদ।

গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সদস্যদের অংশগ্রহণ।

স্বশাসন ও স্বাবলম্বন।

সমবায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার।

সমবায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা।

সমষ্টির জন্য ভাবনা।

ঃঃ মুখ্য উপদেষ্টা ঃঃ
ডঃ মইনুল হাসান
বিশেষ আধিকারিক, দি ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ঃঃ প্রধান সম্পাদক ঃঃ
চিন্ময় গুপ্ত
অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
পরিচালন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায়
কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ও অধ্যক্ষ, ইকমার্ড

ঃঃ কার্যনির্বাহী সম্পাদক ঃঃ
মহঃ ইনাস উদ্দীন
প্রশিক্ষক, ইকমার্ড
(প্রাক্তন অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক, পঃবঃ সরকার)

ঃঃ সহঃ সম্পাদক ঃঃ
সঞ্চারী মিত্র
প্রশিক্ষক, ইকমার্ড (এজিএম)

সায়ক আচার্য্য
প্রশিক্ষক, ইকমার্ড (এজিএম)

ঃঃ যোগাযোগ ঃঃ
8637093638, 8420631041
Email : samabaykotha@gmail.com

'SAMABAY KOTHA'
Quarterly Magazine published &
owned by Institute of Cooperative Management for
Agriculture & Rural Development (ICMARD)
Block-14/2,C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga
Kolkata-700 067
Email : icmard.training@gmail.com
Printed by ACME Enterprise, Kolkata-700 009

আমাদের কথা

মাত্রই দু'বছর।

গত বছরের ধারা বজায় রেখে এবারেও প্রকাশিত হচ্ছে সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে 'সমবায় কথা'র বিশেষ সংখ্যা। ইতিমধ্যেই সমবায় সংশ্লিষ্ট মানুষজনের কাছে 'সমবায় কথা' একটি সমবায় কেন্দ্রিক সাময়িকপত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। গত বছর চতুর্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষ সমবায় সপ্তাহ সংখ্যা হিসেবে। প্রায় কুড়িটি সমবায় সম্পর্কিত নিবন্ধ ও বিবরণ সম্বলিত সংখ্যাটি যথেষ্টই সমাদৃত হয়েছিল। ফলে পরবর্তীতে সংখ্যাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল, রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট মানুষজনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। উল্লেখ্য যে সমবায় সংক্রান্ত নিবন্ধগুলির পাঠকপ্রিয়তার কারণে বিশেষ সংখ্যাটি আরো একশো কপি ছাপাতে হয়েছিল।

বিশেষ সংখ্যাটি জনপ্রিয় হবার একটা বড়ো বিপদ এই যে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়ে। সেই কথা মাথায় রেখে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে এবারেও সমবায়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে সামনে তুলে ধরার। সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র আধিকারিকগণ এবারেও তুলে ধরেছেন তাঁদের ভাবনার কথা। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রচলিত বিষয়গুলি ছাড়াও তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে কিছু কার্ড ব্যাংকের ইতিবৃত্ত এবং সফল সমবায়ের কাহিনী। গোষ্ঠী কাহনে এবারেও থাকছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা।

রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষে এবারে জাতীয় সমবায় সপ্তাহের মূল থিমে সমবায়কে তুলে ধরা হয়েছে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে। এই ভাবনাকে কার্যকরী করতে হলে জরুরী প্রয়োজন হলো দুর্বলতর সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলা ও যুবসমাজের মধ্যে সমবায়ের আদর্শ ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা। নাবার্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের সহায়তায় ইকমার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে বিভিন্ন মাধ্যমে সমবায়ের শক্তি ও সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরার। এই লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সেমিনার, ইউটিউব চ্যানেল, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চলছে। ভালো লাগার মতো সংযোজন এই যে রাজ্যের সমবায় ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিপণনের জন্য ইকমার্ড প্রাঙ্গণে 'সংকলিতা' বিপণন কেন্দ্র যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এক বছর পূর্ণ করতে চলেছে।

রাজ্যের মাননীয় সমবায় মন্ত্রী, দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং সমবায় নিবন্ধক মহাশয় সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে বিশেষ এই সংখ্যা প্রকাশকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্মানিত করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা তাঁদের জন্যও—যেসব ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশেষ সহায়তা করেছেন। আশা করছি, বিগত বছরের ধারা অনুসারে এবারেও এই বিশেষ সংখ্যা পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ৭২তম সমবায় সপ্তাহ

ড. মইনুল হাসান
প্রাক্তন সংসদ, বিশেষ আধিকারিক, ওয়েবস্কার্ড ব্যাংক লি.

এবারে ৭২তম সমবায় সপ্তাহ। অন্য বছরের মতো এবারেও ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর সারা দেশে এই সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। এবারের সমবায় সপ্তাহের বিশেষ গুরুত্ব এই কারণে যে এবছর আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ (২০২৫) সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে তারই মধ্যে আমাদের জাতীয় সমবায় সপ্তাহ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের পূর্বেই ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (NCUI), যারা এদেশের সমস্ত সমবায়ে নেতৃত্ব প্রদান করে, তারা সপ্তাহ উদযাপনের মূল বিষয়টি ঠিক করে দিয়েছেন "আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সমবায়"। এছাড়াও সাতটি দিনের জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট বিষয় আছে। ভারত সরকারের ঘোষণা ২০৪৭ সালে নতুন ভারত তৈরি হবে, যে ভারত আত্মনির্ভর হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতি মাসে তাঁর 'মন কী বাতে' যেসব কথা বলে থাকেন, আমি এই ছোট পরিসরে সেসব বিষয়ের পর্যালোচনাতে যাচ্ছি না। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে একটা সুস্থায়ী বা টেঁকসই পৃথিবীতে আমাদের পৌঁছাতে হবে। এই শতাব্দীর অন্যতম প্রধান চাহিদা সেটাই। সেই উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করার সময় সমবায়ের ভূমিকা নিয়ে কর্তারা আলোচনা করেছিলেন এবং সমবায় এক্ষেত্রে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সেটাও আশা করেছিলেন। এই লক্ষ্যে ১৭টি সূচক নির্দিষ্ট হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি, কর্মসংস্থান, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা এবং লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটানো। আত্মনির্ভর ভারত বা বিকশিত ভারত গঠনে এই বিষয়গুলির সমাধান করতে হবে, সেটা সবাইকে মনে রাখতে হবে এর কোনও বিকল্প নেই।

অসমান্তরালভাবে এই চাহিদাগুলি সমাজে বহমান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুধার কামড় থেকে মানুষ এখনো মুক্ত নয়। ১৪০ কোটি মানুষের দেশে কত মানুষ রাস্তায় দিন কাটাচ্ছে তার হিসাব বললে বিপজ্জনক মনে হবে সংখ্যাটি। এই দৃশ্য অপরিচিত নয় যে ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় মা খোলা আকাশের নিচে নতুন প্রাণের জন্ম দিতে বাধ্য হচ্ছে। পাটনা স্টেশনের একটা মর্মবিদারী দৃশ্য আমাদের ভুলে যাবার কথা নয় যে, মা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। দু'বছরের সন্তান মায়ের বুকের অমৃত সুধা পান করছে। চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে বলে কান্না করছে। সেই বাচ্চা জানে না অনেক আগেই তার মা অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছে। এটা জয়নুল আবেদিনের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি নয়, বাস্তব স্বাধীন ভারতের ছবি, অমৃতকালের ছবি, বিকশিত ভারতের পূর্বাহ্নের ছবি।

এই ভারতকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। না, এই ভারতকে দূরে সরিয়ে সকাল আটটা-ন'টার সূর্যের মতো বাচ্চাদের নিয়ে আত্মনির্ভর হতে হলে আমাদের গোড়া থেকে ভাবতে হবে। জাতীয় সম্পদের ভাগ দিতে হবে প্রত্যন্ত গ্রামের বিধবা মায়ের পর্ণকুটিরের মধ্যে, জাতীয় সম্পদের ভাগ দিতে হবে আমার বিষণ্ণ মুখে চেয়ে থাকা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মা-বোনদের, জাতীয় সম্পদের ভাগ দিতে হবে প্রতিটি কৃষকের লাঙ্গলের ফলাতে, প্রতি শ্রমিকের ছেনি-হাতুড়িতে। সব যুবকের বুকে ভরে দিতে হবে আশার বাতাস তবেই হবে আত্মনির্ভর ভারত। অন্যথায় আমরা যদি মনে করি সমাজের মাত্র এক শতাংশ মানুষের কাছে মোট জাতীয় আয়ের চল্লিশ শতাংশ থাকবে তাহলে ভারত কোনও সময় আত্মনির্ভর হতে পারবে না—যতই প্রতি মাসে 'মন কী বাত' বা প্রতিপক্ষে 'মন কী বাত' হোক না কেন?

সুতরাং আমাদের সকলের প্রধান কাজ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া। সামাজিক পরিকাঠামোর অনেক রকমফের হয়েছে। একদিন মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার গর্বিত হতো, কি কেন্দ্র কি রাজ্য। এখন সরকার গঠিত হয় মানুষের কল্যাণ বেসরকারি হাতে সমর্পণ করার জন্য। সেটা আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে করা হয়। জাতীয় সম্পত্তির মূল্যবান বিষয়গুলো ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই তালিকায় পাহাড়, নদী, বনাঞ্চল, আকাশ, পাতাল সবই আছে। যে জিনিস আগে কেউ করেনি, তা কী করে সরকার বিক্রি করে? প্রকৃতির উপর এমন মাতব্বরি মানুষ আগে দেখেনি। পাহাড় কেটে রাস্তা ও রিসর্ট হচ্ছে, নদীর স্রোতকে গায়ের

জোরে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নির্বিচারে মাটি কেটে কয়লা তোলা হচ্ছে, বন কেটে সাফ করা হচ্ছে তার প্রতিশোধ প্রকৃতি নিতে কিন্তু কসুর করছে না। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে যখন পাহাড় ধ্বসে পড়ছে, অস্বাভাবিক বৃষ্টি বা খরা যখন হচ্ছে, আমরা যখন বীভৎস ভূমিকম্পের মুখোমুখি হচ্ছি তখন। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান 'আত্মনির্ভরতা'র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে যতই নেতিবাচক মনোভাব দেখানো হবে ততই পৃথিবী বিবর্ণ ও ধূসর হবে। তখন আত্মনির্ভরতার বাণী ধুলোয় লুটাবে, কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

এটা ঠিক যে এখন পরিস্থিতি অন্য খাতে বইছে। এবারের সমবায় সপ্তাহে আলোচনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। নানা সূত্রে আছে। আমাদের পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের কাজকর্মকে যুক্ত করতে হবে। প্রকৃত ভারত আছে গ্রামে একথা আমরা সকলেই জানি। আর গ্রামের মানুষকে রক্ষা এবং খানিকটা আত্মনির্ভর করা, মহাজনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই সমবায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটাও আমাদের জানা। এবার সমবায় সপ্তাহের তৃতীয় দিবসের (১৬ নভেম্বর) মূল বিষয় গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না শত বৎসর আগের সেই গ্রাম এখন আর নেই। সব গ্রাম একইরকম না হলেও বেশিরভাগ গ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে, বিদ্যুৎ আছে, মোবাইল ফোন আছে, ঠান্ডা পানীয় কিনতে পাওয়া যায়। যে গ্রামের মানুষ একদিন জমিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকত, জমির জন্য মহাজনের অত্যাচার সহ্য করত, সেই গ্রামবাসী আজ কিছুটা বন্ধন মুক্ত হয়েছে। নিজের সন্তানকে আর কৃষিকাজে লাগাতে চাইছে না। মনোভাব পাল্টে যাচ্ছে। একটি সর্বভারতীয় হিসাবে দেখা যাচ্ছে ৪০ শতাংশ কৃষক কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। তাহলে সমবায়ের ভবিষ্যৎ কী?

এটাই সমবায়ের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু কৃষিঋণ নয়। কৃষকের কী প্রয়োজন তার দিকে লক্ষ্য রেখে সমবায়কে তার কাজ ও নিয়ম-নীতি ঠিক করতে হবে। উন্নত বীজ, সার সহজলভ্য করতে হবে। ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু প্রথাবদ্ধ চাষ নয়, অর্থকরী ফসলের চাষের দিকে নজর দিতে হবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য সমবায়ীদের কিভাবে সাহায্য করা যায় তার জন্য কাজ করতে হবে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমবায়ী অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মহিলাদের শুধু স্বনির্ভর গোষ্ঠী নয়, সমবায়ের অন্যান্য কাজেও যুক্ত করতে হবে। তাদের তৈরি জিনিসের বৈচিত্র আনতে হবে এবং বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য সমবায়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে একটা করে সমবায় ছিল আমাদের লক্ষ্য—তা এখনো অর্জিত হয়নি। সেটা করতে পারলে সবাই মিলে 'সবার ভালোর জন্য একটা জাগরণ' হওয়া সম্ভব। তবেই আজকের দিনের চ্যালেঞ্জকে সমবায় মোকাবিলা করতে পারবে। গ্রামের উন্নয়ন তখনই সার্বিকভাবে সম্ভব হবে, অন্যথায় আত্মনির্ভরতা অধরাই থেকে যাবে।

নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালনের সময় সমবায়ের মূল নীতিগুলি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, বরং এই সময়ে সেই কথাগুলো আরো বেশি বেশি করে চর্চা করতে হবে। সমবায়ীরা সারাবছরই তা চর্চা করেন। এই সাতটা দিন সমবায়ী বা সমবায়ী নয় এমন সবাই মিলেই আমরা চর্চা করব। এখানে প্রধান বিষয় গণতন্ত্র। সমবায় পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সমবায়ীরা তাদের নেতা নির্বাচন করবেন। বৈঠকে বিভিন্ন মত দেবেন, আলোচনা শেষে যেটাতে সবাই একমত হবেন, সেটাই চূড়ান্ত হবে। সমবায়ের পতাকার রং সেই কারণেই সাতটা। সমবায় ৭ রঙের সমাহার। আর একটা বিষয় —বহুত্ববাদী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে সমবায়ে। ধর্ম-বর্ণ-জাতি ভাষা বা রাজনীতি কোনটাই সমবায়ের কাছে প্রধান নয়। সমবায়ের কাছে প্রাধান্য মানুষ সমবায়ী। এখানে সমবায় দর্শন ও চিন্তা ছাড়া আর কিছুরই প্রাধান্য নেই।

আমি নিশ্চিত জানি যে যত সহজে এসব কথা বলা যায়, ব্যাপারটা ততখানি সহজ নয়। যদি সহজেই হবে তাহলে আমাদের বাংলাতেও 'সমবায় দখলের লড়াই' চলবে কেন? 'অসাধু'রা সমবায় দখলে তৎপর হবেন কেন? কিন্তু এখন এরকম সংকট আসবে। সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিংসা নয়, ধৈর্য ও ভালোবাসা। চিন্তা আপন আপন, কিন্তু সমবায় সবার—এই মনোভাবের প্রসার বাড়াতে হবে। তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে সঠিক মানব উন্নয়নের রাস্তা ধরার জন্য। এতো বিড়ম্বনার মধ্যেও আমাদের কাছে আনন্দের খবর যে সারা বাংলা জুড়ে প্রাথমিক সমবায় সংস্থাগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে। সমবায়ীগণ এবং সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হচ্ছেন। রাজ্যের প্রায় অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক সমবায় সংস্থার নতুন কর্মকর্তা গঠনের কাজ শেষ। এটা একটা দুর্লভ প্রাপ্তি। নতুন সমবায় নেতৃত্ব গ্রাম

পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের যুক্ত করতে পারছেন, গ্রামে-গঞ্জে তাদের অবস্থিতিকে জানান দিতে পারছেন।

একটা সমবায়ে সব ধরণের মানুষ সদস্য হতে পারেন। সেখানে নানা ধর্ম, নানা বর্ণ থাকে—এ ব্যাপারে ভেদাভেদ সমবায়ে থাকে না। তাই সমবায়কে বরাবর সম্প্রীতির আঁতুড়ঘর বলে আমরা চিহ্নিত করি। মৌলবাদ আর হিংসা নিয়ে আমরা বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকি, আমাদের দোলাচল শেষ হতে চায় না। কিন্তু এই মারের সাগর আমাদের পাড়ি দিতেই হবে। সমবায় হবে একটা বাতিঘর। সম্প্রীতি ও ভালবাসার চর্চা আমাদের জোর কদমে চালাতে হবে, বন্ধ করা যাবে না। যদি আমাদের মধ্যে ধর্ম ও বর্ণের কারণে বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে সমবায়ের মূল দর্শন থেকে আমরা বিচ্যুত হব।

সমবায়ে আমরা শুধু টাকা, আনা, পাই-এর হিসাব করি না। আমার গ্রাম, আমার পরিবেশ, আমার প্রতিবেশী, আমরা সবাই কী করে ভালো থাকবো সমবায়ে তারই চর্চা করি। অত্যন্ত আগ্রাসীভাবে এই চর্চা এখন আমাদের করতে হবে। কারণ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চতুর্দিকে বিষাক্ত নাগিনী ফেলিছে নিঃশ্বাস।

আবার ফিরে আসি আত্মনির্ভর ভারতের কথাতে। কে চায় না এমন ভারত গড়ে তুলতে? আমরা সবাই চাই। কিন্তু সবাইকে সঙ্গে নিয়েই এমন ভারত গড়তে হবে। প্রত্যেকটা পর্ণকুটির থেকে উঠবে আনন্দের শঙ্খধ্বনি, সকালে মা তার সন্তানের পিঠে স্কুলের ব্যাগ দিয়ে স্কুল বাসে তুলে টাটা করবে। বাড়ির ছেলেটি সকালে নাকে মুখে ঠুঁসে অফিসে যাবে। সবুজ ধানের ক্ষেত অল্প অল্প বাতাসে দোল খাবে, গাইবে জীবনের গান। কারখানার ধোঁয়া আকাশ ছোঁবে। সন্ধ্যায় মা আমার মাথায় আধা ঘোমটা দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাবে ঠিক তখনই মসজিদে শোনা যাবে আজানের ধ্বনি এই ভারতই হবে আত্মনির্ভর ভারত। আমরা সমবায়ীরা এই আত্মনির্ভর ভারতের জন্য লড়াই করি, লড়াই করব। জয়তু সমবায়!

ICMARD

ইকমার্ড

WBSCARDB

[The Institute of Cooperative Management for Agriculture & Rural Development]

উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা

ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি রাজ্যস্তরের সমবায় প্রশিক্ষণ সংস্থা

আপনার সমবায়ের প্রয়োজন আমাদের দায়িত্ব

যেকোনো ধরনের প্রশিক্ষণ, প্রকল্প, পরিকল্পনা ও কনসালটেন্সি পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করুন

অধ্যক্ষ, ইকমার্ড

Email : icmard.traning@gmail.com | Phone No. : (033) 2356 6522

(শর্ত সাপেক্ষে মূল্য প্রযোজ্য)

সমবায়ের গভীরতায় ইন্টারভিউ

চিন্ময় গুপ্ত
পরিচালন অধিকর্তা, ওয়েবস্কার্ড ব্যাংক লি. ও অধ্যক্ষ, ইকমার্ড

সমবায়ের গভীরতায় ইন্টারভিউ নিষ্প্রয়োজন,
দিশাহীন, অর্থহীন।
সেলুলয়েডের প্রসঙ্গ 'ইন্টারভিউ'—সারবত্তা বুঝিনি
জীবনের উদবর্তনে ওদের যে ভাষা অনুরণিত হয়েছে
সে ভাষাও বুঝিনি আজও।
ওরা কারা? ওরা তারা, যারা অন্নে, বস্ত্রে,
বাসস্থানে, জীবনের সব প্রয়োজনে তোমাকে
রক্ষা করেছে, নিশ্চিন্ত রেখেছে।
মুখোশের অন্তরালে কিছু মেকি কথায়
কাটলো দীর্ঘ সময়, তবুও
ওদের কথোপকথনের ভাষা আজও রপ্ত হয়নি।
দূরে কানে আসে কোন রাজনৈতিক নেতার
নিরন্তর সংগ্রামের বড় বড় কথা,
কিন্তু এ' সংগ্রাম তার নিজের জন্য, পরের জন্য নয়।
ওরা যেটা বলতে চায়—তোমার অনুভূতিতে,
তোমার উপলব্ধিতে তা কখনো সম্পৃক্ত হয়নি।

পরিসংখ্যানে ওদের আয় দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়েছে
তবুও ঋণজাল থেকে ওরা মুক্ত হয়নি।
ঋণের ব্যবহারের শেষ প্রান্তে ওরা অসহায় থেকেছে,
কপট পথে ঋণ পেতে পেতে ওরা নিঃসহায় হয়েছে।
তারপর কত সভা, কত আলোচনা হয়েছে—তবুও
ওরা ঋণ মুক্ত হতে পারেনি।
যখন তুমি পথ হারিয়েছো
মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে
তিন-চারটে ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করেছো।
থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজী বলে
নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করেছো,
তখন ওরা তোমায় দূরে সরিয়েছে
তুমি বুঝে উঠতেও পারোনি।

আলো-অন্ধকারে পথ চলতে চলতে
কখনো নিজেকে জ্ঞানী ভেবেছো,
কি লিখেছো তুমি ওসব ছাইপাশ
যার অর্থ তুমি নিজেও বোঝোনি,
যা তুমি বিশ্বাসও করোনি।

ওরা ওদের অন্ধকার ঘরে তোমায় প্রদীপ
জ্বালতে বলেছিল,
চাঁদের আলোয়, মোমবাতির আলোয়
ওরা পথ চলতে চেয়েছিল—
আর তুমি, একটা মঞ্চ বাঁধলে—
নাটকের মঞ্চ, এক কিলোওয়াটের
আশিটা আলোয় ঝলসে উঠলো তোমার মঞ্চ,
ওরা ভয় পেলো, সরে গেলো তোমার পাশ থেকে।

আজও একটা কৃষকও তোমাকে ভরসা করতে পারেনি,
ভরসার অভাব ওদের বিষণ্ণ করেছে, মলিন করেছে চিত্ত।
গ্রাম বাংলার মা-বোনেরা দিশা চেয়েছিল,
পথ চলার দিশা, জীবিকার সন্ধান।
অনেক ঋণ দিয়ে তাকেও তুমি পথভ্রষ্ট করলে—
ওরা দিশা পেলোনা, পেলোনা ভরসা—
ওরা পেলোনা সহায়-সম্বল।
ওদের দূরবগাহ গভীরতায় অবগাহন
করতে বললে, কিন্তু ওরা সেই গভীরতায়
যাবার পথ পেলো না।
করুণতম রসের মধ্যস্থতায়
জীবনের মধুরতম সঙ্গীত রচনা করা যায়
কিন্তু তার জন্য চাই উপলব্ধি,
চাই অনুভূতি, চাই বোধ-চেতনা
কিন্তু সেই বোধ-দৃঢ়তা-চেতনা
নেই বলেই জীবনের জয়ধ্বনি
অধরা থেকে গেল।

আলো আছে, বজ্রপাতের ঝলকানি আছে,
ঝড়-বৃষ্টি-ছায়া-রোদ আছে, আছে বটের নিশ্চিন্ত-নিরাপদ
আশ্রয়, জীবন আছে, মানুষ আছে, প্রত্যয় আছে।
এই আলোয় আত্মশক্তির উদ্বোধনে
মনটাকে আলগা করে দাও, মনটাকে
সহজ করে দাও, মনটাকে হালকা করে দাও
ওদের মাঝে, ওদের কাছে, কথোপকথনের ভাষা খুঁজে নাও
ওদের সাথে—যেখানে পুজা, প্রেম, প্রীতি, রাজা, প্রজা,
গৃহী, সন্ন্যাসী, সব এক হয়ে যায়—সমবায়ের গভীরতায়।

সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের গুরুত্ব

বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক

অবতারণা ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতার কথা মনে পড়ে।

'দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহা রবে
বুদ্ধ নিজভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা তোমরা লইবে বল কেবা'?'

শুনে রত্নাকর শেঠ মাথা হেঁট করে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। সামন্ত জয়সেন তার বুক চিরে রক্ত দিতে রাজি, কিন্তু এত অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। ধর্মপালও অক্ষম দীনহীন। সমস্ত সভাঘর নির্বাক, লজ্জায় নতশির এত মানুষের অন্ন যোগানোর ক্ষমতা একা কারো নেই। তারই মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন ভিক্ষুণী অনাথপিণ্ডদসুতা। সবশেষে তার সেই চমকপ্রদ ঘোষণা—

'আমার ভান্ডার আছে ভরে তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে।
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

বাংলায় প্রবাদ আছে দশের লাঠি একের বোঝা। একা যে ভার বহন করা অসম্ভব বলে মনে হয়, দশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই ভার সহনীয় এবং বহনীয় হয়ে যায়। অনেক ক্ষুদ্র মানুষের পুঁজি যখন সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়, তখন নির্মিত হয় সমবায়। বর্তমানে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীও সেই সমবায়ের এক প্রতিরূপ।

দেশে দেশে সমবায় চেতনার প্রসার ঃ

১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে লাগাম ছাড়া দ্রব্যমূল্যে জর্জরিত কাপড় কলের দরিদ্র তাঁত শ্রমিকেরা মাত্র ২৮ পাউন্ড পুঁজি সম্বল করে 'রচডেল সোসাইটি অফ ইকুইটেবল পাইওনিয়ারস' নামে ন্যায্য দামের একটি খাদ্যসম্ভার বিপণি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা যে নীতিমালা প্রবর্তন করেছিলেন, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে সেগুলোর বিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৮৫৪ সালে সেই বিবর্তিত নীতিমালা ছিল—(১) এক সদস্য এক ভোটের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, (২) অবাধ সদস্যপদ, (৩) প্রদত্ত মূলধনের উপর পূর্ব নির্ধারিত হারে সীমিত সুদ, (৪) সমিতি থেকে নীট মুনাফার উপরে ডিভিডেন্ড বন্টন, (৫) সমিতির ব্যবসায় নগদ লেনদেন, (৬) বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল পণ্য বিক্রয়, (৭) সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে নীট মুনাফা থেকে তহবিল গঠন, (৮) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতা এবং (৯) সমিতির নির্বাণের সময় অংশ-মূলধনের অনুপাতে বিনা লাভে সমিতির নীট সম্পদ সদস্যদের মধ্যে বন্টন।

ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সামাজিক পরিস্থিতিতে রচডেল অগ্রপথিকদের মতো অনেকে ভোক্তা সমবায় গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় সমসাময়িক জার্মানিতে রাইফিসেন মডেলে কৃষি সমবায়ের প্রচলন হয়েছিল। এইভাবে জনগণের প্রয়োজনে কিংবা ঔপনিবেশিক সরকারের তাগিদে দেশে দেশে সমবায় সমিতি বিকশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও যুক্তরাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধিরা একটি সর্বজনগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা ভাবতে শুরু করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ভারত, আয়ারল্যান্ড, রোমানিয়া সার্বিয়া, স্কটল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড এর প্রতিনিধিরা এই আলোচনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। এইসব আলোচনার পরিণতিতে ১৮৯৫ সালের ১৯ থেকে ২৩ আগস্ট লন্ডনের রয়েল সোসাইটি অফ আর্টসের সভাকক্ষে ২০০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সমবায় কংগ্রেস বা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই মহাসম্মেলনের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৯ আগস্ট ১৮৯৫ তারিখে আন্তর্জাতিক সমবায় জোট বা ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স (আইসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল সমবায় নীতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ, সংজ্ঞা নির্ধারণ ও রক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে নবম আইসিএ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালের ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালে ভার্সাই চুক্তি অনুসারে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ প্রতিহত করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় স্থাপিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। তারপরে ১৯২১ সালের ২২ থেকে ২৫ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে দশম

আই সি এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এরপরে ১৯২৩ সালে জুলাই মাসের প্রথম শনিবার আইসিএর উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপিত হয়। সেই ঐতিহ্য আজও প্রবাহমান। প্রতিবছর জুলাই মাসের প্রথম শনিবার এখনো আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে ১৯৩৭ সালের ৭ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ কংগ্রেসে আইসিএ প্রথমবারের জন্য সমবায় নীতিমালা পর্যালোচনা এবং সংশোধন করে। রচডেল সমবায় নীতির ৬ ও ৯ নম্বর নীতি সরিয়ে রেখে বাকি সাতটি গৃহীত হয় বিশ্বজনীন সমবায় নীতি হিসেবে। সাতটি সমবায় নীতির মধ্যে চারটিকে (অবাধ সদস্যপদ, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, লেনদেনের অনুপাতে সদস্যদের মধ্যে ডিভিডেন্ড বন্টন এবং মূলধনের উপর সীমিত সুদ) মুখ্য এবং বাকি তিনটিকে, যেমন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, নগদ বিক্রয় ও শিক্ষার বিস্তার, এইগুলিকে গৌণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৪৫ সালের ২৫ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ এবং নতুন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন করেন। ওই বছর ২৪ অক্টোবর ৫১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘ যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

১৯৬৬ সালে ৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত ২৩তম কংগ্রেসে আইসিএ-র কেন্দ্রীয় কমিটি নিযুক্ত সমবায় নীতি আয়োগের সুপারিশ মেনে সমবায় নীতিমালার পুনর্ববিন্যাস অনুমোদিত হয় এবং ছয়টি তুল্যমূল্য সমবায় নীতি গৃহীত হয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অবাধ সদস্যপদ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, মূলধনের উপর সীমিত সুদ, লেনদেনের ভিত্তিতে সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক ডিভিডেন্ড বন্টন, সমবায় শিক্ষা ও সমবায়সমূহের মধ্যে সহযোগ।

আরো ২৯ বছর পরে আইসিএ'র শতবর্ষে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২০ থেকে ২৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত ৩১তম আইসিএ কংগ্রেস ষষ্ঠ সমবায়নীতির পরে সপ্তম নীতি 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া এই অধিবেশনে সমবায়ের পরিচয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি গৃহীত হয়, যেখানে সমবায়ের নতুন করে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল ঃ 'সমবায় হলো এমন সব ব্যক্তির স্বয়ংশাসিত জোট, যাঁরা তাঁদের সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণের জন্য যুগ্ম-মালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সংস্থার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হবেন।' এছাড়া সমবায় মূল্যবোধ এই কংগ্রেসেই অনুমোদিত হয়েছিল। স্বনির্ভরতা, দায়িত্ববোধ, গণতন্ত্র, সমতা, ন্যায্যতা এবং সংহতি হল সমবায়ের ভিত্তি। তাঁদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য মেনে সমবায় সদস্যরা সততা, অকপটতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অন্যের জন্য যত্নবান হওয়ার নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখেন।

গত ৩০ বছর ধরে এই সমবায় নীতি, সমবায় সংজ্ঞা ও সমবায় মূল্যবোধ এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে।

ভারতীয় সমবায় আন্দোলন ও সমকালীন অর্থনীতি ঃ

২০২৪ সালের ১৯ জুন তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ২০২৫ সালকে দ্বিতীয়বারের জন্য আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। এর আগে ২০১২ সালকে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। জোর দেওয়া হয়েছিল দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সংহতি সাধনে সমবায় সংস্থার অমূল্য অবদান সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা জাগিয়ে তোলা আইসিএ-র পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে সেই বার্তা সমবায় বর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই বর্ষের স্লোগান ছিল 'সমবায় উদ্যোগ গড়ে তোলে শ্রেয়তর বিশ্ব'। তার লোগো ছিল এইরকম সাতটি মানুষ অবলীলায় মাথায় তুলে নেয় একটি বৃহৎ আকারের আয়তঘন। এই বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসাবে ঘোষণার সঙ্গে স্লোগান একটু পরিবর্তিত হয়েছে 'সমবায় গড়ে তোলে শ্রেয়তর বিশ্ব'। এবারের ভাবনায় সমবায়গুলোর স্থায়ী বিশ্বজনীন প্রভাব এবং বিভিন্ন পার্থিব ঝুঁকির প্রতিবিধানে সমবায় মডেলের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এই বছরের লোগোতে শ্রেয়তর-বিশ্ব নির্মাণে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ মানব সমাজের মাঝে ২০২৫ সালকে রেখে নিচে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ কথাটি লেখা হয়েছে। লাল সবুজ এবং নীল এই তিনটি রং দিয়ে তিনটি স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যের দ্যোতনা সুচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে প্রস্তাবনা গ্রহণ করে, তাতে ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৭ দফা টেঁকসই বা স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছিল। তার রূপায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে ২০১৫ সালের ২১ অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৩টি সদস্য দেশ সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ দফা টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। (১) দারিদ্র থেকে মুক্তি, (২) ক্ষুধা শূন্যতা, (৩) সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা, (৪) মানসম্মত শিক্ষা, (৫) লিঙ্গের সমতা, (৬) পরিষ্কার জল ও নিষ্কাশন, (৭) সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন শক্তি, (৮) শালীন কাজ ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, (৯) শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, (১০) বৈষম্য হ্রাস, (১১) স্থিতিশীল নগর ও সমাজ, (১২) দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, (১৩) জলবায়ু বিপর্যয় প্রতিরোধ, (১৪) জলের নিচে জীবন, (১৫) জমির উপরে জীবন, (১৬) শান্তি, ন্যায়বিচার ও প্রতিষ্ঠান এবং (১৭) স্থিতিশীল লক্ষ্যসমূহ পূরণে অংশীদারিত্ব। ২০২৩ সালের শেষে দ্বিতীয় চতুর্বর্ষীয় বিশ্ব স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় দপ্তর। এই প্রতিবেদনের মুখবন্ধে কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে আর্থিক অসাম্যের বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে গ্রীষ্মের চরম তাপমাত্রা, দাবানল, বন্যা এবং ঝঞ্ঝায় বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষদের চরম দুর্গতির কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই সংকটকালে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতি ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে পাথেয় করার কথা বলা হয়েছে। এইসব কর্মসূচির রূপায়ণের পথে সমবায় পদ্ধতি অনেক সহায়ক হতে পারে, যাতে মানুষের অংশগ্রহণ অনেক বেশি মাত্রায় সুনিশ্চিত করবে।

২০২৪ সালের ২৫ থেকে ৩০ নভেম্বর ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ (ইফকো) সহ আরো ১৮টি ভারতীয় সদস্য সংস্থার, যারা প্রায় ৮ লক্ষ সমবায় সমিতির প্রতিনিধিত্ব করে, আতিথ্যে নয়া দিল্লির ভারতমণ্ডপম সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইসিএ বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'সমবায় সকলের জন্য সমৃদ্ধি গড়ে তোলে' এই ভাবনাকে সামনে রেখে ১০০টি দেশের ৩০০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশদ আলোচনার পরে 'নয়াদিল্লি কর্মসূচি' গৃহীত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

ভারতের সংবিধানের সূচনালগ্ন থেকে সপ্তম তফসিলের মধ্যে শুধুমাত্র রাজ্য তালিকায় সমবায় সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় তালিকার ৪৩ নম্বর ধারায় সমবায়কে ওই তালিকার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য তালিকার ৩২ নম্বর ধারায় সমবায় সমিতির এক্তিয়ার রাজ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যুগ্ম তালিকাতেও তখন সমবায় স্থান পায়নি। তবে একাধিক রাজ্যব্যাপী যেসব সমবায় কার্যরত এবং জাতীয় সমবায় মহাসঙ্ঘগুলির তদারকের জন্য এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের সমবায়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি, সমবায় ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে সমবায় দপ্তর চালু ছিল। ২০২১ সালের ৬ জুলাই ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রে কৃষি, সমবায় ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক থেকে আলাদা করে সমবায় মন্ত্রক সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন শ্রী অমিত শাহ। তাঁকে সাহায্য করার জন্য দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন শ্রী কৃষাণ পাল এবং শ্রী মুরলীধর মহল। এই নতুন মন্ত্রকের দর্শন উল্লেখ করা হয় 'সমবায় থেকে সমৃদ্ধি, দেশে সমবায় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত তার বিস্তার, সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশের মডেল এবং সেই লক্ষ্যে যথাযথ নীতি প্রণয়ন, সমবায়কে তার সামর্থ্য বাস্তবায়নে সাহায্য করতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ।'

আইসিএ'র হিসাবে পৃথিবীর জনসংখ্যার অন্তত ১২% মানুষ ৩ কোটি সমবায়ের কোনো না কোনোটির সদস্য। এই সমবায়গুলি ২৮ কোটি মানুষকে কাজ দেয় বা কাজের সুযোগ এনে দেয় এইভাবে তারা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক বিকাশে শামিল হয়েছে। নাবার্ডের প্রকাশিত ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দেশের ৮ লক্ষ সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার ২১% যা বিশ্বের গড় শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি। 'ওয়ার্ল্ড কোঅপারেটিভ মনিটর' এমন একটা সংস্থার নাম, যার কাজ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমবায় সংস্থাগুলি সম্পর্কে বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং সামাজিক তথ্যসংগ্রহ ও সংকলন করা। ২০২৩ সালে সর্বশেষ যে প্রতিবেদন এই সংস্থা প্রকাশ করেছে তাতে বিশ্বের বৃহত্তম ৩০০টি সমবায় সমিতির একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই তালিকায় প্রথম দশে ভারতের কোনও সমবায় নেই। তবে ৩০০টি শীর্ষ সমবায়ের মধ্যে তিনটি ভারতীয় সমবায় স্থান পেয়েছে, ইফকো ৭২তম, আমুল ৯০তম এবং ক্রিভকো ২৩৬তম।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক সম্প্রতি যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখানো হয়েছে ভারতবর্ষে ৩০ ধরণের

প্রাথমিক সমবায় সমিতি আছে এবং তাদের মোট সংখ্যা ৮,৩৯,২৯৩টি। তার মধ্যে ৩,৩০,১৫৩টি শহরাঞ্চলীয় সমবায় এবং ৫,০৯,১৪০টি গ্রামীণ সমবায়। এছাড়া প্রাথমিক কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংকের সংখ্যা ৫২৬টি, শহরাঞ্চলীয় ব্যাংকের সংখ্যা ১৪৬৩টি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সংখ্যা ৩৩৮, রাজ্য সমবায় ব্যাংক আছে ৩২টি। রাজ্য কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক ১৪টি আর জাতীয় স্তরের ফেডারেশন আছে ২০টি। প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যাচ্ছে বিগত ২০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ঋণদাদনের পরিমাণে সমবায় ব্যাংকের অংশগ্রহণ ক্রমশ কমে এসেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির মোট যে ঋণদাদন ছিল, তার মধ্যে ৩৯.৪৭ শতাংশ অবদান ছিল সমবায়ের, ৬.৮৬ শতাংশ ছিল আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকের এবং ৫৩.৪৬ শতাংশ ছিল অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের। ২০২০-২১ সালে সমবায়ের অবদান কমে দাঁড়িয়েছে ১৩.০৫ শতাংশে। কৃষিঋণ দাদনের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা হ্রাস পেলেও সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় উৎপাদক সংস্থা ইফকো ও কৃভকোর অংশগ্রহণ যথেষ্ট বেড়েছে। নাইট্রোজেন সারের ক্ষেত্রে ২৩.৩ শতাংশ ফসফেট সারের ক্ষেত্রে ৩২.৩ শতাংশ।

ভারত সরকারের সমবায় মন্ত্রক সমবায়কে শক্তিশালী করতে এবং সমবায় সমিতিগুলির কর্মকান্ড সু-সমন্বয়ের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার সুফল প্রসবের ব্যাপারে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন এই দেশের সমবায়ীরা। আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ তাদের সেই প্রতীক্ষা পূরণের দিকে এগিয়ে দেবে কিনা তা দেখতে হবে। কিন্তু যে সাতটি নীতির উপরে, যে মূল্যবোধের উপরে সমবায় দাঁড়িয়ে আছে তার নিয়ত অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়েই। সমবায়কে সত্যিকার অর্থে সফল এবং শক্তিশালী করে তুলতে হলে সমবায় নীতিসমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সঠিক সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা, পরিচালক পর্ষদের নির্বাচন, সদস্যদের অবাধ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, সমবায়ের কার্যক্রম এবং হিসাবরক্ষণের উপর নজরদারি এবং সঠিক অডিটের ব্যবস্থা খুবই জরুরী। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলী না থাকলে অধিকাংশ সদস্য নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে অল্পসংখ্যক মানুষ এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্থক ভূমিকা নিতে হলে স্বয়ম্ভরতা, দায়িত্ববোধ, গণতন্ত্র সমতা, ন্যায্যতা এবং সংহতিকে সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজকের এই ভোগবাদী সমাজে যেখানে সমকাজে বিষম পারিশ্রমিকের ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যেখানে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন প্রতিনিয়ত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, যেখানে ৬৫ শতাংশ দেশবাসী গ্রামে থাকলেও গ্রামে গ্রামে নগরায়নের কলুষতা বেড়ে চলেছে সেখানে সমবায়ের আদর্শে ব্রতী হওয়া খুবই কঠিন কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই আমাদের করতে হবে।

'সমবায় কথা'-য় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার সংস্থার বিজ্ঞাপন দিতে পারেন
'সমবায় কথা' ত্রৈমাসিক পত্রিকায়।
হার্ড কপি ছাড়াও সফট কপির মাধ্যমে
সহস্র মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই ম্যাগাজিন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোয়ার্টার পেজ	২,৫০০ টাকা
হাফ পেজ	৫,০০০ টাকা
ফুল পেজ	১০,০০০ টাকা

ইকমার্ডের
সাপ্তাহিক ইউটিউব চ্যানেল
'সমবায় কথা'

চ্যানেলটি দেখুন, মতামত দিন এবং অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ারের মাধ্যমে আরও বহু মানুষের কাছে বার্তাগুলি পৌঁছে দিন।

ইউটিউব চ্যানেলের লিংক
https://www.youtube.com/
@Somobaykotha-ICMARD

সেবা—ভারতের অপ্রাতিষ্ঠানিক নারী শ্রমিকদের প্রথম ক্ষমতায়ন

বিবেক সেন
অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক (সেন্ট্রাল জোন)

তখনও বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে ওঠেনি। পশ্চাদপদ মহিলাদের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার ভাবনা তখনও শুরু হয়নি। আজ থেকে ৫৩ বছর আগে ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল গুজরাটের আমেদাবাদে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। এলা বেন ভাট এক সমাজকর্মী আইনজীবী মহিলা, বয়নশিল্পে যুক্ত বিভিন্ন মহিলা শ্রমিক, ফুটপাতে হকারের কাজে নিযুক্ত কিংবা অসংগঠিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করে গড়ে তুললেন 'সেবা' (SEWA: Self Employed Women's Association) নামের এক বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন যা বলতে গেলে ভারতবর্ষে মহিলাদের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন এবং বর্তমানে সারা বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ নারী সংগঠন।

প্রথমে ৭০০০ সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে সেবার সঙ্গে সংযুক্ত সদস্য সংখ্যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়ায় ২০ লক্ষ। বর্তমানে গুজরাট ছাড়িয়ে ভারতের ১৮টি রাজ্যে সেবা'র শাখা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম জড়িয়ে আছে প্রায় ২৫ লক্ষ মহিলা।

আমেদাবাদকে বলা হয় ভারতের ম্যানচেস্টার। সবাই জানে যে কার্পাস তুলো উৎপাদন থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বয়নশিল্পে প্রচুর মানুষ সংযুক্ত। কিন্তু কারখানার মালিকদের কাছে শ্রমিকরা চিরকালই নানাভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে থাকে। এই শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভেবেই তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে গড়ে তোলেন 'টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন'। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এলা বেন ভাট ছিলেন এই এসোসিয়েশনেরই সাথে যুক্ত একজন আইনজীবী ও অগ্রণী সমাজকর্মী। তিনি লক্ষ্য করেন এই সংগঠনের ভেতরেও মহিলাদের জন্য আলাদা করে গুরুত্ব প্রদানের জায়গা কম। মহিলা হিসেবে তাদের প্রাপ্য থেকে অনেকটাই তারা বঞ্চিত থাকে। এছাড়া বয়নশিল্পের বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বহু মহিলা বাড়িতে কিংবা আশেপাশে বিভিন্নভাবে শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তারা ভীষণভাবেই অসংগঠিত। এদের সংগঠিত করতে হবে, নিজেদের শ্রমের জন্য ন্যায্য প্রাপ্য এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভাব্য উদ্যোগ নিজেদেরকেই নিতে হবে এই ভাবনা থেকেই একসময় গড়ে তুললেন 'সেবা' নামক এই প্রতিষ্ঠানটি। সত্য, অহিংসা, স্বনির্ভরতা এবং গণতন্ত্র মহাত্মা গান্ধীর এই মূল আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হয় মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত করার কাজ।

সেবার কর্মপ্রণালীর মধ্যে দুটি মুখ্যধারা—একটি ট্রেড ইউনিয়নধর্মী অপরটি সমবায়ধর্মী। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বহু মহিলা বয়নশিল্প সহ নানান ক্ষেত্রে শ্রম দান করে থাকেন। তাদের শ্রমিকের মর্যাদা প্রদান, শ্রমিক হিসাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা আদায় ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেত্রীগণ বিভিন্ন কলকারখানার মালিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন, দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন এবং অবশ্যই ধাপে ধাপে তারা বিভিন্ন রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হচ্ছে সমবায় গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা। যৌথ উদ্যোগে ও সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তাদের স্বনির্ভর উদ্যোগী করে তোলা। এযাবৎ ১৬০টি সমবায় সংস্থা গঠিত হয়েছে সেবা প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায়। এর মধ্যে যেমন দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় আছে, সেরকম আছে নানাবিধ হস্তশিল্প সমবায়, কৃষি সমবায়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমবায় প্রভৃতি। আন্তঃরাজ্য সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মহিলারা সংযুক্ত হয়ে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। পেশাভিত্তিক সমবায় সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের সমধর্মী সমবায়গুলির কার্যক্রমকে একটা কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে মোট ১৫টি অর্থনৈতিক ফেডারেশন তৈরি করেছে সেবা'র নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদকদের নিয়ে তিনটি প্রডিউসার কোম্পানি গঠিত হয়েছে। এছাড়া ভারতবর্ষে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই অনুরূপ পদ্ধতিতে গোষ্ঠী গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল সেবা সংস্থা। আশির দশকে বিশ দফা কর্মসূচির আওতায় আইআরডিপি প্রকল্পের অধীনে মহিলাদের সংগঠিত করে 'ডোকরা' নামে একটি প্রকল্প

ছিল। সেবা সেই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে প্রচুর সংখ্যক উদ্যোগী 'ডোকরা' গ্রুপ গঠন করে। বর্তমানে সেবার নিজস্ব সমবায় ব্যাংক গড়ে উঠেছে। সেখানে আমানতকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক। ৩০০ কোটি টাকারও বেশি সেখানে ঋণের লেনদেন চলছে। ৪৮১৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে সেবা, যারা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক ও উৎপাদন মুখী কাজে যুক্ত।

নারীর ক্ষমতায়ন মানে শুধু শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন নয়। তার স্বাস্থ্য, তার আত্মবিশ্বাস, তার পারিবারিক মর্যাদা, সংসারে শান্তি সবকিছু মিলিয়েই নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন। যাত্রাপথের প্রথম থেকেই সেবা মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। বিভিন্ন এলাকায় সমাজ কল্যাণমূলক কাজেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ২০০১ সালে গুজরাটে যে ভূমিকম্প হয় সেখানে সেবা'র পক্ষ থেকে বিশাল নারীবাহিনী বিভিন্নভাবে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করে। মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, তাদের ভেতরের ক্ষমতা ও প্রতিভাকে সমাজের সামনে তুলে ধরা ইত্যাদি নানাবিধ কার্যের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে আলাদা একটা পুস্তক তৈরি হয়ে যাবে। এলা বেন ভাটের জীবন, কর্মপ্রণালী, সেবা'র কাজকর্ম বিষয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক গবেষণা গ্রন্থ এবং পুস্তক রচিত হয়েছে। সারা জীবন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও সত্য নীতির আদর্শে অবিচল থেকে এক অন্য ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন এই মহীয়সী মহিলা। ২০২২ সালের ২ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রেখে গিয়েছেন ভারতজুড়ে প্রায় ২৫ লক্ষ মহিলার এক অভূতপূর্ব সংগঠন এবং বিশ্বের কাছে মহিলাদের সাধারণ থেকে অসাধারণত্বে উত্তরণের এক অনন্য নিদর্শন।

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ 164, তারিখ ঃ 26.12.1941

হেড অফিস ঃ ওল্ড কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও থানা ঃ বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান

ফোন নং ঃ (০৩৪২) 2662390 / 98009 60007, ইমেইল ঃ bardhamanardb@gmail.com

ওয়েবসাইট ঃ www.burdwancardbank.org

1941 সাল হইতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দাদনে নিয়োজিত পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার অগ্রণী সমবায়

ঃঃ আমাদের বিশেষ পরিষেবা ঃঃ

1.RTGS/NEFT/IMPS, 2. Locker Facility, 3. Core Banking in all our Branches,
4. Time Deposit, 5. MIS Deposit, 6. Recurring Deposit, 7. Flexi Deposit

(আকর্ষণীয় সুদে বিভিন্ন ডিপোজিট স্কীম)

—ঃঃ উল্লেখযোগ্য ঋণ প্রকল্প ঃঃ—

কৃষি ক্ষেত্র ঃ ট্রাক্টর, হারভেস্টার, ডেয়ারী, গোটারী, পোল্ট্রী, মৎস্য চাষ, Horticulture ইত্যাদি

অ-কৃষি ক্ষেত্র ঃ রাইস-মিল, নার্সিং হোম, প্যাথলজি ল্যাব, হোটেল, লজ, কমার্শিয়াল গাড়ী, জেসিবি ইত্যাদি

হাউসিং লোন ঃ নতুন বাড়ি তৈরি, মেরামত করা, ক্রয় করা, ফ্ল্যাট ক্রয়, কমার্শিয়াল হাউসিং ইত্যাদি

এছাড়া মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী (এস এইচ জি) লোন, পার্সোনাল লোন, মোটর সাইকেল/চার চাকা গাড়ী কেনার লোন, Working Capital, NSC/KVP/LIC PLEDGE লোন, Loan Against Property ইত্যাদি লোন

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থা—অতীত ও বর্তমান

অভীক ভট্টাচার্য
অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক

ইতিমধ্যে শতবর্ষ পার করে আসা দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা আজ তার নিজের অস্তিত্ব নিয়েই একটা বিশাল প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একশো বছর আগে নিশ্চয় সময়ের প্রয়োজনে, সার্বিকভাবে কৃষি ও কৃষকের কল্যাণের স্বার্থেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। সেই সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার যুগে নিশ্চয় দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানকারী ব্যাংকগুলি ভারতের কৃষি তথা সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনজীবনের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু একশো বছর ধরে, বিশেষত স্বাধীন ভারতে ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, সবুজ বিপ্লব সহ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন, সর্বোপরি ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিস্তার ও বিবর্তনের কারণে গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা সবমিলিয়ে একটা বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে এরকম পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আলাদা করে দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণ ব্যবস্থার অবস্থান আজ কতটা প্রাসঙ্গিক? ভারত জুড়ে কয়েকশত দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানকারী প্রাথমিক সমবায় ব্যাংকগুলি আগামীতে কোন পথে কোন পদ্ধতিতে টিকে থাকবে? এই পরিকাঠামোর সাথে যুক্ত লক্ষাধিক কর্মীর কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎই বা কী হবে? ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে থাকা এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ব্যাংক রুগ্ন হতে হতে স্বাভাবিক নিয়মে একসময় অচল অবস্থায় এসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছু কিছু রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে স্বল্পমেয়াদী ঋণব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে নিয়ে কর্মীদের জীবিকার একটা নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রের এই প্রশ্ন উত্তরোত্তর বৃহৎ আকার ধারণ করছে।

১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়া সমবায় আন্দোলনের মূল ফোকাসটি ছিল ভারতের দরিদ্র কৃষককে সারা বছর, বলতে গেলে সারা জীবন সুদ ব্যবসায়ী মহাজনের কাছে দেনার দায়ে আবদ্ধ থাকা, বলা ভালো দাসত্বের অবস্থা থেকে মুক্ত করা। চাষের প্রয়োজনে হোক বা সংসারের অন্যান্য দরকারে চাষী মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেয়, ফসল উঠলে কম দামে তার কাছেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়। চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রকোপে তার ঋণ বেশিরভাগ সময়েই শোধ হতে চায় না, জমি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। ঋণের এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র আশীর্বাদ-স্বরূপ বিকল্প হয়ে দেখা দিল নিজেদের মধ্যে জোটবদ্ধ হয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। প্রবর্তনের শুরু থেকেই সারা দেশের সাথে বঙ্গদেশেও নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ হোক ব্যক্তিত্ববর্গের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার লাভ করে।

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋণের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির একটা সুরাহা মিললেও প্রয়োজন দেখা দিল দীর্ঘমেয়াদী ঋণের। একটা গো-যান, গোশালা, কিংবা একটা নৌকা তৈরি করতে যে খরচের দরকার পড়ে, তা এক-দুই বছরের আয় দিয়ে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এই ভাবনা থেকেই স্বল্পমেয়াদী সমবায় ব্যবস্থার সমান্তরালে সরকারি উদ্যোগে প্রবর্তন হল দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থা। ১৯২০ সালে পাঞ্জাবের ঝাং জেলায় 'জমি বন্ধকী ব্যাংক' বা 'ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক' নামে এদেশের প্রথম দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানকারী সমবায় ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। সারাদেশেই এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গপ্রদেশে বীরভূম জেলায় ১৯৩৪ সালে প্রথম 'ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক'-টি প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর বর্ধমান স্থান সহ বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী প্রাথমিক ব্যাংক নিবন্ধিত হতে শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পরে জেলায় জেলায় নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকা এই ব্যাংকগুলিকে একসূত্রে গ্রন্থিত করে একটা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ম-কানুনে সমতা আনার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যস্তরে শীর্ষস্থানীয় ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক স্থাপন হয় করা হয় ১৯৫৮ সালে। পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন ঘটিয়ে ভূমি উন্নয়ন বা 'ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' হিসেবে নামকরণ করা হয়। আশির দশকে সমবায়ের অভিভাবক স্বরূপ নাবার্ড-এর আত্মপ্রকাশের পরে সাযুজ্য রেখে আবার নাম পরিবর্তিত হলো বর্তমানে যে নামে দেশজুড়ে পরিচিত, 'সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক' সংক্ষেপে সিএআরডিবি বা কার্ড ব্যাংক। মজার কথা হলো এই যে, শতবর্ষ পূর্ব থেকে নামে ব্যাংক

হলেও দীর্ঘমেয়াদী এইসব গ্রামীণ কিংবা শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ঋণের লেনদেন ছাড়া মোটেও ব্যাংকের কোন কাজকর্ম করে না। এই ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এরকম সাধারণ শিক্ষিত মানুষজনের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং অবাক করার মতো মনে হতেই পারে। ব্যাংক মানে সাধারণ মানুষ বোঝেন যেখানে টাকা জমা রাখা যায়, সেভিংস পাস বই বা ফিক্সড ডিপোজিট হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমোদন না থাকার ফলে এই ব্যাংকগুলি বলতে গেলে ব্যাংক পরিষেবা থেকে এক প্রকার বঞ্চিতই থেকে গিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে উদারীকরণের ফলে গ্রামীণ কৃষি সমবায়গুলিও কয়েক কোটি টাকা আমানতের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তাদের নিজস্ব মূলধন নিয়ে কোনও সমস্যা বা সংকট নেই, বরং উদবৃত্ত মূলধনে তারা ভারাক্রান্ত। কিন্তু নগণ্য কিছু সংখ্যক বাদে প্রাথমিক কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকগুলি এখনো আমানতের তেমন ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। ফলত তারা ঋণের মূলধনের জন্য রাজ্য কার্ড ব্যাংকের রিফাইনান্সের উপর নির্ভরশীল। তারাও আবার নাবার্ড-এর কাছ থেকে ঋণের যোগানের ভরসায় অপেক্ষা করে থাকে। মাঝে তিনটি স্তর পার হয়ে কৃষকের কাছে যখন ঋণ পৌছায় তখন একদিকে বাজারের তুলনায় সুদের হার বেড়ে যাচ্ছে, অপরদিকে কোচবিহার থেকে কলকাতা ফাইল আদান-প্রদানের নিয়মের ফাঁসে সময় অনেকটা গড়িয়ে যাচ্ছে। ঋণের আবেদন করে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় লাগার কারণে ঋণী সদস্য স্বাভাবিক কারণেই বিরক্ত হয়। বিকল্পের সন্ধানে অন্য ব্যাংকে চলে যায়।

পরিকাঠামোগত এইসব জটিলতার কারণে ব্যাংকগুলিতে বছরের পর বছর দাদন কমতে থাকে। ফলে যা হবার তাই ঘটে, আয় কমে যায়। দক্ষ কর্মীর অভাব ঘটে। ঋণের আদায়ে খেলাপি বাড়ে। একসময় বিশাল এনপিএ নিয়ে বিপুল পরিমাণ লোকসানে ডুবে যায়, একপ্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় প্রাথমিক কার্ড ব্যাংক গুলি ধুঁকতে থাকে। একদা ভীষণ সমৃদ্ধ নদিয়া কার্ড ব্যাংক, তার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কান্দি, হুগলি প্রভৃতি ব্যাংকগুলির এখন একরকম সংকটজনক পরিস্থিতি। শুধু তাই নয়, এই স্তরের বেশ কিছু ব্যাংক সদস্য ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকারে কিছু আমানত সংগ্রহ করে থাকে। কোথাও কোথাও সেই আমানত থেকে কর্মীদের বেতন ও ব্যাংক পরিচালনার খরচ মেটাতে হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত আমানতের সুরক্ষা নিয়েও বিপজ্জনক আশংকার সৃষ্টি হচ্ছে।

উপরে আমাদের রাজ্য, তথা সারা দেশেরই দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণব্যবস্থার মোটামুটি একটা রেখাচিত্র ধরা হলো। স্বীকার করতেই হবে এই চিত্র যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। বিবরণ না বাড়িয়ে এইরকম চিত্রের পিছনে দুর্বলতার ও পশ্চাদপদতার কারণগুলি আলাদাভাবে পর্যালোচনার করার চেষ্টা করি।

(১) মূলধনের স্বল্পতা ঃ আগেই বলেছি, আইনি জটিলতা ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে এই ব্যাংকগুলি আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বলতে গেলে একেবারেই অসফল। ফলে বাস্তব কারণেই রিফাইনান্সের জন্য অধিকাংশ প্রাথমিক কার্ড ব্যাংককে শীর্ষ ব্যাংক অর্থাৎ রাজ্য কার্ড ব্যাংকের উপর নির্ভর করতে হয়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে কোনও ঋণ প্রদানকারী সমবায় সংস্থার পক্ষে প্রতিযোগিতার বাজারে ঋণ ব্যবসায়ে সফল হওয়া খুবই কঠিন। আমাদের রাজ্যে কন্টাই, তমলুক, বর্ধমান, মালদা প্রভৃতি অল্প কয়েকটি ব্যাংক, যাদের আমানত ব্যবস্থা অনেকটা ভালো, তারা ঋণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই অনেকটা ভালো অবস্থায় আছে।

(২) অত্যধিক এনপিএ ঃ মোট আদায়যোগ্য ঋণের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ এনপিএ হয়ে গেলে আমরা সেই ব্যাংকের অবস্থার অবনতি হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করি, সতর্কবার্তা শোনাই। রাজ্যে কিছু কিছু কার্ড ব্যাংক আছে যাদের পাওনা ঋণের ৯০ শতাংশ অনুৎপাদক বা এনপিএ যা বিস্ময়কেও অতিক্রম করে যায়। গত দুই তিন বছরে এই রাজ্যের বেশ কয়েকটি পিছিয়ে পড়া কার্ড ব্যাংক তাদের কারেন্ট লোনের আদায়ে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে সেটা অবশ্যই আশাব্যাঞ্জক এবং কর্মীদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস হিসেবে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু দশ, পনেরো এমনকি কুড়ি বছরের পুরনো ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তাদের এই প্রয়াস কতটা সফল হবে বলা মুশকিল।

(৩) অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার অভাব ঃ একদা সমৃদ্ধ অধিকাংশ কার্ড ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বোঝা এতো কেন বাড়ল, ঠিক ঠিক কোন কোন ভুলের কারণে এইসব ঋণগুলো ঠিকসময়ে আদায় হয়নি সেগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করে সতর্ক হওয়া এই ব্যাপারটা যথেষ্ট কাঙ্খিত ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাংকগুলিতে এই ঘাটতিটা রয়ে গিয়েছে। জমি বন্ধকের পুরাতন রীতি অনুসারে এখনো দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সিকিউরিটি গ্রহণ করা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি অপেক্ষা এখনো বন্ধকী ও সিকিউরিটির কড়াকড়ি বেশি বলে সাধারণ মানুষ বলে থাকেন। তারপরেও দেখা যায় বিশ-ত্রিশ বছর ধরে একই ধারায়

ঋণ দাদন হয়ে আসছে। ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে যথাযথ সতর্ক হয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

(৪) অধিক পরিচালন ব্যয় ঃ বড়ো একটি জেলা, যেখানে হয়তো ব্যাংকের চারটি কি পাঁচটি মাত্র শাখা। তিন-চারটে ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে ব্যাংকের ঋণী সদস্য। একজন সদস্যের বাড়ি তাগাদা দিতে যাওয়া মানেই একটা দিন শেষ। সদস্যদের সাথে সংযোগ রক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তা না হলে ঋণগ্রহীতার পক্ষে ঋণের কথা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। কার্ড ব্যাংকগুলির সঠিক সদস্য সংযোগ রক্ষা একটা বাড়তি খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার।

(৫) দক্ষ কর্মীর অভাব ঃ আমাদের কার্ড ব্যাংকগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য যেহেতু খুব উন্নত নয়, ফলে কর্মীর বেতন কাঠামো অন্যান্য ব্যাংকের মতো আকর্ষণীয় হয় না। সেই কারণে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। যদি বা কাউকে পাওয়া যায়, ক'দিন পরে সুযোগ পেলেই অন্যত্র চলে যায়। তাছাড়া নিয়মের ফাঁকফোকর দিয়ে বিভিন্ন পথে ব্যাংকের পরিচালকবর্গ স্থানীয়ভাবে নিজেরা কর্মী নিয়োগ করে থাকেন। এতে স্থানীয় কর্মসংস্থানের কিছুটা সুযোগ ঘটে অবশ্যই, কিন্তু সার্বিকভাবে ব্যাংকের পেশাদারিত্বের দক্ষতা ভীষণই কমে যায়। প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজকর্ম কিছুটা শেখানো যায় বটে, কিন্তু তাতে প্রত্যাশিত দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটে না।

(৬) আধুনিক প্রযুক্তির অভাব ঃ বর্তমান শতাব্দীতে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। কম্পিউটার চালিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ এখন ঘরে বসেই ব্যাংক সংক্রান্ত নানান পরিষেবা পেয়ে চলেছে। এইরকম পরিবেশে কার্ড ব্যাংকগুলি এখনও বহু জায়গায় উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে উঠতে পারেনি। ঋণ লেনদেনের হিসাবসহ অন্যান্য অ্যাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণ এখনো উন্নত সফটওয়্যার ব্যবস্থায় আনতে পারেনি। একদিকে স্বচ্ছতার ঘাটতি, অপরদিকে দ্রুত পরিষেবার অভাব দু'য়ে মিলে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে কার্ড ব্যাংকগুলি আরো কঠিন অবস্থার সামনে এসে পড়েছে।

(৭) দীর্ঘসূত্রিতা ঃ বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি আগ্রাসীভাবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতার সন্ধান করে চলে এবং যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে ঋণের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে। এই পরিবেশের মধ্যে নানান নিয়মের জটিলতার কারণে কার্ড ব্যাংকগুলোতে ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট বেশি সময় চলে যায়। বহু ক্ষেত্রে ঋণের ফাইল কলকাতায় শীর্ষ ব্যাংকে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও আসা-যাওয়া মিলিয়ে যে সময় ব্যয় হয়, তা একজন যোগ্য ঋণগ্রহীতার কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। ফলে নির্ভরযোগ্য ঋণগ্রহীতাদের কার্ড ব্যাংকের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে অনেক আগেই এই সময়জনিত জটিলতা কাটিয়ে ওঠা ও সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা এখনো সম্ভব হয়নি।

কিছু উজ্জ্বল দিক ঃ

এতসব দুর্বলতা এবং হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যেও বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ২০২৩-২৪ সালে কারেন্ট বছরের ব্যবসায়ে আটটি কার্ড ব্যাংক মুনাফা করেছিল। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে চোদ্দ। শুধু তাই নয়, মেদিনীপুর, কোচবিহার ও ঘাটাল কার্ড ব্যাংক বাদে অন্য সবগুলি ব্যাংক তাদের লোকসানের পরিমাণ কমাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান বর্ষ ২০২৫-২৬ প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। এখন যেরকম চিত্র দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রতিটি ব্যাংক বিগত বছরের তুলনায় ভালো ফল করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পুরনো খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কার্ড ব্যাংকগুলি বেশ কিছু সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শীর্ষ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। ফলে পুরনো খেলাপি ঋণ আদায়ের পরিমাণ অল্প হলেও বাড়ছে, যা এতোদিন প্রায় দুঃসাধ্য পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। লোক আদালতসহ সমবায় আইনের বিভিন্ন রকম প্রয়োগের সুযোগ এখনো আছে। এখন আগ্রাসী রকমের ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে আদায়ের পরিবেশ এখন বদলে গিয়েছে। একদিকে আদায় অভিযানের ধরণে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে, পাশাপাশি সম্ভাব্য সবরকম আইনি ব্যবস্থার সুযোগগুলি নিতে হবে।

উপসংহার ঃ

এত কিছু আলোচনার পরেও বিশেষ ভালো কিছু আশার আলো আমরা দেখতে বা দেখাতে পারছি না, যার মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্র পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। ভারতবর্ষে বহু রাজ্যেই দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানকারী প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলি হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিংবা স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্তিকরণ ঘটেছে। এতগুলি রাজ্যের মধ্যে

বর্তমানে মাত্র ১৩টি রাজ্যে রাজ্যস্তরীয় শীর্ষ ব্যাংক কাজ করছে। হতাশার মধ্যেও আমাদের রাজ্য ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কেরালা, তামিলনাড়ু ও গুজরাটের পরেই চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে। যেহেতু বর্তমান উদারীকৃত ব্যবস্থায় আলাদা করে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, সেই পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে হয় প্রচুর পরিমাণে সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে, অথবা স্বল্পমেয়াদী পরিকাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে। শুধু আর্থিক সহায়তা বা ভর্তুকি দিয়ে একটা ব্যাংকিং সিস্টেমকে স্থায়ীভাবে উজ্জীবিত করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই গত তিন বছরে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে কয়েকশো কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে পাহাড় প্রমাণ লোকসান নিয়ে চলা কার্ড ব্যাংকের কার্যকরী কোনো মূলধন তৈরি হয় না। স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্তি বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। এই বিষয়গুলি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা ও পর্যালোচনা চলছে। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে সম্পদের তুলনায় দায়ের পরিমাণ এতটাই বেশি যে স্বাভাবিক কারণেই স্বল্পমেয়াদী রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলি সংযুক্তির পথে অগ্রসর হতে সাহসী হয়ে উঠতে পারছে না। অথচ একথা ঠিক যে ষাট কি সত্তরের দশকে এই দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণ ব্যবস্থা ভারতের কৃষি ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে লক্ষাধিক কর্মী এই কার্ড ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত। দীর্ঘমেয়াদী ব্যাংকের জাতীয় ফেডারেশন, নাবার্ড এবং জাতীয় স্তরের সমবায়ী নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে কী করা যায় তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কর্মীদের সুরক্ষা সহ কিছু সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। এটাই আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।

HOWRAH DISTRICT CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

(under the Department of Co-operation, Govt. of West Bengal)

ULUBERIA, HOWRAH

Email : howrahdistcardbltd@gmail.com

দূরভাষ ঃ উলুবেড়িয়া (হেড অফিস) ৮১০০১৫৮৯৭৫

শাখা ঃ শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর | ক্যাম্প অফিস ঃ আমতা-১নং ব্লক, আমতা-২নং ব্লক, শ্যামপুর-২নং ব্লক

—ঃঃ আমাদের ঋণসম্ভার ঃঃ—

- **চাষিভাইদের জন্য ঃ** কৃষিকাজ, গরুপালন, শূকর চাষ ইত্যাদি ও কৃষি যন্ত্রাদি ক্রয়ে এবং গোডাউন নির্মাণে, এছাড়াও ফুল ও ফল চাষে।
- **ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য ঃ** যে কোনো ধরনের উৎপাদনশীল ব্যবসা, মার্কেটিং কমপ্লেক্স, রেস্টুরেন্ট, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি ও বিভিন্ন সার্ভিস সেক্টরে।
- **সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য ঃ** সরল সুদে গৃহ ও ফ্ল্যাট লোন।
- **Commercial Vehicle ক্রয়ে ও Solar Panel-এর ক্ষেত্রে ঋণ দাদন করা হয়।**
- **SHG গঠন, Training ও ঋণ দাদন করা হয়।**
- **অতিরিক্ত সুদে আমানত সংগ্রহ ও NSC/KVP জমা রেখে ঋণ দাদন করা হয়।**

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জেলা ফেডারেশন—স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা

অম্লান ভট্টাচার্য
অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্মাণ মানুষেরই মঙ্গলার্থে। অনেকরকম বিধিবদ্ধ সংস্থার সমাহার এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। সমবায় এমনই একটি প্রতিষ্ঠান।

আমাদের রাজ্যে সমবায় ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের উদ্যোগ তিন দশক অতিক্রান্ত। বিধিবদ্ধ সমবায় ব্যবস্থায় প্রথা মেনে গ্রামের মহিলাদের ঋণ দেওয়ার অসুবিধা ছিল তাই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, যার নিবন্ধীকরণের কোনও প্রয়োজন নেই। পরবর্তীকালে আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং সরকারি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। সমবায় ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মূল বৈশিষ্ট্য তার গঠনগত সাবলীলতায়। কতকগুলি ভালো অভ্যাস যেমন নিয়মিত সভা করা, সঞ্চয় করা, হিসাব রাখা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির দিকনির্দেশ আছে। বাইরে থেকে কিছু আরোপ করে এই সাবলীলতায় ব্যাঘাত ঘটানো হয়না। এই গোষ্ঠীকে মহিলারা তাই তাদের নিজস্ব সংগঠন হিসাবে ভাবে। এই সাবলীলতা গোষ্ঠীকে শক্তি যোগায়। বাইরের বিভিন্ন আঘাত, প্রলোভন, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার সত্ত্বেও গোষ্ঠীগুলি টিঁকে থাকে।

বিগত চার দশকে এই গোষ্ঠীগুলির একটি বড় অংশের কর্মধারায় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পারিবারিক প্রয়োজন মেটানো, ছোটখাটো আয়ের সংস্থানের পাশাপাশি জন্ম নিচ্ছে অর্থকরী উদ্যোগের স্পৃহা। অনেকেই সফল হচ্ছেন। নতুন প্রজন্মের মেয়েরা এ ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন ও আগ্রহী। গোষ্ঠীর সভা ও প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে অনেক কমবয়সী মেয়েদের মুখ দেখা যাচ্ছে। এই উদ্যোগ ও সম্ভাবনা অর্থনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসা প্রয়োজন। গ্রামীণ কৃষি সমবায় সমিতি, জেলার সমবায় ব্যাংক এবং রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকারের পৃষ্ঠপোষকতা এই গোষ্ঠীগুলি পেয়ে আসছে। কিন্তু এই নতুন সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজন গোষ্ঠীর সদস্যদের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান যা প্রতিনিয়ত কাজ করবে কেবলমাত্র গোষ্ঠীগুলির ও সদস্যদের বিকাশের স্বার্থে। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে থেকেই নেতৃত্বে নির্বাচন/চয়ন করে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়া দরকার।

সজনী প্রকল্প ঃ

পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও তার কর্মকাণ্ড নিজস্ব গতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ২.৩৯ লক্ষ গোষ্ঠীর মাধ্যমে ২৩.২৭ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পে যুক্ত আছেন। স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে মহিলাদের ১৫৬৬ কোটি টাকা আমানত জমা আছে সমবায় সমিতিগুলিতে পরিমাণে যা মোটেও কম নয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ দাদন করা হয়েছে এই গোষ্ঠীগুলিকে। সাধারণ ঘরের মহিলারা বলতে গেলে কোনোরকম বন্ধকী বা সিকিউরিটি ছাড়াই এই বিরাট অংকের ঋণ লেনদেন করছে সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

এই বিশাল কর্মকান্ডের মধ্যেও গোষ্ঠীগুলি নানান বিভ্রান্তি, প্রতিকূলতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক জায়গাতেই সমবায় সমিতি ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় না সঠিক সময়ে বিষয়গুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া ও ব্যবস্থা নেওয়া। গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব তুলে এনে নিয়মিত গোষ্ঠীর লালন-পালনের ভার দিলে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের চলার দিশা ঠিক করে নেবে। সমবায় সমিতি ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমস্যার সমাধান সহজ হবে এই ভাবনা মাথায় রেখেই সমবায়ের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে 'সজনী' মডেল চালু হয়েছিল মালদা জেলায় ২০০৩-০৪ সালে। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের তৎকালীন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মহঃ ইনাস উদ্দীন এবং মালদা রেঞ্জের সহকারী নিবন্ধক অভীক ভট্টাচার্য। এই সজনী মডেল পরে সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপে বিভিন্ন জেলায় চালু করা হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পরে হুগলি জেলায় 'ধাত্রী' নামে এই প্রকল্পের রূপায়ণ সার্থকভাবে করা গিয়েছে। সজনী প্রকল্পের হাত ধরে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জেলা ফেডারেশনের ভাবনা শুরু হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও প্রস্তুতি পর্বের শেষে ২০১২ সালে নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রথম একটি জেলা ফেডারেশন গঠন করে, নাম দেওয়া হয় 'নন্দিনী'। পরবর্তীকালে

মুর্শিদাবাদ জেলায় 'মঞ্জরী' এবং হুগলিতে 'মানসী' নামে জেলা ফেডারেশন তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা ও সমস্যা এখনো যথেষ্ট সক্রিয় আছে।

ইতিমধ্যে এই বছরের গোড়ার দিকে আমাদের রাজ্যের সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধক মহাশয় প্রতিটি জেলা/রেঞ্জে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জেলা ফেডারেশন গঠনের নির্দেশনামা জারি করেছেন। হুগলি জেলার 'মানসী'র উপবিধিকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, যেটি আদতে নদীয়ার 'নন্দিনী' ফেডারেশনের অনুসরণেই তৈরি হয়েছে। প্রতিটি জেলার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে এই উপবিধি পরিমার্জন করা দরকার হতেই পারে। সাধারণভাবে ফেডারেশন গঠনের রূপরেখাটি নিম্নরূপ—

(১) প্রতি সমবায় সমিতি প্রতি ১০টি গোষ্ঠী থেকে একজন করে 'সজনী' নির্বাচন করবে।

(২) সমবায় সমিতির সকল সজনী মিলে একজনকে নেত্রীকে নির্বাচন করবেন যিনি ব্লক স্তরে ওই সমবায়ের সকল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(৩) ব্লকের প্রতিনিধিরা প্রতি ব্লক থেকে ১ জন বা ২ জন (ছোটো জেলা বা রেঞ্জের ক্ষেত্রে) সজনীকে নির্বাচিত করবেন যারা জেলা ফেডারেশনের সদস্য হবেন। এই সজনীরা হবেন জেলা সজনী, ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নেবেন।

(৪) জেলা সজনীরা তাদের মধ্য থেকে আট থেকে দশ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করবেন। এদের ভিতর থেকে সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী, সম্পাদিকা, সহ-সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মুখ্য শাখায় এই ফেডারেশনের একটি সেভিংস একাউন্ট খোলা হবে। সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ এই একাউন্টের অপারেটর হবেন।

(৬) সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ফেডারেশনকে নথিভুক্ত করাতে হবে।

(৭) এই ফেডারেশনের পরিচালন খরচ, জেলাস্তরে সজনীদের যাতায়াতের খরচ, হিসাব-রক্ষণ তথা খাতাপত্রের খরচ ইত্যাদি মেটানোর জন্য একটা তহবিল গঠনের প্রয়োজন। প্রতিটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, প্রতিটি সমবায় সমিতি এবং জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক অনুদান দিয়ে এই তহবিল গঠন করবেন।

(৮) জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক তাদের হেড অফিসে এই ফেডারেশনের অফিস চালানোর মতো একটা জায়গার সংস্থান করে দেবেন। একটা অফিস চালানোর মতো ন্যূনতম প্রাথমিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করে দেবেন।

(৯) জেলা সজনীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে তাদের এই ফেডারেশন চালানোর কাজে সাহায্য ও সমর্থন জোগাতে হবে। এইজন্য জেলা স্তরে একটি পরামর্শদাতা কমিটি বা উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করা প্রয়োজন।

সজনীরাই জেলা ফেডারেশনের সংগঠক। কিন্তু প্রথম প্রথম তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকবে না, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষকে, ব্লক ও জেলাস্তরের সজনীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও সমর্থন করা দরকার, যাতে তারা সর্বদা সক্রিয় থাকে। এদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের সক্রিয় ও সুবিবেচক নেতৃত্ব তৈরি হবে যারা জেলা ফেডারেশনের কার্যক্রমকে সফল করে তুলবে।

আগামীর স্বপ্ন ঃ

একথা দ্বিতীয়বার বলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন পড়ে না যে ফেডারেশন গঠনের ভাবনা সম্পূর্ণভাবে গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বার্থেই। তারা যাতে নিজেদের প্রয়োজনে সহজে ঋণ পায়, সেই ঋণ কাজে লাগিয়ে নিজেরা কিছু রোজগারের পথ খুঁজে পায়, সংসারে আর্থিক উন্নতি ঘটে, পাশাপাশি নিজেরা শারীরিক ভাবে, পারিবারিক ভাবে এবং সামাজিক ভাবে আরো সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেটাই হবে ফেডারেশনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু কাজটি ভাবতে যতটা সহজ, যতটা ভালো লাগার, বাস্তবে রূপায়ণ ততটা সহজ নয়। গ্রামের মহিলারা সংসারের পাঁচ কাজের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবামূলক মানসিকতা নিয়ে নেতৃত্ব দিতে উঠে আসবে, সবার ভালোর জন্য নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করবে এটা যেন একটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। বাস্তবে সেটা আদৌ কি সম্ভব?

প্রশ্নটা যথাযথ। কাজটি সহজ নয় মোটেও। কিন্তু দুঃসাধ্য হলেও একেবারে অসম্ভব যে নয় তা ইতিমধ্যেই নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও হুগলি জেলা করে দেখিয়েছে। এটা ঠিক যে স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছাতে তাদের এখনো অনেক পথ বাকি, অনেক বাধা-বিপত্তি তাদের সামনে আছে। কিন্তু আশার কথা এটাই যে তিনটি জেলাতেই যথেষ্ট সংখ্যক মহিলার দেখা পাওয়া গিয়েছে যারা নিঃস্বার্থভাবে গোষ্ঠীর মহিলাদের 'সবার ভালো হোক, উন্নতি হোক' এই সদিচ্ছা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবা দিতে এগিয়ে

এসেছে। তাদের এই আগ্রহ, এই সেবামূলক মানসিকতাকে সমবায় সমিতি, সমবায় ব্যাংক ও সমবায় রেঞ্জ অফিস অর্থাৎ আমরা যারা সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, তারা যদি এই উদ্যোগের পাশে আমাদের সাধ্য অনুসারে একটু সহমর্মিতা নিয়ে পাশে দাঁড়াই, একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই তাহলে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা অনেকটাই সম্ভব। সত্যি কথা বলতে গেলে এই সহযোগিতা শব্দটি শুনলে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না, যদি না তার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু করণীয় উল্লেখ থাকে। আমরা সমিতি, ব্যাংক ও রেঞ্জসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহযোগিতামূলক কিছু করণীয় কথা উল্লেখ করছি।

সমবায় সমিতির জন্য ঃ

(১) ফেডারেশন গঠনের গোড়াতেই গলদ হয়ে যাবে যদি সজনী নির্বাচন সঠিক না হয়। পাড়াভিত্তিক এলাকার মহিলাদের বলুন তারাই যেন সজনী নির্বাচন করে দেয়। ১০-১২টি গোষ্ঠী পিছু একজন সজনী। তার আগে সজনীর করণীয় সম্পর্কে একটু বলে দেওয়া ভালো। বিশেষত এটা যে কোনও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা নয়, সেটা বুঝিয়ে বলা। তাছাড়া কাজগুলিও তেমন বেশি কিছু নয়। তাদের মাত্র দুটি অল্প পরিশ্রমের কাজ তার আওতাভুক্ত গোষ্ঠীগুলি গত মাসের সঞ্চয় ও ঋণের টাকা জমা করেছে কিনা, মিটিং করেছে কিনা এবং সমিতিতে মাসিক সজনী বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সেই বিবরণ তুলে ধরা।

(২) পারিশ্রমিক নয়, কিন্তু সজনীদের সমিতিতে আসা-যাওয়া, ব্লকে বা বিভিন্ন মিটিংয়ে যাওয়ার একটা সম্মানজনক খরচ সমিতিকে দিতে হবে। তাদের স্বেচ্ছাসেবাটি যেন উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেটি দেখতে হবে।

(৩) ব্লকস্তরে নেতৃত্ব এবং জেলা স্তরে ফেডারেশন গঠিত হলে মহিলারা নিশ্চয় উপকৃত হবে। পাশাপাশি সমবায় সমিতিও ঋণদাদন এবং আদায় উভয় ক্ষেত্রে উপকৃত হবে। এই ভাবনা মাথায় রেখে ফেডারেশন গঠন প্রক্রিয়ার প্রতি যথাসম্ভব সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে।

ব্যাংকের জন্য ঃ

(১) সমবায়ে মূলত জেলার নেতৃত্বের উপরেই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর বিকাশ বা উন্নতি নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের হেড অফিসে একটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বিভাগ এবং একজন সিনিয়র অফিসারের প্রতি সেই বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা অবশ্যই জরুরি এবং প্রথম কর্তব্য।

(২) ব্লক থেকে নির্বাচিত জেলাসজনী, অর্থাৎ ফেডারেশনের সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিল্ড অফিসার যেন যথাযথ যোগাযোগ রাখেন। ব্লকের মিটিংয়ে যাতে গুরুত্বসহকারে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন, কথা বলতে পারেন, সে বিষয়ে নজর রাখবেন।

(৩) এই ভারপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার ফেডারেশনের কাজকর্ম যাতে ঠিকঠাক চলে সেটি দেখাশোনা এবং সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবেন।

(৪) ফেডারেশনের পাশাপাশি গোষ্ঠীর সদস্য কল্যাণ তহবিল তিনটি জেলাতেই ভীষণ কার্যকরী এবং জনপ্রিয় হয়েছে। মেয়েরা নিজেরা বার্ষিক অল্পকিছু চাঁদা দিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করেছে, সেই ফান্ড থেকে নানান বিপদ-আপদে সদস্য বা তার মৃত্যুতে পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। হুগলিতে তার সঙ্গে এমন একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে ঋণী সদস্যের মৃত্যু ঘটলে তহবিল থেকে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। গোষ্ঠীর ঋণ যেভাবে বেড়ে চলেছে, সমিতি ও ব্যাংক উভয়েরই নিরাপত্তার কারণে এই প্রকল্প খুব জরুরী। এ বিষয়ে মূল উদ্যোগটি কিন্তু কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককেই নিতে হবে। কারণ প্রকল্পটির পিছনে জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মোটিভেশন এবং সমবায়ের সমন্বয়ের একটা বড় ভূমিকা আছে।

গোষ্ঠীর নেত্রীদের জন্য ঃ

(১) সজনী এবং ফেডারেশনের নেত্রীদের মনে রাখতে হবে ব্যাংক বা রেঞ্জ অফিসের পক্ষ থেকে যেটুকু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেটা তাদের ভালোর জন্যই। মেয়েরা অনেক সময় সমিতির ম্যানেজারবাবু কিংবা ব্যাংকের অফিসারগণ উপযুক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন না, গেলে পাত্তা দিচ্ছেন না, অবহেলা করছেন ইত্যাদি কারণে হতাশা প্রকাশ করেন এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, একবার নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে লোকসান মেয়েদেরই। এতে ব্যাংক বা সমিতির ততটা লোকসান নেই। নিজে নিষ্ক্রিয় হলে অন্য কেউ এসে সক্রিয় করে দেবে এরকম প্রত্যাশা রাখলে চলবে না। ব্যাংক, সমিতি কিংবা রেঞ্জ অফিস—সবার কাছ থেকে নিজেদের উদ্যোগে কাজ আদায় করে নিতে হবে।

(২) ব্লকের মাসিক কনফারেন্সে সিআই বা সুপারভাইজার ডাকেন না, খবর দেন না বলে মিটিংয়ে যাওয়া হয় না—সেটা করলে চলবে না। নিজেদের উদ্যোগে সিআই ও সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মিটিংয়ে যেতে হবে এবং সেখানে প্রাসঙ্গিক কথা বলার উদ্যোগ নিজেদেরই নিতে হবে।

(৩) ফেডারেশনের জেলা সজনীদের নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ মিটিং ও যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে। হেড অফিস থেকে কবে মিটিং ডাকা হবে তার অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেদের উদ্যোগেও ছোট ছোট মিটিং করতে হবে। অসুবিধা ও সমস্যার কথা আলোচনা করতে হবে। করণীয় কাজ গুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে whatsapp এবং অনলাইন মিটিং-এর মাধ্যমে সহজেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান করা সম্ভব।

উপসংহার ঃ

এপর্যন্ত যেসব কথাগুলি বলা হলো তা মোটেও স্বপ্নের কথা নয়, বাস্তবেই তা করা সম্ভব এবং কিছু কিছু জেলায় তা বাস্তবায়িত হচ্ছেও। ডিসিসিবি এবং রেঞ্জ অফিস যৌথভাবে একটু সক্রিয় হলেই এই পর্যন্ত বলা প্রস্তাবনাগুলি রূপায়ণ করা কঠিন কিছু নয়। এবারে কিছু স্বপ্নের কথা বলি।

(১) আমাদের জেলা বা রেঞ্জগুলোতে কৃষি সমবায়, মহিলা সমবায় এবং কার্ড ব্যাংক মিলে অনেক জায়গাতেই ১৫ থেকে ২০ হাজার গোষ্ঠী আছে। হুগলিতে ৩০ হাজার, নদীয়াতে ৩৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। গড়ে কুড়ি হাজার ধরলে একটা ফেডারেশন মানে প্রায় ২ লক্ষ মহিলার নেটওয়ার্ক। এই দুই লক্ষ মহিলা ও তার পরিবার সমবায়ের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত আছে। এরা আগামীতে সমবায়ের সম্পদ। তাদের যথাসম্ভব প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে পারলে সমবায়ের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে, আরও শক্তিশালী হবে।

(২) ২০ হাজার গোষ্ঠীর ২ লক্ষ মহিলা—ডিসিসিবির নেতৃত্বে একটা সুন্দর নেটওয়ার্ক। পিরামিডের আকারে যুক্ত নিম্নস্তরে বহু মহিলা নানান ধরনের হস্তশিল্প এবং উৎপাদনমুখী কাজে যুক্ত থাকে। তাদের দ্রব্যাদির বাজার ঠিকঠাক তারা পায় না, বাজারে পৌঁছাতে পারে না। এই পিরামিডের মাথায় একটা ফেডারেশন থাকলে এবং সেই ফেডারেশনকে একটু সক্রিয় করতে পারলে মেয়েদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিপণনে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে। জেলা সদরে একটা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে মেয়েরা নিজেরাই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্থান দখল করে নিতে পারে। সমবায়ী মনোভাব নিয়ে ২ লক্ষ মহিলা একটা ছাতার তলে যদি একত্রিত হয়—সেটা একটা বিশাল শক্তি।

(৩) শুধু ঋণ দেয়া নেয়া আর হস্তশিল্পের মাধ্যমে কিছু আর্থিক রোজগারই তো মেয়েদের উন্নতির শেষ কথা নয়। আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনো নানাভাবে পিছিয়ে আছে। তাদের শারীরিক সুস্বাস্থ্য, পারিবারিক মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা—এগুলিও সমান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফেডারেশন খুব সহজেই এই বিপুল সংখ্যক মহিলার কাছে পৌঁছাতে পারে। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পারিবারিক নির্যাতন, নারী পাচার, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তাদের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

(৪) সবার শেষে একটা বড়রকমের স্বপ্ন দিয়ে কথা সমাপন করি। দুই লক্ষ মহিলা যদি বছরে দশ টাকা করে বাড়তি চাঁদা দেয় তাহলে একবছরেই কুড়ি লক্ষ টাকা জমে যায়। পাঁচ টাকা হলে ১০ লাখ টাকা। কয়েক বছর চেষ্টা করলে মেয়েরা নিজেদের টাকাতেই জেলাস্তরে একটা নিজস্ব 'গোষ্ঠীভবন' তৈরি করে নিতে পারে। সেখানে তাদের নিজস্ব রাত্রিবাসের হোস্টেল, বিপণন কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিতে পারে। অনুরূপে রাজ্যস্তরে কলকাতা শহরেও এইরকম কেন্দ্র গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু নয়। রাজ্যে ২ লক্ষ গোষ্ঠী অর্থাৎ ২০ লক্ষ মহিলা—তারা সংঘটিত হলে অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলা যায়।

স্বপ্ন দেখতে দোষ কি? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—এতো বছর হয়ে গেল—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ বা হুগলি জেলায় কই এসব বিষয়ে তেমন তো অগ্রগতি ঘটেনি? অগ্রগতি একেবারে ঘটেনি তা তো নয়। কিন্তু স্বপ্ন তো সেটাই যেটা এখনো ঘটেনি—কিন্তু আগামীতে ঘটতে পারে। স্বপ্নটা অন্তত জেগে থাক।

সমবায় ব্যাবস্থাপনায় আমানত সংগ্রহ : সাফল্য ও ঝুঁকি এবং দুচারটি কথা

মোহিতলাল মণ্ডল
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক ও ডিরেক্টর, অ্যাকমার্ট

আমি যখন সমবায় অধিকারে চাকুরী জীবন শুরু করি, তখন জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তাই ছিল। একেতো এই সমবায়টা কি, সেটা খায় না মাথায় মাখে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কারণ জেলায় প্রথম কাজ শুরু করার আগে যা যা ট্রেনিং-পরিদর্শন-আলোচনায় যোগ দিয়েছি, তাতে বিষয়টা অত সম্যকভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া প্রথম পোস্টিং-এ যে জেলায় গিয়েছিলাম, তার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অবস্থা ছিল তথৈবচ, ভাঁড়ে মা ভবানী। দেবীলালের ঋণ মকুবের আশীর্বাদ না পেলে তার টিকে থাকা মুস্কিল ছিল। অথচ সেই জেলায় বেশ কয়েকটা ভালো প্যাকস ছিল, যারা এনসিডিসি-৩ প্রকল্পে সুন্দর কাজ করছিল। বন্ধকী ব্যাবসা ছাড়াও সমিতিগুলি কিছু কিছু আমানত সংগ্রহ করত, মূলতঃ সদস্যদের কাছ থেকে। বিষয়টা আমার কাছে অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক ছিল। সেখান থেকে পরের যে জেলায় (খুড়ি, রেঞ্জে) গেলাম, সেখানে ব্যাংক ছিল শক্তিশালী আর সমিতিগুলি বেশীরভাগই লাভজনক। একটা বড় সংখ্যক সমিতি এনসিডিসি-৩ প্রকল্পের সাহায্যে আমানত সংগ্রহে নেমে পড়েছিল। সেখানে অভিজ্ঞতা হল চমকপ্রদ। একটা সমবায় সমিতি তাদের কাজকর্ম এমন স্তরে নিয়ে গিয়েছিল যে, পাশের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সমস্যায় পড়ে যেত। তারপর যত দিন গিয়েছে, কাজের অভিজ্ঞতা যত অর্জন করেছি, তত বুঝেছি আমানত সংগ্রহ করা ভিন্ন প্যাকসগুলির গত্যন্তর নেই।

আমানত সংগ্রহ কেন?

আজকের দিনে সমবায় পরিকাঠামোতে কাউকে আর নতুন করে বোঝাবার দরকার নেই যে, কেন আমানত সংগ্রহ ছাড়া গতি নেই। শুধু ছোট্ট একটা কথা বললেই বোঝা যাবে এর অপরিহার্যতা। সমিতি চালাতে গেলে, ব্যাবসা করতে গেল, লাভজনক জায়গায় পৌঁছতে গেলে পুঁজির প্রয়োজন। সেই পুঁজি বা রিসোর্স আসে বিভিন্ন প্রকারে। কখনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে, কখনো সরকারী সাহায্য থেকে, আবার কখনো আমানত সংগ্রহ করে। সেই পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি যেমনই হোক আর যেখান থেকেই আসুক সেটা সমিতির ঘরে দায় হয়ে ঢোকে। তাই আমরা ব্যালান্স শীট বা উদবর্তপত্রে এই ধরনের পুঁজিকে লায়াবিলিটি হিসেবে দেখতে পাই। আর যা আমাদের দায় হয়ে ঘরে আসে (সরকারি গ্রান্ট হিসেবে পাওয়া টাকা ছাড়া) তাকে সুদ সমেত ফেরত দিতে হয়। কারণ যে পুঁজি আমরা ব্যবসার প্রয়োজনে নিয়ে থাকি, তার একটা খরচ থাকে। সমস্যা হল এই পুঁজি সংগ্রহ বা রিসোর্স মোবিলাইজেশনের খরচ নিয়ে। ধরা যাক, ব্যাবসার প্রয়োজনে সমবায় সমিতিকে পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে। তাতো আর খোলা বাজার বা মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া সম্ভবপর নয়। সেই পুঁজির (এখানে ধার বা কর্জ) খরচ অনেক বেশী। ব্যবসা তো হবেই না, উলটে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে। তাহলে উপায়? উপায় একটাই—প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি সংগ্রহ।

বড় বড় কোম্পানি, এমনকি সরকারও বাজারে ঋণপত্র ছাড়েন পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সমবায়ের সে কোমরের জোর নেই, আর থাকলেও তাকে আমুল কিংবা ইফকোর পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। অগত্যা রইল বাকি ব্যাংক, সে সমবায় কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত হোক। ধরুন, আপনার ব্যাবসার প্রয়োজনে (উদাহরণস্বরূপ সার ব্যাবসা হতে পারে) আপনি ব্যাংকের কাছে পুঁজি (এখানে আসলে ঋণ) চাইতে গেলেন। ব্যাংক তার নিয়মনীতির বেড়াজালের ভিতর সমিতির আর্থিক অবস্থান তন্ন তন্ন করে বিচার করে আপনাকে শর্তাধীন অর্থ প্রদান করবে। আর সেই পুঁজির খরচ হবে ব্যাংকের মর্জি (তাদের যা রেট আছে) অনুযায়ী। সেই পুঁজি নিয়ে আপনাকে ব্যবসা করতে হবে এক কঠিন পরিস্থিতিতে। তাহলে আর কি উপায় রইল? উপায় একটাই, সমিতি আমানত সংগ্রহ করুক। সংগৃহীত আমানত একটা বড় দায়। মানুষের কাছে সুদ সমেত সেই আমানত ফেরত দিতে হবে। কিন্তু সুবিধাটাও বিশাল! সেই আমানতের

খরচ কিংবা যাকে আমরা কস্ট অব ডিপোজিট বলি, তার খরচের হার আমরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সমিতিগুলি গ্রামে গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল স্তরে কাজ করে। তাদের চারপাশের যে মানুষগুলি আছে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। আর মাঝে মাঝে সেই সঞ্চয় থেকে খরচের প্রয়োজনে টাকা তুলতে হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি তাদের ট্রাঞ্জাকশন কস্ট বা লেনদেনের খরচ কমাতে গিয়ে এদের খুব যে সাদরে গ্রহণ করে এমনটা বলা মুস্কিল। কিন্তু এই মানুষগুলিই আমাদের সম্পদ, আমাদের নির্ভরযোগ্য ক্লায়েন্ট। এদের কাছ থেকে আমরা যত বেশী স্বল্প খরচের আমানত বা লো কস্ট ডিপোজিট তুলতে পারব, তত আমরা আমাদের আমানতের খরচ কমিয়ে ফেলতে পারব আর সেই সাথে এমন একটা পুঁজি গড়ে তুলতে পারব যা আমাদের প্রতিযোগীতামূলক ব্যাবসায় সুবিধাজনক অবস্থানে রাখতে পারে।

আমানতের টাকাকে আপন বলে ভাববেন না

দায় বা লায়াবিলিটি শব্দটার বড় দায়! যার মাথায় দায় থাকে, তার নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। রাতের ঘুম উবে যাবে। প্রতিমূহূর্তে মনে হবে এই দায় মুক্তির পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে। শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি, বহু সমিতিতে যখন সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ বিশাল আকার ধারণ করে, তখন অতিরিক্ত বাড়ি তৈরি করে, ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে, সমিতি তার শ্রীবৃদ্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায়। এমনকি এই নিয়ে যখন কাউকে প্রশ্ন করেছি, তখন সমিতির কাছ থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর পেয়েছি যে, তাদের প্রফিটিবিলিটি বা লাভের হার বেড়েছে বই কমেনি। সমিতি বুঝে উঠতে পারেনি যে, পরিকাঠামো খাতে খরচা করলে সেটা লাভ-লোকসান বা প্রফিট-লসের আওতায় পড়ে না। তাই যে লাভ খাতায় কলমে রয়ে যায়, তাই আগামী দিনে ওই পরিকাঠামোতে লগ্নীর ফলে নিষ্ফলা পুঁজি আর তার অবচয় (ডেপ্রিসিয়েশন)-এর ফলে কোন তলানিতে নেমে যাবে কেউ জানে না। সুতরাং আমানত সংগ্রহ করলেই প্রথম যে কথাটা মাথায় রাখতে হবে, তা হল আমানতের প্রতিটি টাকাকে খাটাতে হবে। তা যেন প্রতিদিন ডিম পাড়ে। ব্যাংকগুলি আমানত সংগ্রহ করে, এন বি এফ সি বা ফিনটেক কোম্পানিগুলি আমানত সংগ্রহ না করলেও ধারে পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে তা ফেরত দেয়। আর এদের উন্নত প্রযুক্তির সাথে প্রশিক্ষিত কর্মচারীরা দু-বেলা পুঁজির খরচ এবং লগ্নীর আয় (কস্ট এবং ইল্ড) হিসেব করতে গলদঘর্ম হন। সমিতিকে অতটা দায়িত্ব নিতে হবে না। শুধু একটি মন্ত্র মাথায় রাখতে হবে, এই আমানত আমাকে সুদ সমেত মানুষের কাছে ফেরত দিতে হবে, এই টাকার আমি অছি বা ট্রাস্টি মাত্র। বিশ্বাস করে যে আমার কাছে টাকা রেখেছে তাকে আমায় ফেরত দিতে হবে।

আমানতকে পুঁজি হিসাবে নিয়ে লাভজনক ব্যাবসা করুন

বহুদিন ধরেই আমানত সমিতিগুলি সংগ্রহ করেছে। সমবায় দপ্তর সেই সংগৃহীত আমানত সমিতি কোথায় কতটা লগ্নী করবে তার একটা নির্দেশনামা অনেকদিন আগেই জারি করেছে। অবশিষ্ট যে পুঁজি রয়ে যায়, তার সদ্ব্যবহার করুন। যে ব্যবসায় আপনি লাভের মুখ দেখেন, তেমন ব্যবসায় লগ্নী করুন। আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল সদস্যদের/নমিনাল মেম্বারদের ১০০% ঝুঁকিমুক্ত (যেমন—এনএসসি/কেভিপি/এলআইসি'র বিনিময়ে ঋণ, আপনার সমিতিতে ফিক্সড ডিপোজিট থাকলে তার বিনিময়ে ঋণ, অন্য ব্যাংকে ফিক্সড ডিপজিট থাকলে তা লিয়েন করিয়ে ঋণ) ঋণ দাদন করুন। মনে রাখবেন ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি এবং শর্তগুলি সমিতিকে একটু ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। যে সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয় তা ব্যাংকে খোঁজ করলেই তারা জানিয়ে দেবে। আমি অধুনা তিন চারটে প্যাকস, এমনকি উত্তরবঙ্গের একটা ল্যাম্পসের হিসেবপত্র দেখতে গিয়ে দেখলাম, তারা কেবলমাত্র সেভিংস আমানত সংগ্রহ করে (যার খরচ সবচেয়ে কম) সেই আমানতের পুরো টাকাটাই ব্যাংকে রেখে দিব্যি ২%-এর উপরে মার্জিন রেখেছে। আর এই ব্যবসার মডেলটা ১০০% বিপদ্মুক্ত। তাই বলে কি অন্য ব্যবসা করবেন না? করবেন, কিন্তু তাই বলে স্বর্ণ-বন্ধকীর মত ব্যবসায় যাবেন না। যারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবছেন সমিতির নিযুক্ত গোল্ড আপ্রাইজার বা সোনা যাচাই করেন যিনি, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে সোনা পরীক্ষা করছেন, তাহলে ভুল করবেন। বিপদ বলে কয়ে আসে না।

ব্যালান্স শীট বা হিসেবপত্র তলিয়ে দেখুন

বহুকাল আগে সেই ৮০-৯০-এর দশকে দেখেছি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলিতে (ডিএপি) এবং সমস্ত প্যাকস-এ (বিডিপি) তৈরির মাধ্যমে নাবার্ড উদ্যোগ নিয়েছিল ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার। সেখানে সমবায় ব্যবস্থাপনায় ব্যালান্স শীট বিশ্লেষণ করে আগামীদিনের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল। বৈদ্যনাথন কমিটির রিপোর্ট পরবর্তী ২০১১ সালের পরে একই প্রচেষ্টা হয়েছে। আমি সেই পরিকল্পনার খুটিনাটিতে

যাচ্ছি না। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, ব্যালান্স শীটকে তলিয়ে দেখলে কিংবা তাকে ত্রৈমাসিক হিসাবে বিশ্লেষণ করে সমিতি তার অগ্রগতি বুঝে নিতে পারবে। আর সেই সাথে আয়-ব্যয় এবং রোজগারের অনুপাতটাও তার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। রোগ সারিয়ে তোলার চাইতে রোগটাকে আটকানো জরুরী।

আমানত সংগ্রহকারী সমবায় সমিতি ব্যাঙ্ক নয়

একটা সময় অনেক আমানত সংগ্রহকারী সমবায় সমিতি মিনি ব্যাংক শব্দটাকে ব্যবহার করত। রিজার্ভ ব্যাংক এবং নাবার্ডের আপত্তি আর সেই সাথে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ফলে এই ব্যবহার বন্ধ হয়েছে। মনে রাখতে হবে ব্যাংক শব্দটার সাথে ব্যাংকিং রেগুলেশন আইন জড়িয়ে আছে। রেগুলেটর হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংক এবং নাবার্ড তারা সবসময় ব্যাংকগুলিকে নজরে রাখে। আমাদের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি আমানত সংগ্রহ করে সমবায় নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে। সুতরাং আমরা সবাই যেন এই বিষয়ে নিজেরা সচেতন থাকি। অনেক সমবায় সমিতি এই মূহুর্তে যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করেছে, তা অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এমনকি আমাদের সমবায় ব্যাংকগুলির উন্নত শাখাগুলির চেয়েও বেশি। তাই বলে তারা যেন ব্যাংকের করণীয় কাজকর্মের সাথে নিজেদের না গুলিয়ে ফেলে। তবে হ্যাঁ, আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি, সমবায় সমিতিগুলি আগামী দিনে উন্নত প্রযুক্তিকে আত্মীভূত করে এবং অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহার করে, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এখনো অনেক প্রত্যন্ত গ্রাম ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে। সমবায় সমিতিগুলি তাদের আশ্রয় স্থল হয়ে উঠবে।

নজরদারি খুবই জরুরী

ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কিংবা নাবার্ড যেমন রেগুলেটরি এবং সুপারভাইজারি অথরিটি, তাদের দায় দায়িত্ব যেমন ব্যাংকগুলি দেখভাল করার এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার, আমানত সংগ্রহকারী সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রে সেই দায় বা দায়িত্ব সমবায় দপ্তরের এবং তার আধিকারিকদের। সমবায় আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে মাঝে মাঝে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। মনে হয় যেন আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আছি, যে কোন মূহুর্তে অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে। প্রায় তিন হাজারের মতো প্রাথমিক সমবায় সমিতি সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশী যে আমানত সংগ্রহ করেছে, তাকে সুরক্ষিত রাখার দায় আমাদের সবার। প্রাথমিকভাবে সমবায় সমিতির এই দায় হলেও, রেগুলাটরি এবং সুপারভাইজারি অথরিটি হিসাবে সমবায় দপ্তরের আধিকারিকদের দায় এবং দায়িত্ব অনেক বড়। সেই সাথে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকও সমান দায়ী। কারণ এই সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাংকগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। নগরে আগুন লাগলে দেবালয়ও রক্ষা পায় না। তাই সরকারী আধিকারিক (ব্লকের সমবায় পরিদর্শক, রেঞ্জের সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, এমনকি সহকারী নিবন্ধকও) এবং ব্যাংকের আধিকারিকদের সময়ে সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন এবং তথ্য সামনে আনা ভীষণ জরুরী। ঘন ঘন নজরদারীর কোনও বিকল্প হতে পারে না।

সামান্য ত্রুটি সমগ্র উন্নয়ন ব্যবস্থাকে সুনামের বিপরীতে ঠেলে দিতে পারে

এমন নয় যে সমবায় সমিতিগুলিতে এর আগে তহবিল তছরুপ হয়নি। এমন নয় যে সমবায় সমিতিগুলিতে আমানত রেখে সাধারণ মানুষ তাদের কষ্টার্জিত টাকা আর ফেরত পায়নি। কিন্তু সেই প্রতিটি ভুল আমাদের বেড়ে ওঠাকে, অগ্রগতিকে ব্যহত করেছে। হয়তো এই ভুল-ভ্রান্তি, তহবিল তছরুপ, ভুক্তভোগী মানুষের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে সমবায় ব্যবস্থাপনাকে দেখাটা আঞ্চলিক স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কিন্তু বড়সড় কোনও বিপর্যয় ঘটলে তার অভিঘাত কি আমরা সামলাতে পারব? সমবায় ব্যবস্থাপনার প্রতি এই যে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস, তা একবার চিড় খেলে কি নতুন করে ফিরে আসবে? ঠিক এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আমাদের আগামী দিনে আরো যত্নবান হতে হবে, আরো সতর্ক হতে হবে।

কৃষি সমবায়ে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

মহঃ ইনাস উদ্দীন
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক ও প্রশিক্ষক, ইকমার্ড

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমবায়ের সাতটি মূল নীতির অন্যতম হচ্ছে 'সমবায়ের স্বশাসন'। আর্থাৎ একটি সমবায় পরিচালিত হবে মূলত তার সদস্যদের দ্বারা। সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত এবং দায়িত্বশীল কিছু সদস্যকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবেন—যারা হবেন সদস্যদের পক্ষ থেকে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী। নীতিগত এবং আইনগত উভয় দিক দিয়েই যে কোনও সমবায় সমিতি সঠিকভাবে পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নির্ভর করে সমিতির বোর্ড তথা পরিচালক মন্ডলীর উপর। বাস্তবে সমবায় সংশ্লিষ্ট মানুষ এ কথায় বিরক্ত হয়ে নানান সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা বলেন—নীতিকথার সাথে প্রকৃত অবস্থার প্রায় আকাশ-পাতাল তফাৎ এবং তা চলছে সে বিগত ১০০ বছর ধরেই। সদস্যদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত বোর্ড সদস্যদের ভালো-মন্দ সমস্ত দিক বিবেচনা করে কর্মচারীদের মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করবেন—এটাই সমবায় নীতি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের রাজ্যে যা দেখি, গ্রামের সাধারণ কৃষক সদস্যরা নিজেদের মালিক বলে ভাবতেই পারেন না। প্রায় সবারই ধারণা সমবায় হচ্ছে সরকারের তৈরি, তাকে চালানোর দায়িত্ব ম্যানেজারের, আর ম্যানেজার কী করছে না করছে তার ভালো-মন্দ দেখার দায়িত্ব সিআই সাহেবের। সদস্য কৃষকেরা নিজেদের মূলত একজন ঋণগ্রহীতা দেনাদার বলেই ভাবেন। তাদের কাছে সমিতি হচ্ছে একটি মিনি ব্যাংক, যেখান থেকে লোন পাওয়া যায়। ম্যানেজার হচ্ছেন পাওনাদার, তাকে দেখলে ভয় ভয় লাগে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র বাদ দিলে গড়পড়তা নির্বাচিত বোর্ডের লোকজন ম্যানেজারের কথা অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। তারা ভাবেন—গোলমাল বা দুর্নীতি হলে সেসব দেখার দায়িত্ব সিআই কিংবা ডিসিসিবির সুপারভাইজারের।

সব নিন্দে-মন্দ ও সমালোচনা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না। এরই ফাঁকে ম্যানেজারের দক্ষতা, আন্তরিকতা আর তার সাথে কিছু প্রভাবশালী চেয়ারম্যান/সেক্রেটারির প্রচেষ্টার ফলে কিছু কিছু কৃষি সমবায় বেশ সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে। তখন সেখানে নজর পড়ে ক্ষমতায় থাকা স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক মানুষজনের। যে কোনও প্রকারেই হোক, সেই সমিতির বোর্ডে তাদের পছন্দের লোকজন নির্বাচিত হয়। সরকারি আইনও এ বিষয়ে সহায়ক হয়ে ওঠে। আগের আইনে তিনজন সরকার মনোনীত ডিরেক্টর প্রেরণ করা যেতো। বোর্ডে তাদের মধ্যে থেকেই হয়তো কেউ চেয়ারম্যান হতেন। সব মিলিয়ে ব্যাপার গিয়ে সেই একই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়—সাধারণ সদস্য কৃষকদের মধ্যে এই বোধটা তৈরি হবার মতো সুযোগই তৈরি হতে পারেনা যে সমিতির আসল মালিক তারাই। সমবায় তৈরি হয়েছে তাদের ভালোর জন্যই।

এই বোধ তৈরি না হবার দায় কার বা কাদের এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা, কারণ এর শিকড় খুঁজতে গেলে দেখব—আমরা সমবায়ের শিকড়টাই কবে কবে হারিয়ে ফেলেছি। একটা দুটো কারণ নয়, শতবর্ষ ধরে শতেক ধরনের গোজামিল দিয়ে চালাতে গিয়ে সমবায় নামক বৃক্ষের মূল শিকড়টাই এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বেশ কিছু শাখামূল প্রশাখামুলের উপর ভর করে বৃদ্ধ সমবায় বৃক্ষটি মাটি আঁকড়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা বিবর্ণ, কিন্তু এখনো শুকিয়ে যায়নি। ঠিকমতো সার-জল দিতে পারলে এই মাটিতেই সে সবুজ সতেজ ও চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে ঠিকঠাক চিকিৎসা করাটা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার—সমবায় নামক রোগগ্রস্ত বৃক্ষটির রোগ লক্ষণগুলি বুঝতে হলে নিন্দুকদের সমালোচনাগুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। প্রচলিত সমালোচনা গুলি নিম্নরূপ ঃ

১। সমবায়ে রাজনীতি নেই। দলমত নেই। সাতরঙা পতাকা মানেই জাতি-ধর্ম-দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলেমিশে সমবায় চালাবে। বাস্তবে কিন্তু হয় উল্টো। প্রভাবশালী পার্টির লোকেরা সমবায়ের পরিচালক হন। কাগজে হেডিং হয়—'নির্বাচনে অমুক দল তমুক সমবায় সমিতি দখল করল'—পুরোটাই ভুল, অসমবায় ধারণা।

২। বছরের পর বছর ভোট হয় না। বোর্ড গঠন হয় না। নেতাদের সাতরঙের বোধটা থাকলে হয়তো নির্বাচনেরই দরকার হতো না। স্থানীয়ভাবে আপসে লোকজন বসে বোর্ড বানিয়ে ফেলতো, দলের পরিচয় সামনেই আসত না।

৩। সমবায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কম হবার কথা, নজরদারি বেশি হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে মানুষ উল্টোটাই প্রত্যাশা করে। তাঁরা চায় সমবায়কে সরকার পরিচালনা করুক। সিআই সাহেব প্রতিটি বিষয় নিজে দেখুক। সেটা বাস্তবে দুঃসাধ্য ব্যাপার, ফলে চাইলেও নজরদারির প্রচুর ঘাটতি থেকে যায়। মাসে মাসে রিপোর্ট, রিটার্ন, ইনস্পেকশন, অডিট সব চলে। তারপরেও সাধারণ মানুষের ডিপোজিটের টাকা সুরক্ষিত আছে কিনা, সমবায় ব্যবস্থা তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। খোদ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারিতে থাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিবছর দুটো-চারটে করে তালা বন্ধ হয়ে যায়।

৪। আইনে রেজিস্ট্রারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া আছে, একমাত্র কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে রেজিস্ট্রারের কিছু বলার নেই। বোর্ডের লোক যখন ইচ্ছা যত খুশি, যাকে খুশি কর্মী নিয়োগ করতে পারে। সেখানে পুরোটাই স্বশাসন, প্রশাসনের কিছু বলার নেই। অথচ এই জায়গাতেই প্রশাসনের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকা দরকার ছিল। বহু সমবায় প্রতিষ্ঠান মুলত অপ্রয়োজনীয় এবং অদক্ষ কর্মী নিয়োগের কারেণে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৫। সমবায়ের ইংরেজি হচ্ছে কো-অপারেশন, মানে সহযোগিতা। অথচ সমবায় সর্বত্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। কৃষি সমবায়, বিপণন সমবায়, কনজিউমার সমবায়, কর্মচারী সমবায়, কারিগর সমবায়, মহিলা সমবায়, তন্তুবায় সমবায়—সবাই সবার সহযোগী হবার কথা, কিন্তু বাস্তবে কেউ কাউকে চেনে না। ভেতর ভেতর প্রতিযোগিতা চলছে।

৬। আমাদের কৃষি সমবায় ত্রিস্তরীয়। ব্যতিক্রম বাদ দিলে উপরের স্তরের সাথে নিচের স্তরের যেন দড়ি টানাটানি চলে। কোথাও কোথাও যেন চোর-পুলিশের মতো দ্বন্দ্ব চলে। স্বার্থের সংঘাত। এমনও দেখা যায় যে ডিসিসিবির সাথে প্রাথমিক সমবায়ের অহি-নকুল সম্পর্ক—যেন পরস্পরের শত্রুপক্ষ। উপরের স্তরকে হবার কথা অভিভাবক, বাস্তবে মনে হয় খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। মাঝে মাঝে কার্ড ব্যাংকগুলির সাথে শীর্ষ ব্যাংকের যা সম্পর্ক দাঁড়ায়—গ্রামের সুদখোর-মহাজনের সাথে ঋণী কৃষকের সম্পর্কও এতো খারাপ থাকে না।

সব সমালোচনাকে উড়িয়ে দেবার কোনো কারণ নেই। কিছু সত্যতা তো আছেই। তাছাড়া মানুষ যদি ভুলও বোঝে, তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে সমবায়ের ভাবমূর্তি কেমন সেটা এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বোঝা অত্যন্ত জরুরী। আগেই বলেছি, রোগ জটিল। এসব রোগ একদিনে রোগ ছড়ায়নি। শর্টকাট কোনও চিকিৎসা নাই। এটা জেনেবুঝেই কৃষি সমবায়ের পরিচালকমন্ডলীকে, সে তারা যেভাবেই নির্বাচিত হয়ে আসুন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এই পরিবেশ ও পরিকাঠামোর মধ্যেই যতটুকু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব তা করতে হবে। এই বিষয়ে আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পরামর্শ তুলে ধরছি। এমন নয় যে ঘর সংসার ছেড়ে বোর্ডের লোকজনকে সমবায় নিয়ে দিনরাত পড়ে থাকতে হবে, রোজ রোজ অফিস করতে হবে। দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি বাড়তি কিছুটা সময় দিয়ে একটু সিস্টেম মেনে চললে যথেষ্ট ভালোভাবেই একটা সমবায় সমিতি পরিচালনা করা সম্ভব।

বোর্ডের প্রতি প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমূহ ঃ

(১) প্রথম কথা হচ্ছে মনে রাখা—সাধারণ সদস্যরা আপনাদের সমবায় পরিচালনার একপ্রকার মালিকানা বা কর্তৃত্ব দিয়ে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছে কিংবা পাঠানো হয়েছে। কর্মচারীরা যা করার করছে, সিআই সাহেব যা দেখার দেখছেন, যা করার করছেন, আমাদের আর কী করার আছে—এরকম ভাবলে চলবে না। কর্মীরা কিভাবে কী কী কাজ করছে সেগুলি দেখা, বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনাদের দায়িত্ব।

(২) ম্যানেজার সহ সমবায়ের কর্মীরা সাধারণভাবে এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী হন। বহুকাল ধরে তারা কাজ করছেন, সুতরাং উপর মহলে তাদের পরিচিতি বেশি, অভিজ্ঞতা বেশি। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনারা সমবায় সম্পর্কে খুব কমই জানবেন—সেটা দোষের বা লজ্জার কিছু নয়। কর্মীদের প্রশ্ন করুন, অবশ্যি জানার আগ্রহ নিয়ে। ম্যানেজার যতই দক্ষ সৎ এবং প্রভাবশালী হোন না কেন, তিনি কর্মচারী এবং আপনারা কর্তৃপক্ষ। আপনাদের কোনো বিষয় জানার থাকলে, প্রশ্ন থাকলে বুঝিয়ে দেওয়া এবং ব্যাখ্যা করা তার দায়িত্ব।

(৩) বোর্ড মানেই যা খুশি করার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, যাকে খুশি লোন দিতে পারি, কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দিতে বা কমিয়ে দিতে পারি, জায়গা জমি বেচে দিতে পারি, ম্যানেজারকে যা খুশি হুকুম করতে পারি—এরকম কর্তৃত্বের ইগো এবং অহংকারের সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা কোথাও কোথাও বোর্ডের নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা

বদল হলে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেখা যায়। একবার এইরকম পরিস্থিতি মানেই সেই সমিতির ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাওয়া শুরু। ম্যানেজার তথা কর্মীদের সাথে বোর্ডের সংঘাত মানেই একটি কৃষি সমবায়ের অকাল মৃত্যুর কবর খনন। বোর্ডের নেতাদের যতই রাগ, ক্ষোভ, প্রতিশোধস্পৃহা থাকুক -- তাদের মনে রাখতে হবে, বহু বছর ধরে এই ম্যানেজার ও এই কর্মীরাই কিন্তু সমবায় সমিতিকে তিলে তিলে দাঁড় করিয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের অবদানকে অস্বীকার করা চলে না।

(৪) বোর্ড মিটিং নিয়মিত করার চেষ্টা করুন। আইন বলে দু'মাসে অন্তত একবার। বাস্তবের নিরিখে প্রতিমাসে একবার বোর্ড মিটিং হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কয়েকটি পরামর্শ আছে। জটিল কিছু নয়, কয়েক মাস নজর দিলে অভ্যাস হয়ে যাবে। সেটা সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়কই হবে।

(৫) বোর্ড মিটিং-এর জন্য প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট দিন ও সময় ঠিক করে ফেলুন। মাসের ১০ তারিখ, দ্বিতীয় শনিবার বা ঐরকম একটা কিছু তারিখ। নানা কারণে দিন বদলাতেই পারে, আর্জেন্ট মিটিং-এর দরকার হতেও পারে। তবুও ঘোষিত দিন থাকার অনেক সুবিধা। ডিরেক্টরগণের নোটিশ পাইনি, খবর জানি না, জরুরী কাজ ছিল ইত্যাদি অজুহাতে মিটিংয়ে অনুপস্থিতি থাকা বন্ধ হবে।

(৬) বোর্ড মিটিং-এর আলোচ্যসূচিতে কয়েকটি বিষয় যেন আবশ্যিকভাবে থাকে—যেমন (ক) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (খ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণের প্রস্তাব আলোচনা ও অনুমোদন (গ) ঋণ আদায় সংক্রান্ত আলোচনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ (ঘ) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর অবস্থান এবং খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত আলোচনা (ঙ) আমানতের অবস্থান এবং তার বিনিয়োগ বিষয়ক পর্যালোচনা। এই পাঁচটি বিষয় আবশ্যিকভাবে আলোচ্যসূচিতে থাকতেই হবে। এরপরে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

(৭) মুখ্য আলোচ্যসূচির জন্য একটি নোট ম্যানেজারবাবু প্রস্তুত করে রাখবেন। যেমন দ্বিতীয় আলোচ্যসূচিতে বোর্ডসভায় যেন উপস্থাপন করা হয়—বর্তমানে মোট কেসিসি ঋণী সদস্যের সংখ্যা কত, এইদিনে কোনও কেসিসি ঋণ-প্রস্তাব অনুমোদন হচ্ছে কিনা, হলে তার তালিকা। অকৃষি ও অন্যান্য ঋণের প্রস্তাব থাকলে তা পেশ করা। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বাদে ঋণ আদায় সংক্রান্ত আলোচনায় খেলাপি সদস্যের গ্রামওয়ারি তালিকা সভায় উল্লেখ করা এবং তাদের আদায়ের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হলো তা যেন মিটিং খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ডিরেক্টরগণকে নিজ নিজ এলাকার খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে বলতে হবে, তালিকা দিতে হবে - সেটাও লিপিবদ্ধ থাকবে। অনুরূপে অকৃষি ঋণ খেলাপি নিয়ে আলোচনা এবং পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৮) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বিষয়ক আলোচনার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বোর্ড সভায় ম্যানেজার পেশ করবেন। সেই রিপোর্টে যেগুলি আবশ্যিক ভাবে উল্লেখ করতে হবে তা হলো (ক) গত মাসের শেষ তারিখে মোট গোষ্ঠীর সংখ্যা কত (খ) তার মধ্যে গত মাসে কতগুলো গোষ্ঠী তাদের সঞ্চয়ের টাকা জমা দিয়েছে (গ) যারা দেয়নি তাদের মধ্যে তিন মাসের বেশি এবং ছ'মাসের বেশি গোষ্ঠী আছে কিনা। যদি থাকে তাদের তালিকা ধরে বোর্ড মিটিংয়ে এই গোষ্ঠীগুলি সামগ্রিকভাবে অচল হবার কারণ পর্যালোচনা হবে। দরকারি পদক্ষেপ কী নিতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং পরের সভায় তা আবশ্যিকভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। অনুরূপে খেলাপি গোষ্ঠীগুলির তালিকা ধরে ধরে আলোচনা করতে হবে। কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৯) আমানত সংগ্রহ বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়। ব্লকের মাসিক সভায় ম্যানেজার বাবু সাধারণত একটা ডিপোজিট রিপোর্ট প্রদান করেন। অনুরূপ একটি রিপোর্ট বোর্ড সভায় তিনি পেশ করবেন। ডিরেক্টরগণকে স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে সাধারণ মানুষ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীসহ মোট কত টাকা সমিতিতে আমানত রেখেছেন, সেই টাকা কোথায় কিভাবে আছে। সাধারণত হিসেব দেখানো হয় কৃষিঋণে এত টাকা, অন্যান্য ঋণে, গোষ্ঠীঋণে এতো টাকা বিনিয়োগ করা আছে, বিভিন্ন ব্যাংকে মোট এতো টাকা গচ্ছিত রাখা আছে, সার কিংবা অন্য ব্যবসায় এতো টাকা এবং বাকিটা নগদ জমা আছে। ম্যানেজার বাবু বলে দিলেন আর সবাই চুপচাপ শুনে নিলেন—সেটা একেবারেই কাম্য নয়। সার ব্যবসায়ে এতো টাকা কিভাবে আছে, কৃষি ও অকৃষি ঋণে যে টাকা দেওয়া আছে তার আদায়যোগ্যতা কেমন। মোটকথা সাধারণ মানুষ আপনার সমবায়ে স্বল্প সঞ্চয়ে টাকা গচ্ছিত রেখেছেন—তাদের টাকা সুরক্ষিত আছে তো? তারা ফেরত চাইলে দিতে পারবেন তো? বর্তমানে এই পর্যালোচনা খুবই কম হচ্ছে। ফলে অনেক সমবায় আমানতের টাকায় জমি কেনা, বাড়ি তৈরি করা কিংবা ভুল

ভাবে ঋণ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে একপ্রকার অপব্যবহার হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের আমানত থেকে কর্মচারীর বেতন প্রদান, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ পরিশোধ ইত্যাদিও করা হয়, সেটা একেবারেই অনিয়ম এবং ভুল পদক্ষেপ। সাধারণ মানুষের আমানতের সুরক্ষা বোর্ডের পরিচালকবর্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্লকের মাসিক সভা শুধু ম্যানেজারবাবুদের সভা নয়। প্রতি সভায় না হোক, মাঝে মাঝে চেয়ারম্যান/সেক্রেটারিগণ মাসিক সভায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। সিআই/সুপারভাইজারগণেরও উচিত সমবায়ী নেতৃত্বদের সভায় অংশগ্রহণে উতসাহিত করা। অন্তত একটা বিষয়ে সহায়ক হবে—ম্যানেজারগণ অনেক সময় সভার পরামর্শ বিষয়ে জানান—আমাদের চেয়ারম্যান এটা মানতে চান না, শুনতে চান না ইত্যাদি। এরকম প্রসঙ্গ এলে সামনাসামনি বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(১০) মিটিংয়ের কার্যবিবরণী ঠিকঠাক লিপিবদ্ধ করাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিটিং-এর পরে যথাশীঘ্র বিবরণী যেন সঠিকভাবে লিখে ফেলা হয়। যা আলোচনা হয়নি কিংবা ঋণ মঞ্জুরির জন্য পেশ না হওয়া তালিকা কার্যবিবরণীতে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব খারাপ অভ্যাস। এইরকম যেন না হয়। সভাপতির স্বাক্ষরের আগে খাতায় যেন ফাঁকা জায়গা না থাকে। এই ফাঁকা অংশে অনেক সময় অনালোচিত বিষয় ঢুকিয়ে দেবার ঘটনা ঘটে থাকে। ম্যানেজার এবং সভাপতি উভয়ই স্বাক্ষর করবেন। মিটিং খাতা যেন কারো বাড়িতে না নিয়ে যাওয়া হয়, কারণ এই খাতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নথি। বিগত সভার কার্যবিবরণের কপি কোথাও কোথাও ডিরেক্টরদের প্রদান করা হয়। এতে দোষের কিছু নেই, বরং স্বচ্ছতা থাকে।

(৯) ডিরেক্টরগণ জনপ্রতিনিধি। জনস্বার্থ দেখা এবং জনসংযোগ রক্ষা তাদের দায়িত্ব। ঋণী সদস্যরা এই সমিতির শেয়ার হোল্ডার, ভোটদানের অধিকারী। তারাই আসল মালিক। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ম্যানেজার গ্রামে ঢুকলে সদস্যরা আড়ালে চলে যায়, লুকিয়ে পড়ে। কারণ ম্যানেজার টাকা চাইতে এসেছে। সম্পর্কটা ঘুরেফিরে সেই আড়তদার মহাজনের মতই দাঁড়ায়, সুদের হার কম এটাই যা তফাত। এই ভুল বোঝাবুঝি কমানোর দায়িত্ব আপনাদের। মাঝে মাঝে সমিতিতে কিংবা কোনও গ্রামে সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা করুন। পিছনে একটা ব্যানার, কিছু চেয়ার টেবিল আর চা-বিস্কুটের খরচ। অভিযোগ থাকলে মানুষ বলুক, সম্পর্ক তৈরি হবে। সমবায়টা যে তাদের নিজের, সেই বোধটা তৈরি হতে দিতে হবে। একদিনে হবে না, কিন্তু এটাই পথ। এছাড়া এইসব গ্রামীণ সভায় কৃষি দপ্তর, প্রাণিসম্পদ কিংবা মার্কেটিং-এর লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু বিশেষজ্ঞের বক্তব্যের ব্যবস্থা করতে পারেন। সমিতির প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে। ডাক্তার বাবুদের মাঝেমধ্যে ডেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(১০) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর গঠন ও প্রতিপালন। একই পরামর্শ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গোষ্ঠী গঠন এখন কৃষি সমবায়ের এক অন্যতম ভালো ব্যবসা। প্রায় সমিতির এখন দুই-আড়াইশো গোষ্ঠী আছে। তাদের কাছ থেকে ভালো ডিপোজিট আসে, ঋণের ব্যবসাও মন্দ হয় না। কিন্তু তাদের দেখভালের ব্যাপারটা খুব অনিয়মিত এবং অবহেলিত। অনেক জেলায় সমিতি কর্তৃপক্ষ সজনী মডেল চালু করেছে। হুগলিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে ধাত্রী। গত ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতায় মডেলটি সবার জন্যই যথেষ্ট উপকারী বলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মাননীয় সমবায় নিবন্ধক সারা রাজ্যে এই মডেল অনুসরণ করার পাশাপাশি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নিয়ে জেলাস্তরে ফেডারেশন গঠনের পরামর্শ দিয়ে সার্কুলার জারি করেছেন। মডেলটি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কম থাকলে যারা প্রয়োগ করেছেন একটু কষ্ট করে তাদের কাছে জেনে নিন। এই মডেল চালু হলে প্রতি মাসে সজনীদের নিয়ে সমিতিতে একটি মিটিং হবার কথা। সেখানে চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি অবশ্যই উপস্থিত থাকুন, মেয়েদের অভাব অভিযোগ এবং বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে পারবেন। পাশাপাশি মহিলাদের নিয়ে বছরে দুটো-তিনটে সমাবেশ, গ্রামস্তরের সভা, শীতকালে খেলাধুলার আয়োজন ইত্যাদি করতে পারেন। এতে প্রকৃত জনসংযোগ বাড়বে, সমবায়ের প্রতি মানুষের একটা ভালো ধারণা তৈরি হবে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর অন্যতম উদ্দেশ্য নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি। গোষ্ঠীর মেয়েরা ঋণ নিচ্ছে, ব্যবসা করছে, রোজগারও করছে কিছু কিছু—সে কথা ঠিক। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য তাদেরকে সমিতির সাথে বেশি করে যুক্ত করে নিতে হবে। প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি ভোট আছে। বোর্ডে তাদের প্রতিনিধি থাকার নিয়ম আছে। এছাড়াও প্রতিবছর কিছু কিছু মহিলাকে, যারা সমিতি থেকে সরাসরি ঋণ নিতে পারে, তাদের সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। বোর্ডে মহিলা ডিরেক্টরের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তাদের ক্রমশ

সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে হবে। এতে সমিতির সাথে গোষ্ঠীর ব্যবসা আরো সমৃদ্ধ হবে, সমিতি লাভবান হবে।

(১১) সমবায় সমিতি সরকারি না বেসরকারি? সেবামূলক সংস্থা নাকি ব্যবসায়িক সংস্থা? এরকম দ্বন্দ্বমূলক প্রশ্ন প্রায় শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি প্রশ্নই আংশিকভাবে সত্য। সমিতিকে জনকল্যাণে কাজ করতে হবে। কিন্তু ব্যবসাতে লাভ করতে হবে। সেই লাভ থেকেই সমিতির যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। সরকার মাঝে মাঝে কিছু সহায়তা করতে পারে মাত্র। সুতরাং সমিতির যদি লাভ থাকে, তার কিছু অংশ জনকল্যাণে ব্যয় করা উচিত। যেমন সমিতিতে সপ্তাহে একদিন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ কেন্দ্র চালানো যায়। কোন সহৃদয় স্ত্রীরোগ কিংবা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ পাওয়া গেলে দু'ঘণ্টার জন্য অল্প ফী দিয়ে চেম্বার চালানোর ব্যবস্থা হতে পারে। প্রতিবছর দু-তিনজন দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার খরচের দায়িত্ব নিতে পারে। বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবির, একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি করা যেতে পারে।

(১২) প্রথমে বলা কথাটা সবার শেষে আরেকবার বলি। অনেকেই বলেন রাজনীতি ঢুকে সমবায়ের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কথাটাই তেমন ভুল নেই, কিন্তু ভাবনাটায় ভুল আছে। রাজনীতি সমাজব্যবস্থার অঙ্গ, জনজীবনের অঙ্গ। সমবায়েও তার ছাপ ও প্রভাব থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা দুঃখজনক তা হলো রাজনীতিটা এখানে নোংরা দলীয় সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়, কিংবা হতে বাধ্য হয়। সেটাই এর লজ্জাজনক ক্ষতিকর দিক। একটা কৃষি সমবায়ে হয়তো পাঁচটি গ্রাম আছে, পাঁচ রকম রাজনীতির মানুষজন আছে। আদর্শ নীতি হওয়া উচিত ছিল সব রকম মতের ও দলের প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড গঠিত হওয়া। পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক লড়াই আছে, সেটা তার স্বাভাবিক চরিত্র। সেখানে রাজনীতির একটা আদর্শগত দিক আছে। কিন্তু সমবায় তো সব আদর্শের মিলনস্থল, একত্রিত হবার সমাবেশ। নিজের নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শ নিজের কাছে থাকুক, সমবায়টা থাকুক মিলনের জায়গা হয়ে। ব্লক কিংবা জেলা স্তরের পার্টি অফিস থেকে সমবায় পরিচালনার নির্দেশ আসা বন্ধ করতে হবে—তা কোন উপায়েই হোক। প্রতিরোধ নিচ থেকেই উঠতে হবে, উপর মহলকে বোঝাতে হবে, বুঝতে বাধ্য করতে হবে—আমাদের এলাকার সমবায়ের ব্যাপার-স্যাপার, তার রাজনীতি, তার কূটকচাল, ঝুটঝামেলা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব আমরা নিজেরা বুঝে নেব। তৃতীয় পক্ষ যত হস্তক্ষেপ কম করবে তত মঙ্গল। এই কথা বলা শুরু করতেই হবে, তা সে যতই অসম্ভব বলে মনে হোক। কারণ এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

(১৩) এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাপার হলো সমবায়ে সৌজন্যবোধের সংস্কৃতি চালু করা। আগের বোর্ড যা করেছে সব ভুল করেছে, অন্যায় করেছে, ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে—এরকমটা সত্যি হতেই পারে। কিন্তু ভালো-মন্দ যাই করে থাকুক, তারা আইনসম্মত বোর্ড নিশ্চয় ছিল। তাদের দেওয়া ঋণ, তাদের নিযুক্ত কর্মচারী, উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমানকেও বহন করতে হয়, না করে উপায় নেই। সৌজন্যের সংস্কৃতি হলো আগের বোর্ডের লোকজন, যতই অন্যায় করে থাকুক—তারা এই এলাকারই মানুষ। একদা পরিচালকমণ্ডলী হিসেবে তাঁদের একটা মান আছে। সমবায় সৌজন্য হচ্ছে প্রকাশ্যে তাদের সম্মান জানানো। তাদের সম্মান জানালেই যে তাদের অন্যায়কে মেনে নিলাম বা পরোক্ষে সাপোর্ট করলাম তা নয়, এটা হচ্ছে আমি যে চেয়ারে বসে আছি, সেই চেয়ারটাকে সম্মান জানানো। আগামীকাল আমিও এই চেয়ারে থাকব না, কিন্তু চেয়ারটা থাকবে। আজকে আমি যদি চেয়ারকে সম্মান জানাই, কাল চেয়ার আমাকে সম্মান জানাবে। এইজন্য বেশি কিছু নয়, কিছু কিছু প্রকাশ্য সভায় কিংবা অনুষ্ঠানে, যেখানে সবরকমের মানুষ উপস্থিত থাকেন, সেসব জায়গায় পূর্বতন চেয়ারম্যানদের, সেক্রেটারিদের আমন্ত্রণ জানান, মঞ্চে ডেকে তাদের একটা আসন দিন। এতে বর্তমান চেয়ারম্যানের ভাবমূর্তি ক্ষতি হওয়ার বদলে আমার মনে হয় মানমর্যাদা আরো বাড়বে। তাঁর সৌজন্যবোধ বরং প্রশংসিত হবে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের উচিত পূর্বজদের সম্মান জানানো। নিজেদের সামান্য সৌজন্য প্রদর্শন আপনার সমবায়ের ভাবমূর্তিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে।

(১৪) সমবায় সপ্তাহের কথা বলে বোর্ডের প্রতি পরামর্শের কথা শেষ করি। ভারতবর্ষে ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর প্রতিবছর নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন হয়। অনেকে ভাবেন ওটা রাজ্য বা জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যাপার। ব্যাংকে বা বড় একটা সমিতিতে একদিন সভা হবে। কিছু অতিথি, কিছু বক্তৃতা, কিছু টিফিন প্যাকেট ইত্যাদি। হওয়া উচিত কিন্তু প্রতিটি সমিতিতে, যতই ছোট করে হোক, এই সপ্তাহের প্রতি যথোচিত মর্যাদা জ্ঞাপন করা। ১৪ তারিখ নিজ নিজ সমিতিতে সভাপতি সমবায় পতাকা উত্তোলন করবেন। উঠোনে, ছাদে, বারান্দায়

কিংবা জানালায়—যেখানে খানিক জায়গা পাওয়া যায়। ইউনিয়ন অফিসে সাতরঙের সমবায় পতাকা কিনতে পাওয়া যায়। কিনে রাখবেন। সাত দিনের ভিতর একদিন নিজেদের নিয়ে ছোটখাটো একটা আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। বাইরের অতিথি থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। এর ফলে সমবায় ব্যাপারটা আরো মানুষের কাছে পৌঁছাবে, অন্তত নিজেরা সমবায়ের লোক হিসেবে মর্য্যাদা সহকারে উদযাপন করলাম—এই নৈতিক দায়িত্বটা অন্তত পালন করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দ্বারা ২০১২ সাল এবং ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক হিসাবে সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার আন্তর্জাতিক বর্ষ ঘোষণা কমই হয়েছে। এর ফলে সারা পৃথিবীতেই আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় ভাবনাটিকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে, আপনার সমিতিও তার সঙ্গে যুক্ত থাকুক।

জানি, আপনারা যারা জনপ্রতিনিধি, সমবায়ের নেতৃত্ব প্রদানকারী, তাঁরা দেশ-সমাজ-রাজনীতি-সমাজনীতি সম্পর্কে অনেক বেশি ভালো বোঝেন। একজন সমবায়কর্মী হিসেবে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যেগুলি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম মাত্র।

রামপুরহাট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ রামপুরহাট (ডাকবাংলা পাড়া), বীরভূম
শাখা অফিস ঃ মল্লারপুর (বাহিনা মোড়),
নলহাটী (কিসেনমাণ্ডী), মুরারই (ভাদিশ্বর)
সাব অফিস ঃ কোটাসুর মোড় সন্নিকট ও লোহাপুর (ষ্টেশনের কাছে)

রামপুরহাট মহকুমায় সমবায় ক্ষেত্রে সরল সুদে ও সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-দানের সর্ব বৃহৎ প্রতিষ্ঠান

ঋণের জন্য কৃষিজীবি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ চাকুরিজীবিদের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

কৃষি, অ-কৃষি ও হাউজিং প্রকল্পের জন্য ঋণ
চাকুরীজীবিদের পার্সোনাল লোন, NSC ও KVP বন্ধকী ঋণ,
LIC সারেন্ডার ভ্যালুর উপর ঋণ

আকর্ষণীয় সুদে জমা ও আমানত প্রকল্প —
ফ্লেক্সি অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, MIS ইত্যাদি

সাধারণ মানুষের সেবাতে আমরা নিয়োজিত

ত্রিদিব ভট্টাচার্য
চেয়ারম্যান

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

কান্দি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ নম্বর ঃ ১২; তারিখ-২৩.১০.১৯৭৩

হোমতলা রোড, পোঃ-কান্তি, জেলা-মুর্শিদাবাদ

আমাদের কয়েকটি প্রকল্প

১। হাঁস-মুরগী প্রতিপালন, গো-পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন, ছাগল প্রতিপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি প্রকল্পে ঋণদান।
২। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন পাম্পসেট, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি প্রকল্পে ঋণদান।
৩। গ্রামীণ গুদামঘর, গৃহনির্মাণ ও গৃহ মেরামতি প্রকল্পে ঋণদান।
৪। স্বরোজগার ক্রেডিট কার্ড যোজনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিষেবা ও উৎপাদনমূলক প্রকল্পে ঋণদান।
৫। এনএসসি, কেভিপি, এলআইসি, ফিক্সড ডিপোজিট জমার মাধ্যমে ঋণদান।
৬। সরকারী কর্মচারীদের জরুরী চিকিৎসা, সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও বিবাহের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ঋণদান ইত্যাদি।
৭। **আকর্ষণীয় সুদে জমা ও আমানত প্রকল্প ঃ**
ফ্লেক্সি অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোজিট, মাসিক আয় প্রকল্প।

দীপ প্রকাশ মন্ডল
ম্যানেজার-ইন-চার্জ

রুকুনুদ্দিন আহম্মদ
মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক
ও বিশেষ আধিকারিক

Artificial Intelligence in the Cooperative Sector of India

SAYAK ACHARJYA
AGM (Admin) & Faculty, ICMARD

Introduction

The Indian cooperative movement is a long-standing socio-economic initiative with roots in ancient traditions, formally established in the early 20th century, and nowadays a major part of the country's economic structure is based on this cooperative structure. It involves member-owned enterprises that work together for shared economic, social, and cultural goals, particularly in sectors like agriculture, credit, dairy, housing, handicrafts, and rural development. Despite having a remarkable history, this sector is facing difficulties in the era of current global competitiveness and digital evolution. In recent times, the integration of **Artificial Intelligence (AI)** in the cooperative sector of India has emerged as a prime factor for viable growth.

Cooperatives in India and Challenges

- In India, notable cooperative organizations e.g. Amul (Dairy Co-operative), IFFCO (Indian Farmers Fertilizer Co-operative), NAFED (National Agricultural Co-operative Marketing Federation) etc., have empowered millions of farmers, artisans, and small-scale entrepreneurs by providing access to markets, credit, and resources.
- Despite their success, co-operatives face several challenges in India, which include
  1. Inefficient resources
  2. Technological Limitation
  3. Inadequate real-time data for decision-making
  4. Difficulty in scaling operations
  5. Competition from private organisations
- Artificial Intelligence (AI) has come out as a powerful tool to address these challenges. It offers innovative solutions to enhance productivity by using **AI-powered tools** such as **ML (Machine Learning)** and **Robotic Process Automation (RPA)**. AI algorithms can analyse transaction data and credit history and can deliver customised financial products according to creditworthiness. It can analyse a large amount of data from multiple sources and provide strategies for price optimisation, proper decision-making by identifying market risks and trends.

AI in Cooperative Banks

- In India, commercial banks are mainly concentrated on large amounts of business credit, and the underserved communities i.e., the vulnerable sector, especially in the rural and semi-urban areas, are often neglected by them. Cooperative banks play a vital role in serving the underserved communities across India. These banks are democratically owned and managed by their members, and their primary goal

is to offer accessible financial services, such as savings accounts, loans, and insurance, to lower-income groups and small businesses.

- But the main constraint of these banks is outdated technology and manual process of banking. However, the digital revolution in India is gradually changing the scenario. AI and machine learning are helping these banks to modernise their systems, improving service delivery and enabling financial inclusion at scale.
- AI is making an impact in these banks by providing
  1. AI Chatbots for customer support.
  2. Detailed analysis over a real-time database, which enables cooperative banks to identify fraud.
  3. Offer more personalised banking solutions based on an individual's financial history and needs.
- Recently, the Ministry of Cooperation has launched **'Sahkar Digi-Pay'** and **'Sahkar Digi-Loan'** Applications - a digital platform enabling quick, paperless, and transparent access to loans and credit for cooperative members. It will enhance the efficiency of Cooperative Banks in India.

AI in Agriculture Cooperative

- The World Cooperation Economic Forum (WCOOPEF), in partnership with I-SEED IRMA (Incubator for Social Enterprises and Entrepreneurs for Development at the Institute of Rural Management Anand) and IIT Hyderabad's Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation (TiHAN), has launched a groundbreaking initiative to transform cooperative-led agriculture using **IoT (Internet of Things)-enabled digital crop surveys** and **geospatial intelligence**. Aligned with the vision of the International Year of Cooperatives 2025, this initiative will equip farmer cooperatives, dairy, fisheries cooperatives, and rural self-help groups (SHGs) with advanced digital tools to boost productivity and resilience by providing detailed analysis on (i) Efficient soil, water, and climate data management, (ii) Crop planning, (iii) Irrigation, and (iv) Supply chain logistics and make them globally competitive.
- Recently, Maharashtra's Sugar Cooperatives have planned to develop AI-based solutions tailored for Indian farmers with the help of scientists from USA and United Kingdom. It will ensure prominent growth, safeguard farmer incomes, and rejuvenate Maharashtra's vital sugar cooperative movement.

Training Needs

Although the adoption of AI in thecooperative sector eyes huge potential for inclusive growth, Digital Literacy and Proper Training of Resources are the need of the hour for possible development of cooperative sector in India.

- Recently, VAMNICOM (Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management), Pune, has introduced Academic Programme on Artificial Intelligence & Machine Learning(AI &

ML) for their students.

- NICM (Natesan Institute of Cooperative Management), Chennai, has partnered with Magic Bus India Foundation to provide advanced Artificial Intelligence training.
- Our training institute ICMARD, Kolkata, is planning to introduce training programme on Artificial Intelligence for the cooperatives in the state of West Bengal soon.

Concerns

Data security and transparency are matters of concern in the digital era. However, these concerns are gradually being addressed through the **National Cooperative Database** and proper training by cooperative-specific training institutions across India.

Conclusion

The Cooperative Sector in India is celebrating the 72nd All India Cooperative Week from 14th to 20th November, 2025. Apart from the main theme of '**Cooperative as Vehicles for Atmanirbhar-Bharat**', the theme on 20th Novemebr, 2025, has been adopted as '**Innovative Cooperative Business Models for Global Competitiveness'**. Based on that theme, the adoption of AI into the co-operative business model in India will not only carry hope to mitigate the challenges ahead but also provide inclusive and sustainable development for this sector in India.

With Best Compliments From :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যতম অংশীদার

MIDNAPORE CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

(Regd. No. 4/25-03-1952)
H.O. : Kotwali Bazar, P.O. : Midnapore
Dist. : Paschim Medinipur
Mobile : 94330 39145
Email : mcardb_admn@rediffmail.com
Branch Office : Balichak Branch (0322-244363)
Belda Branch (03229-255526)
Midnapore Branch, C.K. Road Branch, Mohanpur Branch

কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে, গৃহ নির্মাণ ও মেরামতি, ফ্ল্যাট ও বাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দাদন করা হয়।
আকর্ষণীয় সুদে সেভিংস (ফ্লেক্সি), রেকারিং ও ফিক্সড ডিপোজিট জমা নেওয়া হয়।

With Best Compliments From :

HOOGHLY CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

Jugipara Lane, Chinsurah, Hooghly
Phone : 7059455923
Email : hooghlyardbank@gmail.com

Branches :
Pandua (Ph. No. 7076284912)
Haripal (Ph. No. 7001044911)
Dhanikhali (Ph. No. 7001270722)

বর্ধমান কার্ড ব্যাংক : রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ব্যাংক

তাপস ওঁরাও
ম্যানেজার, বর্ধমান কার্ড ব্যাংক

প্রথমে ছিল ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক, অর্থাৎ জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূলত কৃষককে মহাজনী ঋণের হাত থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য। সেই ঋণ ছিল স্বল্পমেয়াদি ঋণ। চাষের সময় ঋণ গ্রহণ, ফসল উঠলে তা পরিশোধ। কিন্তু এছাড়াও কৃষকের ঋণের প্রয়োজন হয়, যা স্বল্পমেয়াদে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। একজোড়া হালের বলদ কিনতে হলেও যে টাকার দরকার পড়ে, তা চাষির পক্ষে শুধুমাত্র ফসল বিক্রি করে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া থাকে জমি সমতল করা, পুকুর কাটা ইত্যাদি ছাড়াও সেচের জন্য কিছু যান্ত্রিক উপকরণ কেনার ব্যাপার সেই খরচ আসবে কোথা থেকে? তার জন্যই প্রয়োজন পড়েছিল দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাপনার। এই পথ ধরেই একটা সময় প্রতিষ্ঠা হতে শুরু হলো ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংকের। তারা ১০ বছর কি তারও বেশি মেয়াদে কৃষককে ঋণ দেবে, যাতে কৃষক প্রতিবছর অল্প অল্প করে সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩৪ সালে প্রথম বীরভূম কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক স্থাপনা হয়। তারপরেই প্রতিষ্ঠা হয় বর্ধমান কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংকের ১৯৪১ সালে ২৬ ডিসেম্বর। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পিছনে যাঁর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তিনি সেইসময়ের বর্ধমান জেলার কালেক্টর ডক্টর অবনীভূষণ রুদ্র। তৎকালীন আইসিএস, লন্ডন থেকে পাস করা পিএইচডি ডিগ্রিধারী ব্যারিস্টার, তিনিই এই ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান।

তিনটি রেঞ্জ মিলে বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ধমান জেলা। প্রথমে বর্ধমান থেকেই পুরো এলাকাতে কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা হতো। পরবর্তীকালে কাটোয়া মহকুমায় আলাদা করে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরেও এই ব্যাংক ল্যান্ড মর্টগেজ নামেই দীর্ঘদিন পরিচিত ছিল। সত্তরের দশকে মাঝামাঝি এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক' বা 'ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'। আশির দশকে নাবার্ড স্থাপনার পরে তার নামের সাথে মিল রেখে এর নাম পরিবর্তন হয়ে বর্তমান রূপ নেয় কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক, সংক্ষেপে সিএআরডিবি বা কার্ড ব্যাংক।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামীণ এলাকায় কৃষকের ঋণের চাহিদার ধরণেরও পরিবর্তন ঘটে। একদা মূলত হালের বলদ ক্রয়, গরুর গাড়ি কিংবা গাভী পালন, পুকুর খনন ইত্যাদি ছিল ঋণের মূল চাহিদা। পরবর্তীকালে সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি আসে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকের ঋণের চাহিদাতেও পরিবর্তন ঘটে। সেচের জন্য পাম্পসেট, সাবমারসিবল, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, মিনি ট্রাক ইত্যাদি ছাড়াও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য অর্থের চাহিদা বাড়ে। রীতি অনুসারে নাবার্ড এই ব্যাংকের ঋণনীতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নির্ধারণ করে। রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক অভিভাবক স্বরূপ রাজ্যের প্রাথমিক কার্ড ব্যাংকগুলোকে ঋণের যোগান এবং অন্যান্য বিষয়াদি দেখাশোনা করে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ ডেয়ারী, ফিশারী, গোটারি, পিগারী ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ছাড়াও অকৃষি ভিত্তিক প্রকল্প, যেমন ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ, যানবাহন ক্রয়, প্যাথলজিক্যাল সেন্টার, নার্সিংহোম, হোটেল নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামতিকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে এই ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

পরবর্তীকাল আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত হয়েছে। একটি হচ্ছে আমানত পরিষেবা, অপরটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও প্রতিপালন। গ্রামীণ অঞ্চলে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মতো কার্ড ব্যাংকগুলিতেও আমানত গ্রহণ অর্থাৎ পুরোপুরি ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তুলনায় কিছুটা বেশি সুদে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী

আমানত এবং ফ্লেক্সি একাউন্টে টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতার ও প্রযুক্তির যুগ। মানুষ প্রযুক্তির মাধ্যমে হাতের মুঠোয় ব্যাংকিং পরিষেবা চায়। সেই চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ধমান কার্ড ব্যাংকেও কম্পিউটার চালিত সমস্তরকম আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা হয়েছে। IFS Code চালু হয়েছে। ফলে RTGS/NEFT-র মাধ্যমে টাকার আদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা অর্থাৎ কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বর্ধমান এআরডিবি অন্যান্য ব্যাংকের সাথে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে ব্যাংক পরিষেবা প্রদান করে চলেছে।

পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের কারণেই বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদী ব্যাংকগুলির প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। রাজ্যের অনেকগুলি এআরডিবি তাদের ঋণদানের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে বিপুল পরিমাণ লোকসানে ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যেও ভালোলাগার খবর এই যে আমাদের এআরডিবি এখন পর্যন্ত প্রতিবছর ব্যবসায়ে লাভ করে আসছে, এখনো কোনো পুঞ্জীভূত লোকসান ঘটেনি। অডিটের শ্রেণীবিভাগে এই রাজ্যে মাত্র তিনটি এআরডিবি 'এ' শ্রেণীভুক্ত তার মধ্যে আমাদের বর্ধমান কার্ড ব্যাংক অন্যতম। ব্যাংক কর্মী এবং পরিচালক মন্ডলের যৌথ প্রচেষ্টায় এই ধারাবাহিক কর্মদক্ষতার সাফল্যের কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮ সালে এই ব্যাংককে 'সমবায়শ্রী' ও ২০১৯ সালে 'সমবায় ভূষণ' পুরস্কারে ভূষিত করে।

একথা ঠিক যে সারা রাজ্যেই কার্ড ব্যাংকগুলি ভীষণভাবে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন। তা সত্ত্বেও বিগত বছরে বর্ধমান ব্যাংকের দাদন দাঁড়িয়েছে ১৩.৮৯ কোটি টাকা, ঋণের আদায় হয়েছে ৩৪.২৬ কোটি টাকা যা আদায়যোগ্য ঋণের ৬২.৭২ শতাংশ। এনপিএ-র পরিমাণ অনেকটাই নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ২২.১৭ শতাংশে। বিস্তীর্ণ এলাকার তুলনায় বর্ধমান সদর, সেহারা বাজার, দুর্গাপুর এবং জামালপুর মাত্র চারটি শাখা নিয়ে ব্যাংক কাজ করে চলেছে। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের বিশ্বাস ব্যাংকের কর্মী ও পরিচালকমন্ডলী এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যেতে পারবে এবং আগামীতে ব্যাংকের পরিষেবা আরো প্রসারিত হবে।

With Best Compliments From :

SSHG

SONALI SELF HELP GROUP

KMC Reg. No. SHG19566291714
UAMNO - WB10A0024239

Manufacturer of Bag & Kantha Stich Clothes and Jute Products,
Suppliers of Stationery Goods for Office Use & Hostel Utensils

98A, DILKHUSHA STREET, KOLKATA-700017
Mobile : 9830994126

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় ১ম স্থানাধিকারী সমবায় ব্যাঙ্ক

কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক

প্রধান শাখা- কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর (03220) 255 184 www.ccardbltd.in

কৃষিকাজে ঋণ
স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ
লকারের সুবিধা
গৃহ নির্মাণ ঋণ
ক্ষুদ্রশিল্প ঋণ
অকৃষি ঋণ

স্থায়ী আমানতের বিভিন্ন প্রকল্প

- স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।
- ঋণগ্রহণের সময় সদস্যপদ লাভ।
- স্বল্প নথিতে দ্রুত ঋণ পাওয়ার সুযোগ।
- সময় মতো ঋণ পরিশোধ করলে সুদে ছাড়।
- শেয়ারের জমা টাকার উপর ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ লাভ।

ONLINE BANKING
NEFT
RTGS

*শর্তাবলী প্রযোজ্য।

এখন RTGS, IMPS, UPI-এর মাধ্যমে 24X7 লেনদেন করুন। 365 দিন, যখন-তখন, সর্বত্র।

প্রধান শাখা-	8348 444 777	পটাশপুর শাখা-	9564 18 6000
কাঁথি শাখা-	9564 18 9000	এগরা শাখা-	9564 18 5000
হেঁড়িয়া শাখা-	9564 18 8000	রামনগর শাখা-	9564 18 4000
ভগবানপুর শাখা-	9564 18 7000	কাঁথি (গোল্ড) শাখা-	9564 18 3000

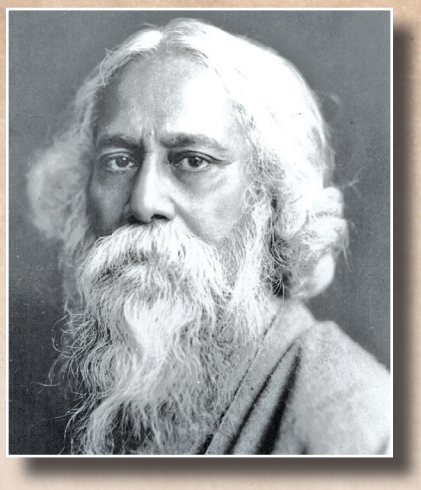

"আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।"

"আক্ষেপের বিষয় এই যে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেবার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে। মহাজন গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিত শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।" *(পল্লী প্রকৃতি)*

"আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত-সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্রই বহু বিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। এজন্যই সমবায় নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্ত মনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সর্ব্বমিলন তীর্থে অন্নপূর্ণার আসল ধ্রুব প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।" *(সমবায় নীতি ১৩৩৫)*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

At- Raghunathpur :: P.O.+P.S.+Dist. - Jhargram
Ph. No.: 03221-255169 :: e-mail: jcardb@gmail.com

—ঃঃ অরণ্যকন্যা ভবন ঃঃ—

ঝাড়গ্রাম জেলায় একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যার অন্যতম অংশীদার

(NABARD কর্তৃক পুরস্কৃত)

সুবিধাজনক সুদে কৃষি, অ-কৃষি, গৃহঋণ প্রদান করা হয়। কৃষি ঋণ সময়মতো শোধ দিন এবং সুদ ভর্তুকির সুবিধা নিন। গৃহনির্মাণ, পান বরোজ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ছাগল পালন, মুরগী পালন, বাগিচা চাষ, মাছচাষ বা পুকুর খনন সহ ট্রাক, হারভেস্টার, ট্রাক্টর, গাড়ী (চারচাকা ও মোটরসাইকেল) ক্রয় প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়। আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্পে টাকা রাখুন। SBI General Insurance এবং IFS Code-এর আওতাধীন RTGS/ NEFT-এর সুবিধা গ্রহণ করুন।

স্বর্ণবন্ধকী ঋণ ও Safe Deposit Locker-এর সুবিধা এখন অত্র ব্যাঙ্কের এক্সটেনশন কাউন্টার রোহিনীতে লভ্য।

নতুন কিছু গড়তে চাইলে,
শহর-গঞ্জ-গ্রামে,
আমরা আছি পাশাপাশি,
কার্ড ব্যাঙ্ক নামে

IFSC : ICIC0000106

পাশ বহিতে টাকা জমান,
না হয় কিছু তুলুন
টাকায় টাকা বাড়তে থাকুক,
মহাজনকে ভুলুন।

ঃঃ এক্সটেনশন কাউন্টার ঃঃ

রোহিনী (মোবাইল ঃ ৮৩৭৩০৯৯১৩৫), গোপীবল্লভপুর (মোবাইল ঃ ৭৪৭৯০০২৬৫৬)

অজিত কুমার পাত্র	মুলুকচাঁদ হেমব্রম	কৌশিক সাহা
চেয়ারম্যান	ভাইস চেয়ারম্যান	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

বিঃ দ্রঃ- সরকার অনুমোদিত ভর্তুকীযুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়।

বসুন্ধরা অর্গানিক

(M): 9804549889 / 9903052341

E-Mail: basundharaorganic1402@gmail.com

FSSAI Registration No. 2282 3033 000305

Organic Haat, Premises No. 80-1111, Plot No. AA-11E-67/2, Rajarhat, Newtown, Jatragachi Khalpar, Kolkata - 700161

Shop No.1

প্রাকৃতিক বিষমুক্ত দেশি ধানের চাল, গ্ল্যাইফোসেড মুক্ত জাঁতায় ভাঙানো ডাল বেসন ও ছাতু, হাতে তৈরি ভেজাল মুক্ত সব ধরনের গুঁড়ো মশলা ও গোটা মশলা, কাঠের ঘানিতে তৈরি ভেজালমুক্ত তিল বাদাম ও সর্ষের তেল, সুন্দরবনের মধু, হিমালয়ান রক সল্টের বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান। সারা ভারতে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে।

ইগনাইট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস, কলকাতা

আইসিএমএআরডি (ICMARD)-এর অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থা

মানুষকে রূপান্তরিত করি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করি।

ইগনাইট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস (IMC) কলকাতা প্রতিষ্ঠানটি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) ও সংগঠনগত আচরণ (OB) বিষয়ে মূল্যনির্ভর ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। আমরা সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের সংস্থার প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা বং সংগঠনগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

যোগাযোগ করুন

গৌতম রায়

প্রধান পরামর্শদাতা ও প্রশিক্ষক, IMC

সাবেক উপ-পরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন), এন.পি.সি., ভারত

Contact : 9433343575, Email : gautamroy2008@gmail.com

এক ঝলকে ২০২৫ সালে ইকমার্ড আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বেসিক কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (সেন্ট্রাল জোন)
(ইকমার্ড, ৩০ জুন-৪ জুলাই, ২০২৫)

সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত কর্মশালা
(ইকমার্ড, ৭-৮ জুলাই ২০২৫)

লোন ডকুমেন্টশন, এনপিএ এবং ঋণ আদায় ব্যবস্থাপনা
(রিকমার্ড, ৭-৯ জুলাই, ২০২৫)

প্রসেস অডিট বিষয়ে প্রশিক্ষণ
(ইকমার্ড, ১০-১১ জুলাই, ২০২৫)

প্রুডেনশিয়াল বিধি এবং এনপিএ ম্যানেজমেন্ট
(রিকমার্ড, ১৪-১৬ জুলাই, ২০২৫)

বেসিক কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (পশ্চিমাঞ্চল)
(ইকমার্ড, ১৪-১৮ জুলাই, ২০২৫)

এআরসিএস পদে উন্নীত সমবায় বিভাগীয় আধিকারিকগণের জন্য
বিশেষ কর্মশালা (ইকমার্ড, ১৪-১৮ জুলাই, ২০২৫)

লোন ডকুমেন্টেশন, এনপিএ এবং ঋণ আদায় ব্যবস্থাপনা
(ইকমার্ড, ২১-২৩ জুলাই, ২০২৫)

এক ঝলকে ২০২৫ সালে ইকমার্ড আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

সমবায় ব্যাংকের সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ে ইন্সুরেন্স বিষয়ক কর্মশালা
(ইকমার্ড, ৭-৮ আগস্ট, ২০২৫)

কম্পিউটারাইজড পরিবেশে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নজরদারি
(ইকমার্ড, ১২-১৪ আগস্ট, ২০২৫)

কনকারেন্ট অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা
(ইকমার্ড, ২৮-২৯ আগস্ট, ২০২৫)

জাল নোট পরীক্ষা এবং ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট
(ইকমার্ড, ২-৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

এফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস
(ইকমার্ড, ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

কার্ড ব্যাংকের কর্ম উন্নয়ন পরিকল্পনা (দ্বিতীয় ভাগ)
(ইকমার্ড, ১৭-২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

বয়স্ক অসুস্থ মানুষের পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ইকমার্ড, ৯-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

এক ঝলকে ২০২৫ সালে ইকমার্ড আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

ফিশারী কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ
(ইকমার্ড, ৩০-৩১ অক্টোবর,২০২৫)

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এন্ড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট
(সিসিএম কালিম্পং, ৩০ অক্টোবর-১ নভেম্বর, ২০২৫)

গাদিয়াড়া কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের একটি দৃশ্য
(গাদিয়াড়া, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত রাজ্যের সমস্ত কার্ড ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন হাওড়া-কার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক শ্রীকালিপদ মন্ডল (গাদিয়াড়া, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫)

সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ইকমার্ড ভবনে সমবায় পতাকা উত্তোলন
(১৪ নভেম্বর, ২০২৫)

SOUTH 24-PARGANAS CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

21/D, BALLYGUNGE STATION ROAD
KOLKATA-700 019
Phone : 2440 7232, 2440 0776

"সমবায় কথা"

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক

অরুণাভ চক্রবর্ত্তী
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

রাধাকৃষ্ণ মন্ডল
সভাপতি

SUKHENDU'S CREATION

EXCLUSIVE DESIGNER BOUTIQUE

Unfold your elegance with our handcrafted collection—
Designer Sarees
Stylish Kurti
Classic Punjabee
Designer Jackets

Each piece tells a story of tradition woven with modern grace. Perfect for every celebration, every mood, every you.

Maheshtala, Kolkata - 141
91236 50741 | 98308 51355

Step into the world of timeless fashion

With Best Compliments From :

NORTH 24 PARGANAS CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

HEAD OFFICE : BARASAT, NORTH 24 PARGANAS

On the joyous occasion of the **International Year of Cooperatives 2025** and the celebration of the **72nd Cooperative Week from 14th to 20th November 2025,North 24 Parganas CARD Bank Ltd.** extends its warm greetings to all co-operators, member societies, and the cooperative fraternity.

Guided by the principles of mutual help, trust, transparency, and inclusive growth, our Bank continues its dedicated service in strengthening the rural economy, empowering farmers, and promoting sustainable development through cooperative values. Through our long-term loan facilities, deposit schemes, and member-oriented financial services, we remain committed to fostering economic stability and supporting the growth of rural communities. Let us come together to uphold the cooperative spirit and build a resilient, progressive, and people-centric cooperative movement.

"Stronger Together — Prosperity Through Cooperation."

DULAL BHATTACHARJEE
CHAIRMAN

SUKAMAL BISWAS
A.R.C.S & C.E.O

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষের আলোকে মালদা কার্ড ব্যাংক

কুন্তল দাস
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, মালদা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ক্ষেত্রে যে ব্যাঙ্কটি আজ দশটি শাখা-উপশাখা, ৫১ হাজারের উপরে গ্রাহক তথা মেম্বার, দুই সহস্রাধিক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, ও রাজ্যের সর্বোচ্চ আমানত সংগ্রহকারী ব্যাঙ্ক হিসেবে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলেছে অগ্রগতির পথে—সেই মালদা কার্ড ব্যাঙ্কের পথে চলা শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালে একটি ছোট্ট দীর্ঘমেয়াদি সমবায়— ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক হিসেবে। মালদা সদরে একটাই শাখা—অর্থাৎ হেড অফিস। আমানত সংগ্রহ ব্যাপারটা নিয়েই কোনো ধারণা তখনো আসেনি। জেলায় অন্যত্র শাখা খোলার ভাবনাটাই তখন দুঃসাহসী ব্যাপার। কিন্তু যেটা ছিল, তা হলো—বেশ কয়েকজন মানুষের নিষ্ঠা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ভালবাসা। ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দের সংস্থার প্রতি এই ভালোবাসা, দায়বদ্ধতা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা, ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্কের যোগ্য অভিভাবকত্ব এবং তার সাথে উপর্যুপরি রাজ্য সরকার ও রেঞ্জ স্তরের সহায়তায় ক্রমশ এই ব্যাঙ্ক এগিয়েছেতার নিজস্ব ছন্দে।

শুরুর সেই একটিই অফিস একটিই শাখা—ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র এভিনিউ এর পাশের গলিতে—সেই অফিসকেই আজকের এই কার্ড ব্যাংকের ধাত্রী বলা যায়। সমগ্র মালদা জেলার পরিষেবা এই অফিস থেকেই তখন দেওয়া হতো। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে এখন ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরসহ শাখা-উপশাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশটি। যে অফিসে ব্যাঙ্ক শুরু হয়েছিল, সেই অফিস এখন মালদা শাখা (যাকে সেভিংস ব্রাঞ্চ বলেও ডাকা হয়)। এরপরে প্রথম শাখা অফিস স্থাপিত হয় চাঁচলে, পরে যেটি সামসিতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে শাখা অফিসগুলি হচ্ছে, মালদা, গাজোল, সামসি ও হরিশ্চন্দ্রপুর। ২০১৬ সালে এর সাথে যুক্ত হয় পাঁচটি উপশাখা —যেগুলি আগে আমানত ও ঋণ সংগ্রহ কেন্দ্র ছিল। এই পাঁচটি উপশাখা হচ্ছে, কালিয়াচক, আটমাইল, বুলবুলচন্ডী, পাকুয়াহাট এবং চাঁচল। এর মধ্যে পাকুয়াহাট উপশাখাকে শীঘ্রই শাখা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ন'টি ছাড়াও সিদ্ধান্ত হয়েছে মানিকচক এবং কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকে আরো দুটি সংগ্রহকেন্দ্র খোলার, ঠিকঠাক চললে যেগুলিকে পরে উপশাখা হিসেবে চালু করা যাবে। এখন রবীন্দ্র এভিনিউ এর বুকের উপরে মেন রোডে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজস্ব পাঁচ তলা বিল্ডিং 'উন্নয়ন ভবন'।

দীর্ঘদিন ধরে লাভে চলা এই প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পাঁচটির একটি এবং উত্তরবঙ্গের সর্বোত্তম কার্ড ব্যাংক হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সাফল্যের খতিয়ান লিখে চলেছে। ১৯৯৪ সালে শুরু হয় আমানত সংগ্রহ বা ডিপোজিট মবিলাইজেশন। মালদাবাসীর আস্থা ও ভরসায় বর্তমানে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ একশো পঁচিশ (১২৫) কোটি টাকা, যা সারা রাজ্যে সর্বোচ্চ। আমাদের ধারণা, এই আর্থিক বছরের শেষে এই আমানতের পরিমাণ একশো ত্রিশ (১৩০) কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

কার্ড ব্যাংকের যেটি মুখ্য পরিষেবা, কৃষিতে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারের উপরে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে মালদা কার্ড ব্যাংক পশ্চিমবঙ্গে একটি অগ্রগণ্য ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় বাজারে অসম প্রতিযোগিতায় ফলে এই ঋণের পরিমাণ অনেকটা কমে এসেছে। ২০০২ সালে ব্যাংকে শুরু হয় সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ঋণ প্রদান, যা ব্যাংকের ঋণদান ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে উঠে আসে। সময়ের সাথে এই ব্যাংকেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। ২০১৩ সালে মালদা কার্ড ব্যাঙ্কেই পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রথম ভার্চুয়াল একাউন্ট চালু করা হয়।

২০১৬ সালে মালদা কার্ড ব্যাঙ্কে আরেকটি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। চালু হয় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তৈরি ও প্রতিপালন করা। কর্মীরা আন্তরিকভাবেই গোষ্ঠী গঠনের কাজশুরু করে। এক দুই করে আজ ২০২৫ সালে এসে আমাদের গোষ্ঠীর সংখ্যা ২১৫৯, যা এই রাজ্যের কার্ড ব্যাংকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কোচবিহারে প্রায় আড়াই হাজার গোষ্ঠী, তারপরেই মালদার স্থান। দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পাশাপাশি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ব্যবসা আমাদের ব্যাংককে ক্রমশই আর ইতিবাচকভাবে গ্রামোন্নয়নের সহায়ক হয়ে উঠতে সাহায্য করছে। হাজার হাজার আজ মহিলা

গোষ্ঠী গঠন করে তাদের জীবন ও জীবিকাকে উন্নততর ও সহজতর করে তুলছেন। বর্তমানে ব্যাঙ্কের সদস্যদেরকে দেওয়া আউটস্ট্যান্ডিং ঋণের পরিমাণ ৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে প্রদত্ত আউটস্ট্যান্ডিং ঋণের পরিমাণ ১০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। কেবলমাত্র স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেখার জন্য মালদা কার্ড ব্যাঙ্কে, 'সজনী' নামের পদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা নিয়োজিত আছেন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর পরিচর্যায়। সবদিক দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে এই ঋণের পরিমাণ আরো অনেকটা বাড়ানোর। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বিগত আর্থিক বছরে সব মিলিয়ে ৮৫% আদায়ের রেকর্ড হয়েছে। এবার লক্ষ্য ১০০% আদায়। ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধনও ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হচ্ছে। বিগত বছরের তুলনায় বেড়েছে অনেকটাই। বর্তমানে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২৫৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে বোধ হয় মালদা কার্ড ব্যাঙ্কই একমাত্র দীর্ঘমেয়াদি ব্যাঙ্ক, যেখানে ব্যাঙ্কের সদস্যদের জন্য প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY) চালু করা হয়েছে। এছাড়াও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের জন্য চালু রয়েছে আরেকটি বীমা প্রকল্পের মতো সদস্য কল্যাণ তহবিল—যেখানে মেয়েরা বছরে মাত্র ৭০ টাকা তহবিলে জমা করে। সদস্যার জীবনাবসানে ২০০০০/- টাকা এবং সদস্যার স্বামীর মৃত্যুতে তার হাতে ১৫০০০/- সহায়তা প্রদান করা হয়।

একদা যে ব্যাঙ্ক তার যাত্রা শুরু করেছিল একটি মাত্র অফিস ঘর দিয়ে, সেই ব্যাঙ্কের আজকে প্রতিটি শাখা, উপ শাখা, হেড অফিস শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ব্যাংকের হেড অফিসের পাঁচতলায় সরকারি সাহায্যে নির্মিত হয়েছে স্বয়ম্ভরর গোষ্ঠীর অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লাগানো হয়েছে অত্যাধুনিক লিফট—সবই ব্যাঙ্কের গ্রাহকবৃন্দকে আরেকটু সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে। ঋণ সংগ্রহের কাজে ব্যাঙ্কের নিজস্ব গাড়ি প্রতিনিয়ত জেলা জুড়ে গ্রামেগঞ্জে চক্কর দিচ্ছে, ঋণী সদস্যদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলছে।

অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গ্রাহকদের অত্যাধুনিক ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়ার প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষ থেকে জারি আছে। প্রতিটি গ্রাহক প্রতিটি আর্থিক লেনদেনে এখন তাদের নিজ নিজ মোবাইলে এসএমএস মারফত মেসেজ পেয়ে যাচ্ছেন। অল্পদিনের মধ্যেই চালু হতে চলেছে NEFT/RTGS-এর মাধ্যমে বাইরের একাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কের একাউন্টে অতি দ্রুত টাকার লেনদেন। মালদা ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখা এবং উপশাখায় গ্রাহকদের আমানতের সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ও এ্যালার্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর পাঁচটা শাখার মতোই এই ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় একাধিক কম্পিউটার, নোট গোনার মেশিন, পাস বই প্রিন্টার ও সাধারণ প্রিন্টার রয়েছে।

এখন শহরে ছাড়িয়ে মফস্বলে-গ্রামেও ন্যাশনালাইজড, কমার্শিয়াল, প্রাইভেট ব্যাংকগুলি তাদের আগ্রাসী ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে। তাদের হাতে রয়েছে অপরিমেয় পুঁজি, ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স, সর্বাধুনিক ব্যাঙ্কিং প্রযুক্তি ও সুবিধেগুলি। নিজেদের এই সীমিত সাধ্যের মধ্য দিয়েই, উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে, নিজের উন্নত হওয়ার তাগিদে এই অসম প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে মালদা কার্ড ব্যাংক। বিগত আর্থিক বছরে ব্যাংকের ১৪ লাখ টাকা মুনাফা হয়েছিল। সেই পরিমাণ আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান আর্থিক বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুঞ্জিভূত লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা।

অনেক বিষয়ে অনেক ঘাটতির মধ্যেও আমাদের সেরা সম্পদ—আমাদের ৩৬ জন স্থায়ী কর্মী ও তার বাইরে অস্থায়ী কর্মচারীরা, যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যাঙ্কের প্রতিদিনকার কাজকর্ম সম্পাদন করে চলেছেন। আমাদের গর্ব যে আমাদের কর্মচারীরা সারা রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত। এই বেতনের অমর্যাদা তারা কখনোই ঘটতে দেন না। অনেক কিছু নেই-এর মধ্যেও আমাদের অন্যতম মূলধন ব্যাংকের গ্রাহকদের প্রতি তাদের আন্তরিক ও সংবেদনশীল ব্যবহার।

দীর্ঘদিন বোর্ডবিহীন থাকার পরে বছরখানেক আগে আমাদের ব্যাঙ্কে এসেছে নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলী। তাদের উদ্যোগ, উদ্যম এবং দূরদর্শিতা ব্যাংকের গতিপথকে সঠিক দিশা দেখাচ্ছে এবং ব্যাংক ক্রমশ এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে। মালদাবাসীদের যে আস্থা, আশীর্বাদ ও ভালবাসা আমাদের উপরে রয়েছে, তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে, তাদেরই পরিষেবায় নিয়োজিত থেকে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে নানান প্রতিকূলতার ভিতরেও মালদা কার্ড ব্যাঙ্ক তার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবে—আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষে (২০২৫) তথা নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহে এই আমাদের অঙ্গীকার।

নদিয়ার ‘ভূমিশ্রী’ ব্যাংক আজ শ্রীহীন

শিবনাথ চৌধুরী
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, নদিয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

নদিয়া জেলা সম্পূর্ণভাবেই কৃষি-সমৃদ্ধ এলাকা। ধান, পাট, গম, শাকসবজি সবমিলিয়ে পুরো জেলা রাজ্যের অন্যতম উর্বর কৃষিক্ষেত্র। স্বল্পমেয়াদি ঋণব্যবস্থার পাশাপাশি কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ও ভূমি উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালের ১৮ অক্টোবর স্থাপিত হয় বর্তমান ‘ভূমিশ্রী ব্যাংক’, তদানীন্তন ‘নদিয়া ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড’। শুরু থেকেই এই ব্যাংক যথেষ্ট প্রসার এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। বিগত শতকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত রাজ্যে নদিয়া এল.ডি.বি. অন্যতম সেরা ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিগণিত হতো। স্বল্প সুদে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ধানঝাড়াই মেশিন, বহনযোগ্য ছোট গাড়ি, পুকুর কাটা সহ ছোটখাটো কুটির শিল্প এবং গোডাউনের জন্য এখান থেকে সহজেই কৃষক ঋণ পেত। জেলার ১৭টি ব্লকে একটা সময় সত্তর হাজার সদস্য তালিকাভুক্ত ছিল। মৃত্যু এবং অন্যান্য কারণে পরিবর্তিত তালিকায় এখনো প্রায় ৫৫ হাজার সদস্যের নাম পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও জেলায় কোনো কার্ড ব্যাঙ্কে এই সংখ্যক সদস্য তালিকাভুক্ত আছে কিনা সন্দেহ।

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রথম কয়েক দশক এই ব্যাংকের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শহরের প্রাণকেন্দ্রে একেবারে জেলা শাসকের অফিসের সামনে ভূমিশ্রী ব্যাংকের নিজস্ব চারতলা বিল্ডিং তৈরি হয়। এর মধ্যে তিনতলাটি সমবায় অডিট ডিপার্টমেন্টকে ভাড়া দেওয়া আছে। পাশে দুই কাঠা মতো প্রায় ফাঁকা পড়ে থাকা কিছুটা জমিও আছে।

কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান যখন আর্থিক দিক দিয়ে খুব সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ধান্দাবাজ লোকের সমাবেশ ঘটে। ৯০-এর দশকের পর থেকে ব্যাংকের ঋণ, দাদন এবং আদায় সবই দ্রুত অবনতির পথে চলতে থাকে। শোনা যায় একটা সময় রাজ্য শীর্ষ সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে নাবার্ডের একটা সাবসিডি প্রকল্পে নদীয়া জেলায় প্রচুর সংখ্যক গোডাউন লোন দেওয়া হয়। বেশ কয়েক কোটি টাকা তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে নাবার্ড-এর কাছ থেকে ঋণী সদস্যগণ প্রত্যাশামতো কোনও সাবসিডি না পাওয়ায় ঋণ আদায় একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়, অন্যান্য আদায়ের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে।

যাইহোক প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর দিয়ে পরিচালকমন্ডলী এবং কর্মীদের মধ্যেও অনিয়ম এবং দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলত যা হবার তাই হয়, একটা সময় এই সমৃদ্ধ শ্রীযুক্ত সমবায় ব্যাংকটি একেবারে দরিদ্র এবং শ্রীহীন অবস্থায় এসে পড়ে। উপযুক্ত সিকিউরিটি ছাড়াই ভুল প্রকল্পে ভুল লোকজনকে ঋণপ্রদান, দক্ষতার গুণাগুণ বিচার না করেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি কারণে ব্যাংকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। সঠিক সময়ে সমবায় প্রশাসনের উপরমহল থেকে সঠিক নজরদারি থাকলে হয়তো এই সব অনিয়ম কিছুটা ঠেকানো যেত। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় এই ব্যাংকে এসে পৌঁছেছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রত্যাশা ভেন্টিলেশনে থাকা প্রায় মৃত রোগীর সুস্থ হয়ে ফিরে আসার মতো এক অলৌকিক প্রত্যাশা।

একদা সম্পদশালী, রাজ্যজুড়ে সুনাম অর্জনকারী এই সমৃদ্ধ ব্যাংকটিতে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা এখন মাত্র দুইজন। তার সঙ্গে অস্থায়ী ক্যাজুয়াল কর্মী আছে ৬ জন। জেলায় হেডঅফিস সহ পাঁচটি শাখা আছে। বলাবাহুল্য, এইসব অস্থায়ী ক্যাজুয়াল কর্মী, যারা খুব সামান্য বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়, তাদের উপর ভরসা করে শাখাগুলিতে ঋণ দাদন ও আদায়ের প্রত্যাশাকে একরকম দুরাশাই বলা যায়। বর্তমানে ঋণী সদস্যের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২৮৫৬ জন। তাদের সবাই দীর্ঘদিনের খেলাপি। বিগত বছরের শেষে ব্যাংকের সদস্যদের নিকট মোট পাওনা ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। প্রায় সম পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি টাকা ব্যাংকের কাছ থেকে শীর্ষ ব্যাংকের পাওনা আছে। এনপিএর শতকরা হার 99%-এর অধিক—যার কোনো ব্যাখ্যাই হয় না। অডিটের স্থিতি অনুসারে ২০২৪-২৫ সালের পুঞ্জিভূত লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায়।

তবে এই অত্যন্ত শ্রীহীন অবস্থার মধ্যেও বিগত কয়েক বছরে এই ব্যাংকের কাজকর্মে ক্ষীণ হলেও একটা আশার আলো দেখা দিচ্ছে। অল্প হলেও পুরাতন খেলাপি ঋণ কিছু কিছু আদায়

হচ্ছে। ২০২২-২৩ সালে অডিটে নেট লোকসানের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, যেটা দু'বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ সালে নেট লোকসান কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২ লক্ষ টাকার মতো। দু'বছর আগে সারা বছরে ঋণ আদায় হয়েছিল মাত্র ৫৫ লক্ষ টাকা, সেখানে গত বছর অর্থাৎ ২০২৪-২৫ সালে এই আদায়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। পরিমাণে সেই অর্থে খুব বেশি না হলেও গুণগত দিক দিয়ে এই লক্ষণ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সঠিকভাবে খেলাপি ঋণী সদস্যের কাছে পৌঁছালে এখনো কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুরাতন ঋণ আদায় হওয়া সম্ভব। আসলে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সিস্টেম এমনই যে আন্তরিক এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের হাতে পড়লে একটা শ্রীহীন ও অচল অবস্থায় চলে যেতে থাকা সমবায় প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে জেগে উঠতে পারে। নদীয়া ব্যাংকের এই শ্রীহীন অবস্থার ভেতরেও এই ধরনের আশার আলোর যে ঝলক দেখা যাচ্ছে, তাতে কিছু সঠিক ও কর্মোদ্যোগী সমবায়ী ব্যক্তি আন্তরিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান করলে আবারো হারানো 'শ্রী' কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনা যায়। এর জন্য প্রয়োজন সমবায় দপ্তর এবং নাবার্ড সহ শীর্ষ ব্যাংকের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা।

(১) বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে এই ব্যাংকের কাজকর্মে এখনো কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। সর্বপ্রথম এই ব্যাংকের ঋণ এবং অন্যান্য হিসাবপত্র কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

(২) বহুদিন ব্যাংকে কোন স্থায়ী সিইও ছিল না, অতি সম্প্রতি ব্যাংকে একজন স্থায়ী সিইও নিয়োগ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে হবে।

(৩) সঠিকভাবে সেবামূলক মানসিকতার সম্পন্ন সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি যাতে উঠে আসে, সেইভাবে নির্বাচিত বোর্ড গঠন করতে হবে।

(৪) কর্মচারী নিয়োগ করলে বেতন প্রদানের সংস্থান ব্যাংকের এই মুহূর্তে নাই বললেই চলে। তবু কর্মী ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না, ঘুরে দাঁড়াতে পারে না। যেভাবেই হোক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভাবনা-চিন্তা করে এই ব্যাংকের জন্য কিছু দক্ষ কর্মীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকের শীর্ষ ব্যাংক হিসেবে ভূমিকা এক্ষেত্রে যথেষ্ট। শীর্ষ ব্যাংকের বর্তমান বিশেষ আধিকারিক রাজ্য তথা সারা ভারতেই সুপরিচিত একজন দক্ষ সমবায়ী। তিনি যদি একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন—এই ব্যাংকের জন্য অভিজ্ঞ আধিকারিকদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের রূপরেখা তৈরি করে দিতে পারেন—তাহলে অবশ্যই 'শ্রী'হীন ব্যাংকের মুখশ্রী আবারো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

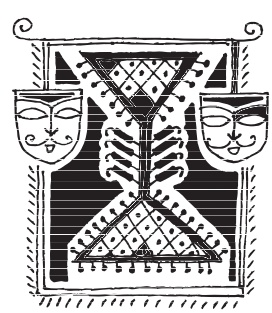

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ কো-অপারেটিভ— এক অনুসরণযোগ্য কর্মী সমবায়

স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ, বিভিন্ন সরকারি বা কর্পোরেশন জাতীয় অফিসের কর্মীগণ, অর্থাৎ যাদের নিশ্চিত একটা মাসিক বেতন আছে, তারা নিজেদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলেন কর্মী সমবায়। ব্যাংকে ছোটাছুটি না করে নিজেদের অফিসের কো-অপারেটিভ থেকেই সহজে দরকার মতো ঋণ পাওয়া যাবে এটাই থাকে কর্মীদের মুখ্য আকর্ষণ। ঋণের প্রয়োজনে চাহিদামতো টাকার যোগান দেয় জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক। ঋণগ্রহীতারা সকলেই নিশ্চিত মাসিক বেতনের অধিকারী, সুতরাং আদায় নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই। ফলে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক নিশ্চিন্তে টাকার যোগান দিয়ে থাকে। সমিতিতে সদস্যদের ক্রমবর্ধমান স্বল্পসঞ্চয়, ঋণের ব্যবসা থেকে আয়, শেয়ার ইত্যাদির কারণে একটা সময় কর্মী সমবায় নিজেই যথেষ্ট সম্পদশালী হয়ে ওঠে, ব্যাংকঋণের তেমন আর দরকার পড়ে না। পরিচালন ব্যয় কম, সদস্যগণ নিজেরাই খাতাপত্রের অনেকটা কাজ সামলে নিয়ে থাকেন। ফলে কর্মী সমবায়ের পক্ষে দ্রুত সম্পদশালী এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। তবু সমবায় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব এবং পরিচালনগত নানান জটিলতার কারণে রাজ্যের সর্বত্র কর্মী সমবায় সমভাবে বিকশিত হয়নি। এর মধ্যে শুধু আর্থিক সমৃদ্ধি নয়, সমবায় নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 'মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ পার্সোনেল এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' যা বহরমপুরে পুলিশ কোঅপারেটিভ ব্যাংক হিসাবেই সংশ্লিষ্ট মহলে সুপরিচিত।

প্রায় ৩০ বছর ধরে ধারাবাহিক দক্ষতার সহিত পরিচ্ছন্ন, সুশৃংখল ও লাভজনক ভাবে পথচলা একটা সমবায়ের পক্ষে যথেষ্ট মর্যাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ১৯৯৪ সালে পথ চলা শুরু করে এই সমবায়ে পুলিশকর্মী সদস্যের সংখ্যা বর্তমানে ৪১৫৬ জন। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। সদস্যদের মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ৪৩ কোটি টাকা। নিজেদের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫৩ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে এখন আর ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয় না। গত বছর (২০২৪-২৫) ৪২ কোটি টাকা ঋণের লেনদেন হয়েছে। অডিট অনুযায়ী বিগত বছরে নিট মুনাফার পরিমান দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। পুঞ্জীভূত লাভের পরিমাণ এখন প্রায় ৫ কোটি টাকা। জেলার ডেপুটি রেজিস্ট্রার মানব ব্যানার্জি জানালেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ কো-অপারেটিভ আমাদের সমবায়ের গর্ব। সঠিক সময়ে সঠিক পরিষেবা এবং হিসাব রক্ষণে পরিচ্ছন্নতার জন্য জেলার ৪,০০০ পুলিশকর্মী এবং তাদের পরিবার এই সমবায়ের প্রতি আস্থা রেখেছে সেটা অবশ্যই একটা সাফল্যের ব্যাপার, গৌরবের ব্যাপার। অন্য কোনও জেলার পুলিশ বিভাগের সমবায়ে এরকম সাফল্যের দৃষ্টান্ত এখনো দেখা যায়নি। জেলায় মাত্র তিনটি সমবায় সমিতি বিগত বছরের অডিট অনুসারে ১ কোটি টাকার অধিক মুনাফা অর্জন করতে পেরেছে। দুটি কৃষি সমবায় চুনাখালি, বহরমপুর সিএডিপি এবং এই পুলিশ কো-অপারেটিভ। আগামী সমবায় সপ্তাহে জেলা সমবায়ের পক্ষ থেকে এই তিনটি সমবায় সমিতিকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য যে, সমবায় ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্থা এনসিডিসি-র বিচারে পরপর দুই বছর পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতির জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এই পুলিশ কো-অপারেটিভ। নাবার্ড এর পক্ষ থেকেও একবার এই সমিতি পরিদর্শন হয়েছে এবং তাঁরা সমিতির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এই সমবায়ের শুরুর কাহিনী প্রসঙ্গে সমিতির ম্যানেজার পুলিশ ইনস্পেক্টর মীর মহম্মদ শামীম জানালেন যে একটা বিশেষ দুঃখজনক ঘটনার সূত্র ধরে এই সমবায়ের জন্ম হয়। সেটা ১৯৯৩ সাল। জলঙ্গিতে একটি ঘটনায় সমাজবিরোধীদের মধ্যে পড়ে অসহায় ভাবে প্রাণ হারান এক এনভিএফ কর্মী। অস্থায়ী কর্মী হওয়ার কারণে তার বিপন্ন পরিবারকে সরকারিভাবে কোনও সাহায্য করা গেল না। সেই সময় অ্যাডিশনাল এসপি ছিলেন সৌমেন মিত্র আইপিএস মহাশয়। তিনি খুব অসহায় বোধ করছিলেন। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তিনি এই পরিবারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে ১০ দিনের এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর

আয়োজন করেন। পুলিশকর্মীদের বিভিন্ন বিপদে-আপদে তাদের পরিবারের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় হঠাৎ করেই যোগাযোগ ঘটে যায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের তৎকালীন চিফ একাউন্টেন্ট প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে। বলতে গেলে তাঁরই পরামর্শ এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গড়ে ওঠে এই পুলিশ কর্মী সমবায় সমিতি। যে কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে প্রয়াত প্রদীপ বাবুর অবদানকে এখনো সমবায় কর্মীরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। পিছনে অবশ্যই ছিল সৌমেন মিত্র সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সদর্থক হস্তক্ষেপ। ১৯৯৪ সালে রেঞ্জ অফিসে নিবন্ধিত হলে এই সমবায়ের কাজকর্ম দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব অর্পিত হলো পুলিশকর্মী শামীম সাহেবের উপরে।

কিন্তু সৌমেন মিত্র সাহেব জেলা থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে যাবার পর শুরুতেই সমবায়ের কাজকর্মে ভাটা পড়ে গেল। বোঝা গেল, একটি কর্মী সমবায়ের সুষ্ঠুভাবে চলা, বিশেষ করে প্রথম দিকের চলার পথে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছার খুবই প্রয়োজন। প্রায় অচল অবস্থায় চলে যাওয়া এই সমবায় আবার পূর্ণ উদ্যমে ফিরে আসে ১৯৯৮ সালে যখন সৌমেন মিত্র সাহেব এসপি হিসাবে জেলায় ফিরে আসেন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর সময়কালের মধ্যেই এই সমবায় সমিতি সাফল্যের সঙ্গে পুলিশ কো-অপারেটিভ ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া, লাভজনক সুদে আমানত, অস্থায়ী কর্মী এনভিএফ সহ সকল পুলিশকর্মীদের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি নানারকম পরিষেবার কারণে জেলায় পুলিশ কর্মীদের মধ্যে এই সমবায় ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে সৌমেন মিত্র সাহেব জেলা থেকে চলে যাবার পরেও সমবায়ের অগ্রগতি থেমে থাকেনি। পরবর্তীকালে যাঁরাই এসপি হিসেবে জেলায় এসেছেন, তাঁরা পদাধিকার বলে সমবায়ের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন, সমবায়ের কাজকর্মে আগ্রহী হয়েছেন। এই জেলা থেকে একাধিক কর্মকর্তা অন্য জেলায় গিয়ে অনুরূপ পুলিশ কো-অপারেটিভ ব্যাংক গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য ২০০৭ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তর দিনাজপুরে এসপি হিসেবে বদলি হয়ে যান স্বপন বন্দোপাধ্যায় পূর্ণপাত্র মহাশয়। তিনি সেখানে উদ্যোগ নিয়ে মুর্শিদাবাদের মডেলে একটি পুলিশ কো-অপারেটিভ গড়ে তোলেন। এছাড়া নদীয়া, বীরভূম, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট, ব্যারাকপুর পুলিশ একাডেমি, পূর্ব মেদিনীপুর, জঙ্গিপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং হালফিল দার্জিলিং জেলাতেও মুর্শিদাবাদের মডেলে পুলিশ সমবায় তৈরি হয়েছে। জেলার পুলিশ কর্মী এবং তাদের পরিবারকে বিভিন্ন রকম ব্যাংক পরিষেবা ছাড়াও জেলা পুলিশ প্রশাসনের নানাবিধ কাজেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এই পুলিশ কো-অপারেটিভ। শামীম সাহেব জানালেন সমবায়ের মুনাফা থেকে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জেলা পুলিশ প্রশাসনকে নানাভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পুলিশের অফিসার পদাধিকারীদের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে ময়ূরাক্ষী নামে ২০০ সিটের একটি দোতলা ব্যারাক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সুলভ ক্যান্টিনের সুবিধার্থে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক মেস এবং তার সঙ্গে একটা জিমের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হোমগার্ডদের ব্যারাকের তিনতলায় নতুন করে একটা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। পুলিশ লাইনে একটি বৃহদাকার পরিবেশ বান্ধব জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। ভাকুড়ি ট্রেনিং সেন্টারে উন্নত ট্রান্সফরমার সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণে সমবায়ের তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।তবে এই সমবায়ের বিশেষ ভালো লাগার ঘটনা জেলায় প্রায় ৬,৫০০ সিভিক কর্মী আছেন। বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনে তাদের সদস্য হবার অসুবিধে থাকলেও সমবায়ের পরিচালন কমিটি সিভিক কর্মীদের প্রয়োজনে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু সিভিক কর্মী সমবায় থেকে ঋণ নিয়েছেন। অন্য কোনো জেলায় এখনো সিভিক কর্মীদের ঋণের আওতায় আনা হয়নি।

নতুন পুলিশ সুপার শ্রী কুমার সানী রাজ, আইপিএস মহাশয় সমবায়ের চেয়ারম্যান হিসেবে সাধারণ পুলিশকর্মীদের সুবিধার কথা ভেবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে ৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পুলিশ ফোর্সের প্রয়োজনে গার্ড রেল কিনে দেওয়া হয়েছে। সাইবার ক্রাইম বিভাগে ৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন আধুনিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে জলঙ্গী ব্যারাকের সংস্কার ও সৌন্দর্য্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ কর্মীদের যানবাহন রাখা বরাবর একটা সমস্যা। এসপি সাহেব উদ্যোগ নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে পুলিশ লাইনে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বৃহৎ আকারের ছাউনি নির্মাণ করে

দিয়েছেন। সমবায়ের পক্ষ থেকে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মহিলা পুলিশের 'ইভটিজিং প্রতিরোধ টিম'-কে আরও সক্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে তাদের ১৪টি স্কুটি কিনে উপহার দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের সহ-সভাপতি এডিশনাল এস.পি. মজিদ ইকবাল খান সাহেবের উদ্যোগে সদস্য পুলিশ কর্মীদের জন্য দশ মাসে পরিশোধ যোগ্য 'উৎসব ঋণ' চালু করা হয়েছে। বর্তমান সম্পাদক ডিএসপি তমাল বিশ্বাস সাহেবের প্রস্তাবক্রমে সিনিয়র সিটিজেনদের স্থায়ী আমানতে ৭.২৫% সুদ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা যে কোনো ব্যাংকের তুলনায় যথেষ্টই বেশি। জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুবিধার্থে পুলিশ প্রশাসনকে বিভিন্ন সহায়তা করার পাশাপাশি পুলিশ কর্মীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারগুলির প্রতি নজর রেখেই সমবায়ের তহবিল থেকে জনকল্যাণমূলক এই খরচগুলি করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে সেই শুরুর পথ চলার সময় থেকে মীর মহম্মদ শামীম এখনো পুলিশ কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মুখ্য দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সেদিনের সাধারণ পুলিশ কর্মী থেকে আজ ইনস্পেক্টর পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়েননি। পরবর্তীতে সনৎ মুখার্জী, কল্যাণ দত্ত, অমল ঘোষ, বরুণ আচার্য, রণেন দত্ত প্রমুখ কর্মীগণ সমবায়ের কাজে যুক্ত হয়েছেন। বর্তমান বোর্ডের সম্পাদক তমাল কুমার বিশ্বাসের বক্তব্য উচ্চ কর্মকর্তা সহ বোর্ডের পদাধিকারীগণ নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন। সমবায়ের দৈনন্দিন সকল কাজ সামলাতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরই। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বিশেষত শামীম সাহেবের মতো উদ্যোগী মানুষের ভূমিকা, মুর্শিদাবাদ পুলিশ কর্মীদের সমবায় সমিতিকে আজ এই সমৃদ্ধি ও সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

প্রতিবেদন ঃ ইনাস উদ্দীন

HASTA UDYAG

-: Our work :-

- Manufacturing and Marketing of Jute products
- Skill development training

(Jute, Tailoring, Boutique, Beautician, Food Processing, Soft Toy Making etc.) to women self-help groups.

-: Our objectives and goals :-

We strive to make women self-reliant by providing skill development training and marketing of the products made by the women of rural area

Proprietor - KANA MONDAL
98745 99023
Village + PO – Kadambagachi, Block-Barasat-1,
P.S.- Duttapukur, North-24 Pargana District,
West Bengal, INDIA 700 125.
E-mail: kanamondal78@gmail.com
Website: www.hastaudyag.com

With Best Compliments From :

Govt Regd.

MICROSYS

Commitment to Excellence

MSME Reg. No. - UDYAM-WB-07-0000366

Deals in:- Website, Mobile Application Development & any kind of Customized Software Development. Also deals in Computer Sales & Service and Computer Peripherals Repairing, CCTV Installation & Maintenance.

-: Contact :-
Office Address - 3, Old Court Lane, Serampore, Hooghly, 712201, West Bengal
Contact No. & WA - 9830319951/9804417884
Email ID - microsyshooghly@gmail.com
Website - www.microsysweb.in

চাষির ফসল : অনুসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ

বনানী দাস
অবসরপ্রাপ্ত সহ-নিবন্ধক ও অধ্যক্ষ, বোলপুর সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ কলকাতার মানুষ।

ধানের ক্ষেতের ধারে, আলপথ ধরে, ফসল উঠে যাওয়া এবড়োখেবড়ো পথে তিনি খুব যাতায়াত করেছেন বলে মনে হয় না। তবু একথাও ঠিক, ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ভাইদের মতো দেবেন ঠাকুরের এই চৌদ্দতম সন্তানটিও খুব সচেতনভাবে জানতেন যে, ঠাকুরবাড়ির আদ্যন্ত ঠাটবাট, শিক্ষা দীক্ষা, সাংস্কৃতিক নানা আয়োজন, পুনরায়োজন সবই দাঁড়িয়েছিল এক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর—যার নাম জমিদারী। পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, বিহার সব মিলিয়ে কুড়িটিরও বেশি পরগণার জমিদারী হস্তগত ছিল এই পরিবারের। পরিবারের অনেক ভাই বা আত্মীয়রা এইসব পরগণার সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকতেন। অর্থাৎ চাষিদের ভালো মন্দ, খাজনা আদায় ও সেই খাজনা ব্রিটিশ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া—সবই ছিল সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত'র কাজ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৮৯০ সালে এরকমই চারটি পরগণার জমিদারীর দায়িত্ব পান বাবার কাছ থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ।

(২)

সে তো কবির অন্য এক ভূমিকা, যা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, অনেকটা পাওয়া যায় না। হারিয়ে গেছে কালের অতলে। কিন্তু একথা মোটামুটি সব রবীন্দ্র অনুরাগী জানেন যে এই যে ১৮৯০ সালে একত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, শাহাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসর ইত্যাদি অঞ্চলে। তাঁর দেখা শুরু হলো সাধারণের অন্দরমহল, স্নানের ঘাট, চাষের জমি, ঝগড়া কোন্দল—আবার ঘামে ভেজা ভালোবাসাবাসি। তিনি হয়ে উঠলেন গল্পকার রবীন্দ্রনাথ। এখানেই শোনা যায় শাহজাদপুরে খাজনা আদায়ের দিনে বড় সিংহাসন ছেড়ে নেমে বসলেন প্রজাদের সঙ্গে একইসাথে টানা শতরঞ্জিতে। পরবর্তীতে অনুভব করবেন, আমি তোমাদেরই লোক। লক্ষ্য করলেন চাষিদের ফসল উৎপাদন যেমন ঘটিবাটি বিক্রি করে, বৌমানুষের গয়না বন্ধক দিয়ে, তেমনি অসুবিধে চাষির ধান উঠলে বিক্রি করা। বহু মধ্যসত্বভোগীর লোলুপ দৃষ্টি এড়িয়ে ধান ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কোন ব্যবস্থাই নেই। যে দেশে জমিদারগণ চোখ কান বন্ধ করে শুধু চাষির থেকে খাজনা চান—সেই দেশে সেই কালে ১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন এক কোম্পানি যার নাম 'টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'। এই সংস্থার কাজই ছিল চাষির ধান, পাট ন্যায্যমূল্যে কিনে নেওয়া। সেই সময়ে এই উদ্যোগ কিন্তু খুবই দূরদর্শী ছিল। পরবর্তীকালে সব দেশীয় সরকারকেই দেখেছি এমন ন্যায্যমূল্যে ফসল কেনার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু রবিঠাকুর এ কথা কিভাবে ভোলেন যে এ দেশের চাষির মহাজনের কাছে হাত পাতা ছাড়া কৃষিকাজ করার রসদ প্রায় নেই।

লক্ষ্য করার বিষয় যে এ দেশে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। তৈরির প্রায় এক দশক পরে ১৯৪৪ সালে তারা মরশুমি কৃষিঋণ দিতে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন তার প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আমরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কলকাতার রাজপথে তাঁকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য রাখী পরাতে দেখি, কিন্তু অনেকেই জানেন না তিনি সেই ১৯০৫ সালেই

চাষিদের কৃষিঋণ দেবার জন্য পূর্ববঙ্গের পতিসরে খোলেন 'পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক'। সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে। কিন্তু ব্যাঙ্ক তৈরির পুঁজি কোথায়! তাঁর একার পক্ষে তো সম্ভব নয়। বেশ কয়েকজন জমিদার বন্ধুকে রাজি করালেন তিনি। কিন্তু তাঁরাও তো কম ব্যবসায়ী নন, টাকা দিতে রাজি হলেন 8% সুদে। রাজি হয়ে গেলেন পরবর্তীকালের বিশ্বকবি। তখনও তিনি নেহাৎ বাংলার কবি, মেলেনি কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আট শতাংশ সুদে নেওয়া টাকা চাষিদের ধার দেওয়া শুরু হলো 12% সুদে। বেশ উচ্চ হার সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাজনের থেকে তো অনেক কম, তাছাড়া পুঁজি তো ফেরতযোগ্য সুদসমেত। শুরু হলো কবিগুরুর স্বপ্নের কৃষিঋণ দেওয়া।

কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও আরও নানা কারণে ঋণ অনাদায়ী হতে লাগল। পুঁজি ফেরত দেওয়া বেশ কঠিন হতে লাগল। বন্ধুজমিদাররা অনেকে বিরক্ত ও রাগতঃ হতে লাগলেন।

দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে বরাদ্দ মাত্র চারটি পরগনার জমিদারী। তবু কৃষিঋণ দেবার পদ্ধতি চালু রইল পতিসরে। জমিদারদের সুদসহ পুঁজি ফেরতের পর্বও চলতে লাগল যথাসম্ভব।

পরবর্তীতে নানা সাহিত্য কর্মের পাশাপাশি কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখি আমরা কৃষিবীমা চালু করতে আগ্রহী হতে। তাও আবার সমবায়-বীমা। সকল চাষির থেকে শেয়ার আদায় করে শুরু হয় এই বীমা ১৯০৬ সালে। তিনি স্বয়ং স্বাক্ষর করে চালু করেন এই শেয়ার আদায়পূর্বক বীমা। ১৯০৯ সালে জাতীয় হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানি এই দায়িত্ব নেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চাষিদের সঙ্গে এতে যুক্ত হন। পরবর্তী আট বছর খুঁড়িয়ে চলতে লাগল পতিসরের কৃষিব্যাঙ্ক। উল্লেখ্য যে এই সময়ে অন্যান্য বহু কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে ১৯০১ সালে শুরু হওয়া শান্তিনিকেতন তো ছিলই। ছিল তাঁর বিশেষ কিছু কবিতাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার দুরূহ কাজ। নিজেকে সব কর্ম থেকে ছিন্ন করে তিনি শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কোয়ারান্টাইন থাকতে লাগলেন কবি। গভীর আত্মানুসন্ধানী সব কবিতা অনূদিত হলো ইংরেজিতে Song Offering নামে। কবি ইয়েটসের পরিমার্জনার পর সেই কবিতা জমা পড়ল নোবেল কমিটির হাতে। সেই আমাদের গর্বের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ।

১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি নোবেল পুরস্কার পায়। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে দেহলী বাড়িতে। নোবেল পাওয়ার খবর পেয়েই বিখ্যাত উক্তি—যাক তোদের শান্তিনিকেতনের পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা হয়ে গেল!

এমনিতে শুষ্কভূমি বীরভূমে তখন জলের অভাব। বারো বছর ধরে চালু পাঠভবনের ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই অপরিণত। সারা শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন জুড়ে চালু হলো প্রচুর কুয়া খননের কাজ। চারধার বাঁধানো সেই যুগের আধুনিকতম কুয়াগুলি আজও চোখে পড়ে। প্রতিষ্ঠিত হলো ড্রেনেজ ব্যবস্থাও ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ চেয়ে।

তাহলে কি কৃষিঋণের পুঁজির অভাবের দিক থেকে তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন দেশে বিদেশে আমন্ত্রিত নোবেল লরিয়েট, শান্তিনিকেতন আশ্রমের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ? বাংলাদেশের রোদে জলে খেটে জেরবার ধান, গম, সব্জি ফলনকারী চাষিদের কথা তাঁর মনেই নেই? কথাটা ঠিক নয়। নোবেল পুরস্কার হিসেবে তখন দেওয়া হতো ১,০০,৮০০ টাকা। তার মধ্যে ৮০,০০০ টাকা তিনি কৃষিঋণের মূলধন হিসেবে দিয়ে দিলেন পতিসর গ্রামীণ কৃষিব্যাঙ্কে। জমিদারদের ঋণ শোধ হলো, চাষি পেতে লাগলেন স্বল্প সুদে কৃষিঋণ।

রবিঠাকুর সার্বিকভাবে সমবায় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি নিজে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও। তাঁর অন্যান্য ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এ প্রবন্ধে আর পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করব না। শুধু কৃষির দিকটাতে চোখ দিলেও দেখা যায়, তিনি আয়ারল্যান্ডের জাতীয় কবি হোরেস প্ল্যাঙ্কেটের কাছে চলে যান ১৯২০ সালে প্রায় ষাট বছর বয়সে। শিখে আসেন সেই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের কাছে সেই দেশে ব্যাপকহারে দুগ্ধ সমবায় তৈরি ও চালানোর নানা কৌশল। ১৯২২ সালে গুণগ্রাহী এলমহার্স ও অনেকের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র শ্রীনিকেতন। এতে সর্বপ্রথম চালু হয় কৃষি বিভাগ। কৃষি যে একটি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান, মানবসভ্যতার এক মূল স্তম্ভ, তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন। বড়পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা গিরিন্দ্রনাথকে পাঠান আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়ে আসতে। সত্যি বলতে শ্রীনিকেতনে কৃষি, পল্লী সংগঠন, জীবনব্যপী শেখার বিভাগগুলি আমাদের লেখা পড়ার এক স্বতন্ত্র মানে শেখায়।

চাষিদের উৎপাদন ও তার বাজারজাতকরণ নিয়ে চির উৎসুক ও উদ্যোগী রবীন্দ্রনাথ চাষিদের সদ্য উৎপাদিত ফসল জমা রেখে বাজার উঠলে বিক্রির ব্যবস্থাসহ ধর্মগোলা তৈরি করেন ১৯২৮ সালে। এছাড়া সেই বছরই স্থানীয় কয়েকটি সাঁওতাল গ্রাম নিয়ে তৈরি করেন সমবায় ঋণদান সমিতি। আমরা জানি এই ঋণদান সমিতিগুলি বর্তমানে সমবায় ব্যবস্থার প্রাণ। আসলে আরও অনেক ধরনের সমবায় সমিতি তৈরিতে হাত দেন কবি ও তাঁর সহকারীগণ। সেই বিষয়ে আবার কখনো বলা যাবে। সংক্ষিপ্তাকারে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩১ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় বীরভূম জেলার তিনটি থানায় মোট ৩৫১টি সমবায় চালু ছিল। এর অনেকগুলিতেই পরিচালক হিসাবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর ছিলেন অনেক সমিতির মহিলা পরিচালক। ভারতে সেটাও তো নিতান্ত বিরল ঘটনা। এইসব সমবায়ের সব কিছুই শুরু হয় জগৎবরেণ্য এই মানুষটির চাষিদের ফলন ও তার বিক্রি বিষয়ে নানা পরীক্ষা নিরিক্ষার ফলশ্রুতিতে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সাধারণ পুকুরে মুক্তা চাষ—একটি সহজ ও লাভজনক উদ্যোগ

অরুনিমা দত্ত
মুক্তা চাষ উদ্যোগী ও প্রশিক্ষক, জয়নগর

আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা নদীমাতৃক। কোথাও কম কোথাও বেশি, সব জেলাতেই পুকুর ও জলাশয় আছে। এ কথা ঠিক যে দ্রুত নগরায়ন এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে পুকুর ও জলাশয়ের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পুকুরগুলির জলের গভীরতাও কমে যাচ্ছে। তবু গ্রামগঞ্জে এখনো যেসব পুকুর ও জলাশয় আছে, সেখানে মাছ চাষের পাশাপাশি একটু পরিকল্পিত ভাবে উদ্যোগ নিলে সহজেই ঝিনুক পালনের মাধ্যমে মুক্তার চাষ করা যায়। মুক্তার চাষ বিশেষ খরচ সাপেক্ষ নয়, অথচ অল্প পরিশ্রমে একটা বাড়তি রোজগারের পথ দেখাতে পারে।

ঝিনুক ও মাছ হল পারস্পরিক বন্ধু। ঝিনুকের জীবনচক্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ঝিনুকের দেহের ভেতর ডিম নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে যে লার্ভা জলে নির্গত হয় সেই লার্ভার কণাগুলি মাছের ফুলকার মাঝে আটকে যায় এবং সেখানে পরিপুষ্ট হতে থাকে। একটা সময় এগুলি মাছের ফুলকা থেকে আলাদা হয়ে জলে ভাসতে থাকে, স্বাধীনভাবে বড় হতে থাকে।আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি প্রজাতির ঝিনুক দেখা যায়। তার মধ্যে ল্যাসিলিওয়েন্স নামে একটি প্রজাতির ঝিনুককেই মুক্তা চাষের জন্য বেছে নেওয়া হয়।

মুক্তা চাষের পদ্ধতি ঃ

মুক্তা চাষের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত হল সংশ্লিষ্ট পুকুর বা জলাশয়ে জলের গভীরতা অন্তত ৫ ফুট হতে হবে। সাধারণভাবে আমাদের গ্রামের পুকুরগুলি, যেখানে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি কার্প জাতীয় মাছের চাষ করা হয়, সেগুলি সাধারণত পাঁচ থেকে আট ফুট গভীর হয়ে থাকে।

সবাই জানে যে, প্রাকৃতিক উপায়ে সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্যে কখনো সখনো মুক্তা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ঝিনুকের শরীরে বালি আটকে কিংবা কোনও ক্ষতের সৃষ্টি হলে সেখানে মুক্তা জাতীয় একটি পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই কারণটিকে কাজে লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে ঝিনুকের ভেতরে একটি বিশেষ প্রযুক্তিতে ছোট্ট একটি অপারেশন করা হয়। এই অপারেশনের পরে ঝিনুককে জলাশয়ে বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে ৬ মাস পর থেকে ঝিনুকের পেটে মুক্তা পাওয়া যায়। আমাদের দেশীয় জলাশয়গুলি থেকেই চাষের উপযোগী ঝিনুক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সাধারণত তিন থেকে চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ঝিনুক মুক্তা উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত। এই জিনিসগুলোকে সংগ্রহ করার পর যে জলাশয়ে চাষ করা হবে, সেখানে কিছুদিন রেখে দিতে হয়, যাতে ঝিনুকগুলি এই নতুন পরিবেশে নিজেদের সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

কিছুদিন রাখার পর জলাশয় থেকে ঝিনুকগুলিকে তুলে এনে বেশ কয়েকবার পরিষ্কার জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এরপরে কয়েক ঘন্টা জল ছাড়া শুকনো অবস্থায় রেখে দিতে হয়। এতে ছোট্ট অথচ সূক্ষ্ম অপারেশনটি সম্পন্ন করা অনেকটা সহজ হয়। কৃত্রিম এই পদ্ধতিতে সাধারণত দুই ধরনের মুক্তা উৎপাদন হয়ে থাকে। একটি হল গোল মুক্তা, যেটি বাজারের অলংকারে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি হল নকশীযুক্ত, অর্থাৎ আগে থেকে একটা বিশেষ ডিজাইন করা প্লেট লাগিয়ে দিয়ে দিলে পরবর্তীতে সেই ডিজাইনের মতো মুক্তা তৈরি হয়। এই দুই ধরনের মুক্তা উৎপাদনের জন্য অপারেশনের পদ্ধতিটাও কিছুটা আলাদা হয়। উল্লেখ্য যে একটি ঝিনুকে এক প্রকারের মুক্তাই উৎপাদন করা সম্ভব।

অপারেশন করা হয়ে গেলে প্রথমে ছয় থেকে আট ঘন্টা ঝিনুকগুলিকে বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপরে সেগুলোকে একটি গামলা বা বড়ো কোনও পাত্রে স্বচ্ছ জলে ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হয়। পরদিন প্লাস্টিক নেট দিয়ে বানানো এক প্রকার ব্যাগের মধ্যে ঝিনুকগুলিকে রেখে সংশ্লিষ্ট পুকুর বা জলাশয়ে তিন থেকে চার ফুট গভীরে ঝুলন্ত অবস্থায় দড়িতে বেঁধে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

এই পুকুর বা জলাশয়ে সাধারণভাবে যেরকম মাছের চাষ করা হয়ে থাকে, জলে সেরকম মাছ থাকতে পারে। তবে ঝিনুক রাখার আগে চুন দিয়ে জলাশয়টিকে একবার পরিশোধন করে নেওয়া অবশ্যই দরকার। এছাড়া প্রতি মাসে চুন দিয়ে জলাশয় পরিশোধনের প্রয়োজন। যে জলাশয়ে মাছ চাষের পাশাপাশি ঝিনুক প্রতিপালন করা হবে, সেখানে শুধুমাত্র জৈবিক খাদ্যই

প্রদান করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কেঁচো সার এবং সরিষার খোল। মাস তিনেক পরে ঝিনুকগুলিকে একবার উঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ইতিমধ্যে কিছু ঝিনুক মারা যেতে পারে, সেগুলো দেখলেই চেনা যাবে। মৃত ঝিনুকগুলোকে ব্যাগ থেকে বের করে ফেলে দিতে হবে। কেঁচো সার বা সরিষার খোল জলে গুলিয়ে তরলীকৃত করে পুকুরে দেওয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি বিশেষ এক প্রকার প্রোবায়োটিক বাজারে পাওয়া যায়, যেগুলো পুরোপুরি জৈব পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। মাঝে মাঝে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে পুকুরের জলে খাবারের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। এতে একদিকে যেমন মাছের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে কেমিক্যাল-মুক্ত সুস্বাদু মাছের যোগান বাড়ে। পাশাপাশি জলের এই গুণমান ঝিনুককেও বাড়তি পুষ্টি যোগায়। ঠিকঠাক পুষ্টির যোগান পেলে ৬ মাস পরেই গোল মুক্তা গঠিত হয়ে যায়। নকশী মুক্তা তৈরি হতে আরো দু-তিন মাস সময় লাগে।

মুক্তা চাষের উপকারিতা ঃ

একই পুকুরে সঠিক পদ্ধতিতে মাছ ও মুক্তা চাষ করতে পারলে লাভ ছাড়া কোনরকম ক্ষতি নাই। প্রথমত মুক্তা চাষের জন্য খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয়ত নিয়মিত দেখাশোনা বা পরিচর্যার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। মাছ চাষের জন্য যেটুকু পরিশোধন এবং খাদ্যের যোগান দরকার পড়ে, তাতেই ঝিনুকের প্রতিপালন ঘটে যায়। সেই কারণে আলাদা করে লেবারের দরকার হয় না। তৃতীয়ত কোনপ্রকার রাসায়নিক খাবার বা ওষুধ প্রয়োগ না করার ফলে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে মাছ এবং ঝিনুকের চাষ হয়। বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব এবং জনস্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ঝিনুক যেমন মাছের বন্ধু, অপরদিকে ঝিনুককে জল পরিশোধনকারীও বলা হয়। জলাশয়ে ঝিনুকের উপস্থিতি জলকে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলে। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে আর্থিক লাভের হিসাব করলে এক কাঠা পরিমাণ জলাশয় থেকে বছরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকার মুক্তা বিক্রি হতে পারে।

এতগুলি ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যে মূলত উপযুক্ত প্রচারের অভাবে সাধারণ জলাশয়গুলি মুক্তা চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় না। গ্রামেগঞ্জে যেখানে ছোটখাটো জলাশয় ও পুকুর আছে, সেখানে বাড়ির মহিলারাই ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে ঝিনুকের প্রতিপালন ও মুক্তা চাষ করতে পারে, সহজেই কিছু বাড়তি রোজগার করতে পারে। তাদের সামনে শুধু বিষয়গুলি সহজভাবে তুলে ধরতে হবে, বুঝিয়ে বলতে হবে এবং অপারেশনের বিশেষ প্রক্রিয়া শেখাতে অল্প কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের সমবায় সমিতিগুলি সঠিকভাবে উদ্যোগ নিলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সহজেই লাভবান ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

গোষ্ঠী কাহন

একটি কালো মেয়ের কাহিনী

মাধবী হাজরা
ম্যানেজার
কান্দি ব্লক মহিলা ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লকের এক প্রত্যন্ত গ্রাম মাধুনিয়া। সেটা ১৯৭১ সাল। শীতকালের এক আলো ঝলমল করা সকালে এক সন্তানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাড়ির লোকজন ও পাড়াপড়শি সবারই খুব মন খারাপ। না, শুধু কন্যা সন্তান জন্মেছে বলে নয় তার গায়ের রংও বেজায় কালো।

বাগবাটি গ্রাম খুব দূরে নয়। সেখানে খবর পেয়ে বাবা পঞ্চানন মন্ডল মামা বাড়িতে চলে এলেন মেয়েকে দেখতে। মেয়ে জন্মাতে না জন্মাতে মামাবাড়ি ও পাড়ার লোকজনের মুখে নানান কথা একে তো মেয়ে, তার উপরে এত কালো রং। পঞ্চাননের ভাগ্যটাই খারাপ। এরকম কালো মেয়ের বিয়ে দেবে কী করে? বাবার তখন কি জানি কী মনে হয়েছিল, লোকজনকে মুখের উপর বলেছিল মেয়ে তার ভাগ্য নিয়ে এসেছে, আমি আমার কর্তব্য করব। ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব, তারপর ওর ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

মামার বাড়িতে বেশি দিন না রেখে বাবা আমাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বিড়ি বেঁধে রোজগার করা বাবার অভাবের সংসার। কিন্তু আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে স্কুলে পাঠানো এবং লেখাপড়ার প্রতি নজর দেওয়ায় বাবার কোন ঘাটতি ছিল না। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে বাবা আমাদের কাছে নিয়ে পড়তে বসাতেন, নানারকম গল্প শোনাতেন। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প, বিদ্যাসাগরের গল্প। বিশেষ করে দূরের গ্রাম থেকে কত কষ্ট করে কলকাতায় এসে ল্যাম্পপোস্টের আলোতে বিদ্যাসাগর কিরকম কষ্ট করে লেখাপড়া করতেন সেসব গল্প শুনিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। বলতেন বড়ো কিছু হতে পারো বা না পারো সেটা বড়ো কথা নয়, সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবার চেষ্টা করবে। অন্যের ভালো করার চেষ্টা করবে, তাতে নিজের ভালো হবে। আর যদি ভালো না করতে পারো, কারো কোনও ক্ষতি করো না।

মাধ্যমিক পাস করার আগে থেকেই পাড়ার ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়িয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা করতাম। সে সময় ১২-১৪ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়ে যেত। আমার জন্য আদৌ কোনও বর জুটবে কিনা তাই নিয়ে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে বাবার সব সময় অশান্তি লেগেই থাকত। বাবা চাইতেন আমি আরো লেখাপড়া করি।

যাইহোক কোনমতে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরে বাড়ির অশান্তি খুব বেড়ে গেল। আমার জন্য বাড়িতে এতো ঝামেলা এই ভেবে মনে খুব কষ্ট হতো, নিজেকে খুব হীন মনে হতো। বেঁচে থাকাটাই মনে হতো একটা বিড়ম্বনা।

এরকম একটা দুঃসময়ে প্রায় অঘটনের মত একটা ঘটনা ঘটল। মনের মতো, ভরসা করার মতো এক ভালো বন্ধুর দেখা পেলাম। গ্রামেরই ছেলে সাক্ষীগোপাল। যথেষ্ট গরিব, সাধারণ এক রাজমিস্ত্রির কাজ করে। কিন্তু এই একজনকে দেখলাম যে আমার গায়ের রং কালো বলে তাচ্ছিল্য করে না, একজন মেয়ে হিসাবে, একজন মানুষ হিসাবে আমাকে সম্মান দেয়। একটা সময় কাউকে না জানিয়ে সাক্ষীগোপালের হাত ধরে আমরা গ্রাম ছেড়ে দূরে গিয়ে এক জায়গায় ঘর বাঁধলাম। আমি জানতাম যে আমার বিয়ে দেওয়া নিয়ে যতই চিন্তা হোক, আমাদের চেয়ে নিচু জাতের ছেলে সাক্ষীগোপালের সঙ্গে বিবাহে আমাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন কিছুতেই মেনে নেবে না। আজ ৩৫ বছর পরেও তারা এই বিবাহ মেনে নেয়নি। তাছাড়া একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে, সে যতই কালো হোক, এটা সাধারণ গরিব দিনমজুরের সাথে বিয়ে কেন দেবে?

বেশ কিছুকাল বাইরে কাটিয়ে আমরা একসময় নিজের গ্রামে ফিরে এলাম। আলাদা করে একটা জায়গা কিনে নিজেদের ঘর বানালাম। নিজের লেখাপড়াকে কাজে লাগিয়ে যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছি কিছু রোজগারের চেষ্টা করেছি। ২০০৫ সালে স্পেড নামের একটি সংস্থার সাথে যোগাযোগ ঘটে। তাঁরা গ্রামে গ্রামে মেয়েদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে, তাদের নিয়ে নানারকম সামাজিক কাজকর্ম করে, অর্থনৈতিক রোজগারের জন্য সরকারি সহায়তায় নানা রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তাঁদের সাথে যুক্ত হয়ে কান্দি এলাকায়

অনেকগুলি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর বিশাল এক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম। আমার আগ্রহ এবং চেষ্টার ফলে এই কর্মকান্ডে একটা নেতৃত্বের জায়গায় এসে পৌঁছাতে পারলাম। নিজের জীবনের যেন একটা মোড় ঘুরে গেল। বহু মহিলা আমাকে সম্মান দেয়, গুরুত্ব দেয়, দিদি বলে ডাকে। তখন আর কোনও হীনমন্যতা নয়, বরং নিজেকে একজন সফল এবং জীবনটাকে সার্থক বলে মনে হতে লাগলো।

এক-দুই করতে করতে এলাকায় ৪০০-র বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠলো। পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুসারে সংঘ, মহাসংঘ ইত্যাদি গঠন হলো। পরবর্তীকাল স্পেড সংগঠনের পরামর্শ নিয়েই সমস্ত গোষ্ঠী মিলে 'কান্দি ব্লক মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' নামে একটি সমবায় গঠন করা হলো।

সমবায় ব্যাপারটা আদৌ কিরকম সে বিষয়ে আমার বা আমাদের তেমন কোনও ধারনা ছিল না। ক্রমশ ব্লকের সি.আই সাহেব এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সুপারভাইজার সাহেবের সংস্পর্শে এসে দেখলাম সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর একটা বিশাল জগত। গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে হাজার হাজার এরকম গোষ্ঠী আছে। এই চিত্র আমাকে আরো উদ্বুদ্ধ করল। মহিলাদের গোষ্ঠীর এই বিশাল একটা পরিবারের আমিও একজন অগ্রণী সৈনিক এই ভেবে আমার আরো উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। মহিলা সমবায় হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের পরে বর্তমানে আমি ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছি। গোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮৩টিতে। ব্যাংক যখন সজনী এবং ফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ নেয়, তখন আমাদের সমিতি সবার আগে সেই প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রায় পাঁচশত গ্রুপ কিভাবে দেখাশোনা করা সম্ভব হবে, তাদের ঋণ, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে কিভাবে নজর রাখা যাবে তা নিয়ে খুবই উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। 'সজনী প্রকল্প' আমাদের সামনে এক নতুন, সহজ ও সুন্দর পথ খুলে দিল। বর্তমানে আমাদের সমিতিতে ৫৩ জন সজনী একরকম স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে নিরলসভাবে ভালোবেসে নিজ নিজ এলাকার গোষ্ঠীর ভালো-মন্দের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। একই রকম নীল শাড়ি পরে তারা যখন এলাকায় ঘোরে, বিভিন্ন মিটিংয়ে যায় তখন তাদের নিজের ভেতরে আলাদা একটা অনুভূতি তৈরি হয়, বাইরের মানুষের কাছেও আমাদের সমবায়ের একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এলাকায় এই মহিলা সমবায়ের যে বিশেষ ভাবমূর্তি তৈরি হইয়েছে তার একটা প্রমাণ—এই বছর (২০২৫) মার্চ মাসের প্রথমে কান্দি থানা থেকে বড়বাবু ফোন করে জানালেন যে ৮ তারিখে নারী দিবস উদযাপন হবে, আপনারা কিছু মহিলা সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। যথাদিবসে সজনীদের নিয়ে আমরা থানার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। বড় বড় অফিসার ও গণ্যমান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত আছেন। প্রায় মাঝামাঝি সময় আমাদের অবাক করে দিয়ে ঘোষণা হলো—নারী দিবসের মর্যাদা এবং বিশেষ সম্মাননা প্রদর্শন হিসেবে কান্দি মহিলা সমবায়ের ম্যানেজার মাধবী হাজরাকে ১০ মিনিটের জন্য কান্দি থানার আইসি-র ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। আমরা তো হতবাক। ঘোষক জানালেন, কান্দি থানা এলাকার প্রায় ৫ হাজার মহিলা ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এই মহিলা সমবায় এক বড়ো ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছে। এই সমবায়ের উদ্যোগী মহিলাদের সম্মান জানানোর উদ্দ্যশ্যেই তার ম্যানেজারকে ১০ মিনিটের জন্য এই প্রতীকী আইসি-র চেয়ারে বসে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এরপর সসম্মানে আমাকে থানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে আইসি-র চেয়ারে বসানো হলো। থানার অন্যান্য কর্মী এবং অফিসারগণ স্যালুট জানাচ্ছেন—এ এক অন্যরকম অনুভূতি যা বর্ণনা করা মুশকিল। বেশকিছু ফাইল এবং কাগজপত্রও আমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করানো হলো যেগুলি নাকি অস্থায়ী আইসি-র রেকর্ড হিসেবে থেকে যাবে। এই সম্মানে সমবায়ের মহিলারা সবাই খুব সম্মানিত এবং গর্ববোধ করেছে। বলাবাহুল্য, আমাদের মেয়েদের যে কোনও সমস্যা বা বিপদ-আপদে থানায় যোগাযোগ করলে মহিলা সমবায়ের সদস্য হিসেবে থানা থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব এবং সহায়তা পেয়ে থাকি।

অল্প অল্প সঞ্চয় করে আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েরা প্রায় চার কোটি টাকা আমানত সঞ্চয় করেছে। ঋণ নিয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা, আর খেলাপি নিয়ে আমাদের সমিতিতে তেমন কোনও সমস্যা ঘটেনি। বিগত বছরে সব খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা। আমাদের সমিতির মূল ব্যবসাই হচ্ছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী কেন্দ্রিক।

উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করি। ২০১৭ সালে যখন মুর্শিদাবাদ ডিসিসিবি ফেডারেশন গঠন এবং সদস্য কল্যাণ তহবিল গঠন করে তখন আমাদের কান্দি মহিলা সমবায় এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে সদস্য কল্যাণ তহবিল এবং ফেডারেশনের কমিটিতে আছি। দুঃখের বিষয় আমাদের জেলায় এই ফেডারেশন এবং সদস্য

কল্যাণ তহবিল সম্পর্কে এখনো উপযুক্ত সচেতনতা তৈরি হয়নি। আমার মনে হয় জেলায় প্রায় দুই লক্ষ মহিলা আমাদের সমবায় সংগঠনের সাথে যুক্ত। তাদের সবাইকে এই ফেডারেশন এবং কল্যাণ তহবিলের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারলে সমবায় সমিতি এবং গোষ্ঠীর মেয়েরা উভয়েই সমভাবে লাভবান হবে। আমাদের কান্দি মহিলা সমবায় সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা জাতীয় স্তরে সমবায়ের বিপণন সংক্রান্ত শীর্ষ সংগঠন NAFED-এর সারা দেশ জুড়ে নিজস্ব ব্রান্ডে দৈনন্দিন ব্যবহার ভোগ্যদ্রব্যের 'আপনা বাজার' নামে একটি বিপণন কেন্দ্র চালু আছে। সম্প্রতি আমাদের সমবায় সমিতিকে নাফেড তাদের সহায়ক বিপণন কেন্দ্র বা ফ্রাঞ্চাইজি হিসেবে নির্বাচন করেছে। গত ২০ জুন, ২০২৫ মুম্বাইতে 'কিষাণ সে কিচেন তক' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে আমাদের সমবায়ের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আমি যোগদান করি। নাফেডের পক্ষ থেকে আমার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। সেদিনের সেই অবহেলিত, প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এক কালো মেয়ে, মুম্বাইয়ের মতো এক শহরের জাতীয় স্তরের এক বিশাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীদের হাত থেকে সার্টিফিকেট নিচ্ছে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে?

ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার এই সাফল্যের আনন্দ এই সমাজের সমস্ত কালো মেয়ের প্রতি আমি উৎসর্গ করেছি।

সেলাই থেকে সেলাই মেশিনের কারিগর

রাধারানী পাল
শারদীয়া মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী
কান্দি ব্লক মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি

আমি একজন সাধারণ ঘরের মেয়ে। বিয়েও হয় এক সাধারণ গরিব ঘরে। স্বামী নবকুমার পাল সাধারণ এক কাঠমিস্ত্রি, রোজগারপাতি বেশি নেই। ইতিমধ্যে দুটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। এসব নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে নানারকমের অশান্তি। একসময় বাধ্য হয়ে স্বামীকে নিয়ে চলে আসি নিজের বাপের বাড়িতে।

কিন্তু সেখানেও নানারকম সমস্যা। সাধারণ পরিবারের শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে সংসার নিয়ে থাকা নানারকম অসুবিধা ও সমস্যার ব্যাপার। বাধ্য হয়ে কোনমতে কম ভাড়ার এক বাড়িতে স্বামী-সংসার নিয়ে উঠতে হলো। স্বামীর পাশাপাশি নিজেও সন্ধানে বের হলাম কী করে কিছু রোজগারপাতি করতে পারি। এই সময় যোগাযোগ হলো কান্দি মহিলা সমবায়ের মেয়েদের সাথে।তাদের পরামর্শ মতো পাড়ার আরো কিছু মহিলা মিলে জোট হয়ে একটা গোষ্ঠী গঠন করলাম নাম হলো 'শারদীয়া মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী'। সেখানে মাসে মাসে স্বল্প সঞ্চয় করি, কিছু কিছু ঋণও পাওয়া যায়। এরপর একদিন জানলাম যে সমবায় থেকে সেলাইয়ের ট্রেনিং দেওয়া হবে। নিজে উদ্যোগ নিয়ে সেই ট্রেনিংয়ে নাম লেখালাম। ট্রেনিংটা ভালোই হয়েছিল। সেলাইটা মোটামুটি শিখতে তো পারলাম, কিন্তু মেশিন তো দরকার। গোষ্ঠী থেকে লোন নিয়ে একটা মেশিন কিনলাম। গরিব মানুষের পাড়া, বাড়িতে ছেঁড়াফাটা সেলাই আসে। কিছু সায়া-নাইটি তৈরিও করি। এইভাবে অল্প অল্প রোজগার হয়। একসময় কান্দি শহর থেকে ব্লাউজ চুড়িদার ইত্যাদি তৈরির জন্য সেলাইয়ের অর্ডার পেতে থাকলাম। ঘরসংসার সামাল দিয়েও মোটামুটি একটা রোজগার প্রতি মাসে হয়। ছেলেদের লেখাপড়া ও অন্যান্য খরচে সাশ্রয় হয়।

এরই মধ্যে একবার খবর পেলাম সমবায় সমিতিতে উৎকর্ষ বাংলা থেকে সেলাই মেশিন সারানোর ট্রেনিং পাওয়া যাবে। এসব মূলত পুরুষদের কাজ, তবু মেয়েদেরকে শেখানো হবে দেখে খুব আগ্রহ নিয়ে সেই ট্রেনিংয়ে যোগ দিলাম। মেশিনের ব্যাপারে যেগুলি খুব কঠিন কাজ বলে মনে হতো, এই ট্রেনিং-এর পরে মনে হলো সেলাই মেশিন সামান্য খারাপ হলে আমরা অযথা দুশ্চিন্তা করি। যাইহোক, এতে আমার দুই দিক থেকে লাভ হলো। নিজের মেশিন খারাপ হলে নিজেই সারিয়ে নিই, আবার আশেপাশে এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে মেশিন খারাপ হলে আমাকে খবর দেয়। সেলাই মেশিনের যেকোনো সমস্যা এখন আমি নিজে সারিয়ে দিতে পারি। সেখান থেকেও কিছু কিছু রোজগার হয়। গোষ্ঠীতে সঞ্চয়ের পাশাপাশি সমবায়ে পাশবই খুলে আমিও অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে রাখি। কিছুদিন আগে আমার স্বামী যশোহরি-আনুখা পঞ্চায়েত এলাকায় খানিকটা জায়গা কেনার উদ্যোগ নিল, সেখানে নিজের মতো করে একটা কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা খুলবে। অনেক টাকা দরকার। আমি সমবায় থেকে ঋণ এবং আমার সঞ্চয় মিলিয়ে এক লক্ষ টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিলাম। সে ভাবতেই পারেনি যে আমি সামান্য স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী করে এতো টাকা তার হাতে দিতে পারব। সে খুব খুশি হয়ে তার ব্যবসা

চালু করেছে। আমার মতো এক সাধারণ মহিলার নানারকম বিড়ম্বনার জীবনে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং সমবায়ের সাথে যুক্ত হওয়া যেন একটা আশীর্বাদের মতো। স্বামী ও সন্তান সহ একটু ভালোভাবে থাকার মতো সংসারটিকে নতুন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এটাই আমার কাছে অনেকটা পাওয়া।

উত্তরণ—একা থেকে সহস্র জীবন

অনুশ্রী সাঁতরা
মানসী জেলা ফেডারেশন, হুগলি

আমার নাম অনুশ্রী সাঁতরা। আর পাঁচটা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যের মতো আমিও একজন সাধারণ সদস্য। আমার গ্রুপের বাইরে সমিতির দু-একজন ছাড়া আর কেউ আমার নাম জানে না, জানবার কথাও নয়। কিন্তু আজ গোষ্ঠীর প্রচুর মহিলা আমাকে অনুশ্রীদি বলে চেনে। এটা আমার আত্ম-অহংকার নয়, এটা একটা ভালোলাগার অনুভূতি।

একটা সময় এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বিষয়টা আদতে কী সেটাই বোধগম্য ছিল না। এলাকায় দেখতাম গোষ্ঠী গঠন করলে মাসে মাসে টাকা জমা দিতে হয়, আর সেখান থেকে লোন পাওয়া যায়। এই ধারণা নিয়েই চন্ডীতলা কৃষি সমবায় সমিতিতে 'নবদিগন্ত' নাম দিয়ে ২০০৭ সালে আমাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং যাত্রা শুরু। কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই গত ১৮ বছর ধরে আমাদের গোষ্ঠী একইভাবে চলছে। গোষ্ঠী গঠনের পরে বহু বছর ধরে সমিতিতে আসা-যাওয়ার কারণে আশেপাশের আরো কিছু মেয়েদের সাথে পরিচিতি ঘটে। এ ছাড়া জেলায় বা জেলার বাইরে অন্য কোথাও গোষ্ঠী কেমন আছে, কিরকম চলে সেসব সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। ২০১৮ সালে যখন মানসী জেলা ফেডারেশন গঠন হলো, তখন তার মধ্যে প্রবেশ করে অনেক কিছু জানতে পারলাম, দেখতে পেলাম মহিলাদের একটা বিশাল জগত।

ফেডারেশন গঠনের একটা মিটিং এ শুনলাম প্রতিটি ব্লক থেকে দুজন করে ধাত্রী নির্বাচিত হবে। ব্যাংকের ডাইরেক্ট গ্রুপ থেকেও ধাত্রী নির্বাচন হবে। শুরু হলো ব্লকের ব্লকে ধাত্রী নির্বাচনের পালা। এই নির্বাচনে ঘটনাক্রমে আমিও আর পাঁচজনের মতোই নির্বাচিত হলাম, আর মানসীতে ফেডারেশনের একজন সদস্য হিসাবে যুক্ত হবার সুযোগ পেলাম সেই মানসীর কী কাজ, কী তার উদ্দেশ্য, আমাদের কী করতে হবে কিছুই জানিনা। একপ্রকার অন্ধকারের মধ্যেই চুঁচুড়ার হেড অফিসে এলাম। এসে দেখি হলঘর প্রায় ভর্তি। আমি একটু দেরিতে এসেই পৌঁছেছি। সেখানে ব্যাংকের উপর মহলের স্যার এবং ম্যাডামগণ উপস্থিত আছেন। সেখানে শুরু হলো আলোচনা। তারপর ৩৯ জন ধাত্রীর মধ্যে থেকে ৯ জনের কমিটি গঠন। আশ্চর্যজনক ভাবে আমিও সেই ৯ জনের কমিটিতে নির্বাচিত হলাম। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে চারজনের যে পদাধিকারী, অর্থাৎ সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ তার ভিতর আমাকে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কমিটির মেয়েরা নির্বাচন করল। পরে এক সময় সভাপতি হিসেবেও নির্বাচিত হই।

যাইহোক, সেদিন হঠাৎ করেই যেন উপলব্ধি করলাম 'নবদিগন্ত' নামে একটা গোষ্ঠীর নেতৃত্বের জায়গা থেকে এখন বিশাল একটি জেলার সমস্ত সমবায়ের গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বের দায়িত্ব আমাদের এই কয়েকজনের উপরে এসে পড়েছে। জেলার সমস্ত ব্লকের সমস্ত গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যদের ভালোমন্দ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে, আলোচনা করতে হবে, নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। খুবই ভালো লাগে, যখন দূরের কোনও অচেনা সমবায় সমিতির অচেনা কোনো গোষ্ঠীর মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা হয়, তাদের সমস্যার কথা শুনি। সম্ভব হলে সমাধানের জন্য কিছু রাস্তা দেখাই। তখন মনে পড়ে শুধু আমার এবং আমার গোষ্ঠীর ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, অন্য সকল গোষ্ঠীর কথাও ভাবতে হবে। তাদের সমস্যার কথা, ঋণের কথা, সদস্য কল্যাণ তহবিলের কথা, প্রশিক্ষণের কথা, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের কথা সব মিলিয়ে নিজের কাছে নিজেই যেন গুরুত্বপূর্ণ অনুশ্রীদি হয়ে উঠি।

আমার ব্যক্তিগত জীবনেও এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী নানাভাবে সহায়তা করেছে। আমার স্বপ্ন ছিল মেয়েকে যতটা পারি লেখাপড়া শেখাব, উচ্চশিক্ষিত করে তুলব। অল্প অল্প করে ঋণ নিয়ে মেয়ের পড়াশোনার কাজে লাগিয়েছি। বলতে গেলে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। এখন সে ম্যানেজমেন্ট পড়া শেষ করেছে। আমার ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা স্বপ্নকে মেয়ে বাস্তবায়িত করেছে। ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ২০০০ টাকার উৎসাহমূলক সহায়তাও সে পেয়েছে।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এবং মানসী ফেডারেশনে এসে এই বিশাল সামাজিক জীবনে আমার যেটুকু পাওয়া সবটাই

এই সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং তার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

একা নয়—একসঙ্গে বাঁচাই প্রকৃত বাঁচা

মল্লিকা মুখার্জি

সমৃদ্ধি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, রিষড়া শাখা

ছোটবেলা থেকেই আমার স্বভাব ছিল একটু বহির্মুখী। পাঁচজনের সাথে মিলেমিশে হৈহৈ করে কাটাতেই ছিল বেশি আনন্দ। সেই আগ্রহ থেকে অল্পবয়সেই একটি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। তারা শিশু শিক্ষার প্রচার, গাছ লাগানো, রক্তদান শিবির, বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচি ইত্যাদির আয়োজন করত। এসব কাজে অংশগ্রহণ করে খুব ভালো লাগত। তখনই বুঝি অন্যের মুখে হাসি ফোটানোই সবচেয়ে বড় আনন্দ। আমরা যে যতটা পারি, সমাজের কল্যাণ হবে এরকম কাজে একসঙ্গে অংশ নিই। এইসব কাজ করতে করতে আমার ভিতর একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। একটা দায়িত্ববোধ এবং তার সাথে পেয়েছি জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে শেখার সুযোগ।

এরই মধ্যে পরিচয় ঘটে ১০/১২ জন মহিলা মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার প্রক্রিয়ার সাথে। বিষয়টি আমাকে বেশ আকৃষ্ট করে। একা একা কি স্বনির্ভর হওয়া যায়? সমবেত ভাবেই তো উদ্যোগ নিতে হবে। হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের রিষড়া শাখায় আমরা পাড়ার আরো মহিলা মিলে গোষ্ঠী গঠন করি—নাম হয় সমৃদ্ধি।

নতুন করে আমাকে বেশি ভাবতে হয়নি, পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে গোষ্ঠীর সদস্যরা সবাই মিলে আমরা একটা পরিবারের মতো। সুখে-দুঃখে আমরা একে অপরের পাশে থাকি। কখনও মতের অমিল হলেও, আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আমরা সমাধান খুঁজি। এর মধ্য দিয়েই আমি শিখেছি একতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের মূল্য।

আমরা বিশ্বাস করি, নিজের সাফল্য তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা অন্যের জীবনে আলো এনে দেয়। গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সংযোগ আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে ছোট ছোট কাজ সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমার গোষ্ঠীই আমার প্রেরণা। সমাজের জন্য কিছু করতে পারাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। আর এতোদিনের চলার পথে এটুকু বুঝেছি এর জন্য চাই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বন্ধন। আর এই বন্ধন শুধু নিজের গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর, এক সমবায় সমিতির সাথে অপর সমবায় সমিতির বন্ধনকে নিবিড় করতে হবে। মতের অমিল থাকবে, বোঝাবুঝির ভুল থাকবে তবু সহনশীলতার সাথে এই বন্ধনকে দৃঢ় করে তুলতে হবে। আর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন নিবেদিত থাকে মানুষের কল্যাণে।

MSME—ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের নিকট আশীর্বাদ স্বরূপ

ফৌজিয়া রহমান আলি

দলনেত্রী, সোনালি এসএইচজি, পার্ক সার্কাস

২০১৩ সালে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে 'সোনালী স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী' গঠনের মাধ্যমে পার্ক সার্কাস এলাকার আমরা ১১ জন মহিলা বাড়তি রোজগারের আশায় কিছু করার জন্য সংগঠিত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম প্রথম আশাব্যঞ্জক তেমন রাস্তা খুঁজে পাইনি। ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক পরে ২০১৯ সালে বালিগঞ্জে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কার্ড ব্যাংকের সহায়তায় ঋণ নিয়ে কিছু ব্যবসার কাজ শুরু করি। ইকমার্ডের মাধ্যমে বুটিকের জামাকাপড়, ব্যাগ তৈরি ইত্যাদি কিছু ট্রেনিংও পাই। ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করি। সেই সময় বিভিন্ন জায়গায় MSME কথাটি শুনতে পেতাম, কিন্তু তখনো জানতাম না আদতে MSME বিষয়টি কী।

খোঁজখবর নিয়ে মনে হল আমাদের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের জন্য MSME যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। ইন্টারনেটে সার্চ করে এ বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে পারলাম। আগ্রহী হয়ে কাগজপত্র জোগাড় করে এক সময় MSME-তে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে Sonali SHG নামে রেজিস্ট্রেশন করি। পরে বুঝতে পারি, সঠিক সময়ে এই রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলাম বলে অনেক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছি। MSME থেকে আমরা অনেক উপকার পেয়েছি। আমার ধারণা আমাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর বোনেরা অনেকেই MSME সম্পর্কে তেমন খবরাখবর রাখেন

না, কিংবা রাখলেও অনেক জটিল বিষয় মনে করে রেজিস্ট্রেশন করাতে চান না। তাদের অনুরোধ করবো কোনোরকম দেরি বা দ্বিধা না করে এখনই MSME রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে অগ্রসর হতে হলে, উন্নতি করতে হলে, MSME অনেক ভাবে আপনার উপকারে আসবে। ২০২০ সালে কোভিড চলাকালীন সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পক্ষেই খুব দুঃসময় গিয়েছে। সেই সময় আমরা MSME মারফত দু'বার ঋণ পেয়েছিলাম। যত অল্পই হোক বা অল্প সময়ের জন্যই হোক সেই দুঃসময়ে MSME প্রকল্প যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার জন্য আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

গত মার্চ মাসে (২০২৫) দিল্লিতে এক সপ্তাহের একটা ইডিপি ট্রেনিং হয়েছিল, সেখানে MSME বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছিল। ইকমার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ধন্যবাদ যে দুজন প্রতিনিধির মধ্যে আমাকে নির্বাচিত করে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। আরেকজন সঙ্গী ছিল উত্তরবঙ্গ থেকে চা-বাগানের সমবায় উদ্যোগী কণিকা ধানোয়ার। ইন্টারনেটে খোঁজ করলে এই বিষয়ে বিস্তারিত সহজেই জেনে নেওয়া যায়। তবু আমরা যেটুকু জেনেছি, উপকৃত হয়েছি, সেই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে MSME বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

MSME-এর সম্পূর্ণ অর্থ হলো Micro, Small and Medium Enterprise, অর্থাৎ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ। ভারত সরকারের আওতাধীন এই প্রকল্প ২০০৬ সালে চালু হয়। এক কোটি টাকার কম মূলধন আছে এরকম শিল্প বা ব্যবসাকে মাইক্রো অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসা হিসেবে গণ্য করা হয়। MSME ওয়েবসাইটে 'উদ্যম রেজিস্ট্রেশন' নামে একটি পোর্টাল আছে, সেখানে গিয়ে নিজেদের সংস্থাকে বা ব্যক্তি উদ্যোগীকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে হয়। নিজস্ব ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক একাউন্ট-এর বিবরণ, প্যান কার্ড, জিএসটি নাম্বার ইত্যাদি বিবরণের দরকার হয়। রেজিস্ট্রেশন করাতে নিজে নিজেই অনলাইনে কিংবা নিকটবর্তী সাইবার ক্যাফে থেকে MSME রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে পারেন। একবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে এই প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবার যোগ্যতা চলে আসে।

ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে জামানত বা সিকিউরিটি ছাড়াই ঋণ পাওয়ার সুবিধা, ট্যাক্স এবং রেজিস্ট্রেশনে বিভিন্ন রকম ছাড়, সরকারি ভেন্ডারে অংশগ্রহণ করলে অগ্রাধিকার পাওয়া, আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা ইত্যাদি নানারকম সুযোগ-সুবিধা এই প্রকল্পে আছে। রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের আধিকারিকগণ নানারকম পরামর্শ দিয়ে ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য বিভিন্নরকম যোগাযোগ এবং যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধার সন্ধান দিয়ে থাকেন। দিল্লিতে গিয়ে সরকারিভাবে যেসব তথ্য এবং পরিসংখ্যানের কথা আমরা জানলাম তা যথেষ্ট অবাক করার মতো। ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত এরকম ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। ভারতের জিডিপি-এর প্রায় 30% MSME থেকে আসে। গ্রাম ও শহরাঞ্চল মিলিয়ে ছোট ছোট দোকানদার, কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ী ইত্যাদিতে প্রায় ৫০ শতাংশ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা MSME ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের প্রায় ৫০ শতাংশ MSME ক্ষেত্র থেকেই যায়।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, সমবায় সমিতি কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা স্বনির্ভর হওয়ার কথা ভাবছেন, চেষ্টা করছেন, তাদের প্রত্যেকের উচিত উদ্যম পোর্টালে নিজেদের সংস্থা কিংবা ব্যবসাকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেওয়া। ভারত জুড়ে ক্ষুদ্র শিল্পের যে বিশাল নেটওয়ার্ক, তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে নিজের ব্যবসাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অন্তত আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি MSME আমার কাছে করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পাওয়া এক অমূল্য আশীর্বাদস্বরূপ। যেটুকু বুঝেছি আমাদের মতো অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মহিলারাও সাহস করে এগিয়ে এলে MSME তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

সুলতার আশার আলো

সুলতা পাল
সজনী, জয়ঘাটা সমবায় সমিতি, নদীয়া

আমাদের সমবায়ের ম্যানেজারবাবু আর চন্দননগরের সজনী নমিতাদি যখন আমাকে আমার জীবনের ইতিহাস লিখতে বললেন তখন থেকে ভাবছি কোন কথাগুলো লিখব, আর কোন কথাগুলোই বা বাদ দেব। কারণ আমার জীবনটাই একটা ইতিহাস। একটা অন্ধকারের জীবন থেকে লড়াই করে উঠে এসে আরেক অন্ধকারের সাথে লড়াই করার ইতিহাস। ইতিমধ্যে চন্দননগর সমবায়ের ম্যানেজার দেবুদাও লেখার কথা বললেন, তাই যতটুকু আমার জীবনকথা তুলে ধরছি।

আমি সুলতা পাল। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে স্বর্ণখালী গ্রামে এক গরীব পরিবারের মেয়ে। প্রায় ২৫ বছর আগে চব্বিশ পরগনার মাঝেরগ্রামে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামীরা দুটো ভাই, চারটে বোন। তেমন অবস্থাপন্ন না হলেও খুব গরিব ছিল না। কিন্তু যেহেতু আমার বাবা গরিব, সেজন্যে উঠতে বসতে কথায় কথায় আমাকে শ্বশুরবাড়িতে নানারকম গঞ্জনা শুনতে হতো। ঠিকঠাক খেতে পর্যন্ত দিত না, অথচ শ্বশুরবাড়িতে আমাকে প্রচুর রকমের কাজ ও পরিশ্রম করতে হতো। আমার পেটে যখন সন্তান এলো, তখন সব কাজ ঠিকঠাক করতে পারতাম না, শরীর খারাপ করত। সেইসব সময়ে তাদের ব্যবহার একরকম অত্যাচার এবং নির্যাতনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পেটে যখন সাত মাসের সন্তান তখন আমার স্বামী রাগারাগি করে একদিন জোর করে মাঝেরহাট স্টেশনে রানাঘাট যাবার ট্রেনে আমাকে তুলে দিল। দুঃখে এবং হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে একসময় রানাঘাট স্টেশনে নামলাম। এখানে এসেও এক কোণে বসে কান্নাকাটি করছিলাম, কিভাবে আমাদের গ্রামে যেতে হয় সেটাও তখন ভালো করে জানতাম না। এমন সময় স্বর্ণখালীর এক চেনা মানুষ আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বাবার বাড়িতে পৌঁছে দিল।

অসহায় গরিব পিতার ঘরে আমি নিজেই একটা বাড়তি বোঝা। তার উপরে আমার কোলে একটা সন্তান। এই সন্তানের মুখ চেয়ে আমাকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হলো। নাহলে বেঁচে থাকার মতো কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। সংসারের এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে করতে বাবা একসময় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

এরকম একটা সময়ে আমাদের পাশেই জয়ঘাটা সমবায় সমিতির ম্যানেজার বাবু মহিলাদের নিয়ে একটা মিটিং ডাকলেন এবং গোষ্ঠী গঠনের কথা বললেন। শুনে আমার ভালো লাগলো। আমার মনে আছে, ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, আমরা ১৫ জন মহিলা মিলে 'আশার আলো' নাম দিয়ে একটা গোষ্ঠী গঠন করলাম। আমিই মুখ্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সেজন্য আমাকেই দলনেত্রী হতে হলো। পাঁচজনের মধ্যে থাকতে থাকতে আমি যেন নতুন করে একটা কাজ খুঁজে পেলাম, ভালো লাগার মতো একটা কাজ। উৎসাহ নিয়ে আশেপাশে আরও বেশ কয়েকটি নতুন গোষ্ঠী গঠন করে ফেললাম। সেজন্য ম্যানেজারবাবু আমার উপর অনেকটা নির্ভর করতেন। কয়েক বছর পরে, সম্ভবত সেটি ২০১০ সাল, ব্যাংকের সিইও ইনাসউদ্দীন সাহেব সজনী গঠনের একটা মিটিং করলেন। সেটাও আমার খুব ভালো লাগলো। আমার সমিতিতে এলাকার মেয়েরা আমাকেই সজনী নির্বাচিত করলো। সেই থেকে সমিতির সঙ্গে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ব্যাপারে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়লাম। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মহিলাদের নানারকম সমস্যার কথা শোনা এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করার মধ্যে যুক্ত থাকার ফলে আমার জীবনের অন্ধকার অনেকটাই যেন কেটে গেল। ২০১৯ সালে ব্লক সজনী হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তারপরেই জেলা ফেডারেশনের 'নন্দিনী' সদস্য হিসেবেও ব্লকের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হই। গোটা জেলায় হাজার হাজার গোষ্ঠী, তাদের হাজার রকমের সমস্যা, আবার কত রকমের উদ্যোগী নেত্রী—সবার সাথে আলাপ পরিচয় ঘটে। আর অন্ধকার নয়, নিজের জীবনটাকে একটা সার্থক জীবন বলে মনে হয়। কিন্তু জানতাম না, আমার অজান্তে আরও বড় রকমের এক দুর্ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে—হঠাৎ ধরা পড়ল আমার ক্যান্সার হইয়েছে।

তখন ২০২২ সাল। নাবালক ছেলে এবং মা এই নিয়ে আমার সংসার মোটামুটি ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু ক্যান্সার মানে বহু লক্ষ টাকার খরচ, তারপরেও এই রোগ সারবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। খুবই ভেঙে পড়লাম, বিশেষ করে আমার ছেলে এবং মায়ের কথা ভেবে। কুড়ি বছর আগের এক অন্ধকার জীবনে সত্যিকারের আশার আলো পেয়েছিলাম জয়ঘাটা সমবায়ের সজনী ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের সান্নিধ্যে এসে। আবার যেন এক অন্ধকার নেমে এলো, এ অন্ধকার আরও কঠিন। কিন্তু আজ গর্ব করে বলি—এই অন্ধকার থেকেও উদ্ধার করে এনেছে আমাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, সজনী এবং সমবায়ের সংশ্লিষ্ট স্যারেরা। চন্দননগরের সজনী ও একসময়ের জেলা ফেডারেশনের নেত্রী নমিতাদি এগিয়ে এসে বিশেষ একটা উদ্যোগ নিলেন, ব্লকের মিটিংয়ে তিনি আমার ক্যান্সার রোগের কথা তুলে ধরলেন এবং সহযোগিতার আহ্বান জানালেন। আমি খুব অভিভূত যে ব্লকের সিআই সাহেব সুবীর রায়, সুপারভাইজার শেখর বিশ্বাস সহ বিভিন্ন সমিতির ম্যানেজার, কর্মী ও সজনীরা উদ্যোগ নিয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আমার হাতে তুলে দিলেন। এছাড়াও চিকিৎসার প্রয়োজনে সজনী দিদিরা ও আমার 'আশার আলো' গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজের নিজের দায়িত্বে লোন নিয়ে আমাকে চার লক্ষ টাকা ধার দিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সুচিকিৎসার কারণে দু'বছরের মধ্যেই আমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে একরকম পরিপূর্ণ সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছি। আমি চাই না আমার আর কোন বোনের, আর কোন সদস্যের আমার মতো জীবনের অভিজ্ঞতা হোক, এইরকম অন্ধকার নেমে আসুক। কিন্তু এটাও বলবো সমবায় এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী আমাদের মতো গরিব বাবার মেয়েদের জীবনের সামনে এক আশার আলো, সত্যিকারের আশার আলো। যতই হতাশা, যতই অন্ধকার নেমে আসুক—আমার জীবনের ইতিহাসের কথা ভেবে তারা যেন হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে না যায়, ডুবে না যায়। সমবায় ও গোষ্ঠীর হাত ধরেই জীবনে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে আসা যায়। তাই আমাদের আরো বেশি করে গোষ্ঠীর দায়িত্ব, সজনীর দায়িত্ব এবং ফেডারেশনের মাধ্যমে মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

মামনের কথা

মামন মল্লিক
চন্দননগর এল এস সমবায় সমিতি, নদীয়া

তখন ২০০৮ সাল। আমার স্বামী প্রাইভেটে একটা ছোটখাটো চাকরি করত। হঠাৎ করে তার চাকরিটা চলে গেল। সেই সময় ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে কিভাবে সংসার চালাব, তা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় এবং অসহায় অবস্থায় দিন কাটত। স্বামী এখানে ওখানে দিনমজুর খাটত, আমি কিছু বাচ্চাকে পড়ানো শুরু করলাম। এভাবেই খুবই দুশ্চিন্তার আর অভাবের মধ্যে কোনমতে দিন চলছিল। এরকম একটা সময়ে আমার এক আত্মীয় পরামর্শ দিল সমবায়ে গিয়ে একটা গোষ্ঠী করার জন্য।

চেনাজানা কয়েকজনের সঙ্গে চন্দননগর সমবায় সমিতিতে একটা গোষ্ঠী গঠন করা হলো। টিউশন থেকে যা পেতাম তাই থেকে মাসে ৫০ টাকা করে আমরা গোষ্ঠীতে সঞ্চয় করতাম। ছয়মাস পরেই অল্প কিছু টাকা লোন পেলাম, আমাদের গোষ্ঠীর আরো কয়েকজন সদস্য তাদের লোনের টাকাটা আমাকে দিল। সেই টাকা দিয়ে আমার স্বামী একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করল। পরবর্তীকালে চন্দননগর সমবায়ে সেলাইয়ের ট্রেনিং হবে শুনলাম। সজনী দিদি ও ম্যানেজার বাবুকে বলে আমি ট্রেনিংটায় যোগ দিলাম। কাজটা মোটামুটি মন দিয়েই শিখেছিলাম। ম্যানেজারবাবু সেলাই মেশিন কেনার জন্য আমাকে আলাদা একটা লোন করেও দিলেন। সেই মেশিন নিয়ে আজো আমি সেলাইয়ের কাজ করি। এলাকার পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে মোটামুটি ভালই কাজ আসে আমার কাছে। পরবর্তীকালে আরো কয়েকবার লোন পেয়েছি। আমার স্বামী সেই লোন দিয়ে ব্যবসাটিকে অনেকটা বড় করেছে। এখন বলতে গেলে সংসারে সেইরকম দুশ্চিন্তা আর অশান্তি বলতে তেমন কিছু নেই। ছেলের লেখাপড়াও চলছে এরই ভিতর দিয়ে। ২০০৮ সালে আমাদের জীবনে নেমে আসা একপ্রকার অন্ধকার জগৎ থেকে আজকে মোটামুটি একটা শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ জীবন যে ফিরে পেয়েছি—তার জন্য চন্দননগর সমবায় সমিতির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে সমিতির সজনী দিদিরা এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ম্যানেজারবাবুসহ সমিতির কর্মীরা—সকলেই আমার মতো অসহায় মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই আমার মতো অন্ধকার জীবন থেকে আলোর দিশা পেয়েছে।

ইকমার্ড সমবায় সম্মাননা-২০২৫

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষের সমবায় সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে এ বছর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারী দুইজন সমবায়ীকে ইকমার্ডের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে। আমাদের রাজ্যে সমবায় ক্ষেত্রে এরকম বহু সমবায়ী আছেন যারা আন্তরিক উদ্যোগ এবং নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই সব সমবায়ীদের প্রতিনিধি হিসেবে দুইজন সমবায়ীকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য। তাঁরা হলেন হাওড়া জেলার শ্যামপুর ১ নং ব্লকের গোহালদহ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং হাওড়া সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি শ্রী নির্মল কুমার জানা এবং মগরাহাট-২ নং ব্লকের তালদি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার শ্রীমতী সোমা সাহা।

শ্যামপুর-১ নং ব্লকের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম গোহালদহ। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষায় ভীষণরকমের পশ্চাদপদ। ২০ বছর আগে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক শ্রীনির্মল কুমার জানা স্থানীয় গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে স্থাপন করেন গোহালদহ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। নানান প্রতিকূলতার ভিতরেও তাঁর নেতৃত্বে সমবায়টি একটি শক্ত ভিত্তির উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। তৈরি হয়েছে নিজস্ব ভবন। ৩০০ জন ঋণী সদস্য এবং প্রায় ৫০টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য সমবায় গ্রহণ করেছে বিশেষ কর্মসূচি। সমিতি পাইকারী ভাবে গেঞ্জি কাপড় কিনে সরবরাহ করে, তারা নিজ নিজ বাড়িতে গেঞ্জি তৈরি করে নিয়ে আসে। এছাড়া সমিতিতে একটি উন্নত মুড়ি ভাজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। মেয়েরা সেখানে এসে মুড়ি তৈরি করে নিয়ে যায়। প্রত্যন্ত এলাকায় তাঁর এই সমবায় উদ্যোগ যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘদিন হাওড়া কার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

শ্রীমতী সোমা সাহা ঘোষ ২০০২ সালে ১২ লক্ষ টাকা লোকসানসহ বন্ধ হয়ে থাকা এই সমবায়কে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় শূন্য থেকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষে সেই লোকসান পার করে বর্তমানে সমিতির ৮ কোটি টাকা আমানত, তৈরি হয়েছে নিজস্ব ভবন। ৩০০টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে প্রায় ৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। সেই ঋণের আদায় ১০০ শতাংশ। মহিলাদের স্বনির্ভরতার কথা ভেবে সমবায়ের উদ্যোগে চলছে নিজস্ব স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির প্রকল্প। গৃহস্থালি দৈনন্দিন দ্রব্যাদির জন্য চালু হয়েছে নিজস্ব বিপণন কেন্দ্র। একটি মুড়ি ভাজার কারখানা এবং একটি মাছের খাদ্য তৈরির কারখানা। চলছে ২০টি সেলাই মেশিনসহ মহিলাদের পোষাক তৈরির কাজ। একটি কৃষি সমবায়ের ম্যানেজার হিসেবে তাঁর এই আন্তরিক উদ্যোগ সবার কাছেই একটি প্রেরণার উদাহরণ।

এই দুই সমবায়ীকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপনকে একটা প্রতীকী উদ্যোগ বলা যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এরকম বহু প্রচার বিমুখ সমবায়ী আছেন—যারা নীরবে এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষত দুর্বল শ্রেণির মহিলা ও যুবসমাজের জন্য কাজ করে চলেছেন—তাঁদের সবার প্রতি ইকমার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জ্ঞাপন করা হচ্ছে সম্মান এবং শ্রদ্ধা।

ইকমার্ড ভিজিট : নারায়ণীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

নারায়ণীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের একটি কৃষি সমবায় সমিতি—আর পাঁচটা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি যেমন হয়ে থাকে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সারের ব্যবসা, আমানত গ্রহণ, অকৃষি ঋণ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সবই আছে—কিন্তু বিশেষ কিছু বিষয়ের জন্য সমিতিটি অন্য সমবায় থেকে কিছুটা আলাদা। এই আলাদা বিষয়গুলি খবর পেয়ে আমরা আগ্রহী হয়ে ইকমার্ড-এর পক্ষ থেকে একটা টিম দেখার আগ্রহ নিয়ে সম্প্রতি এই সমবায়ে আমরা গিয়েছিলাম (১৪ অক্টোবর ২০২৫)। মথুরাপুর রোড স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইউনিটের অন্যতম পরামর্শদাতা অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার দীপক হালদার মহাশয় স্টেশন থেকে আমাদের নিয়ে গেলেন সমবায় সমিতিতে।

সমিতির অফিসে সামনে ঢুকতেই বাঁদিকে দেখি দোতলা বিল্ডিং জুড়ে কচি বাচ্চাদের কিচিরমিচির। সমিতির ম্যানেজার নকুলবাবু জানালেন ২০১৪ সাল থেকে সমিতির উদ্যোগে 'সুনাম একাডেমী' নামে একটা নিজস্ব শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে একেবারে ৩ বছরের শিশু থেকে ১০ বছর পর্যন্ত ২৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। ঘুরে ঘুরে দেখালেন, দিদিমণিরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে খেলার ছলে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন। দু-একজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে চোখমুখ দেখেই বোঝা গেল বাচ্চারা বেশ চটপটে, আনন্দের সঙ্গেই তাদের সময় কাটে এখানে।

মাত্র একখানা মৌজা—চাপলার খোপ। তার ভিতরেই ছোট ছোট তিনটি গ্রাম নিয়ে এই সমিতির এলাকা। সদস্য সংখ্যা এখন ১৮৪৫ জন। ম্যানেজারবাবু জানালেন যে পুরো এলাকায় এমন কোনও বাড়ি এখন আর বাকি নেই যেখানে এই সমিতির সদস্য নেই। ৮৪২ জন কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীকে ৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া আছে। সেই ঋণের আদায় শুনলাম ১০০ শতাংশ। এরকম কি আজও বাস্তবে হয়? সংশয় জাগে। সমিতির চেয়ারম্যান-সেক্রেটারি সহ বোর্ডের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জোর গলায় জানালেন—কেসিসি এটা আমাদের গর্ব যে একজন সদস্যও খেলাপি নেই। অকৃষি ক্ষেত্রেও প্রায় ৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া আছে। সেখানেও খেলাপি নাই বললেই চলে। মাত্র একটা মৌজার ভেতরেই ১০৩টি গোষ্ঠী গঠন হয়েছে। তাদের আমানত প্রায় ৯২ লক্ষ টাকা এবং ঋণের পরিমাণ ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। নকুলবাবু জানালেন গোষ্ঠীর ঋণ আদার ৯৯%। এক্ষেত্রে ছয়টি পুরুষ গ্রুপ আছে, তাদের কারণেই মূলত ঋণের এক শতাংশ অনাদায়ী থেকে গেছে। বোর্ডে গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ডিরেক্টর রেবতী মণ্ডল জানালেন—এখানে মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন। চারিদিকে এতো প্রতিকূলতার ভিতরেও এরকম ভালোভাবে চলছে কী করে? ১০-১২ জন গোষ্ঠীর নেত্রী সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে কথাবার্তা বলে যেটুকু বোঝা গেল এলাকা ছোট হওয়ার একটা সুবিধা আছে। পাশাপাশি সমিতির নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্রটি এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয়। এর ফলে সমিতির সাথে এলাকার মানুষজনের, বিশেষত গোষ্ঠীর মহিলাদের কোনও না কোনো ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সেটাই সচেতনতার অন্যতম কারণ। গেটের বাইরে বড় রাস্তার উপরেই সমিতির নিজস্ব সারের ব্যবসা কেন্দ্র। শুধু রাসায়নিক সারের প্রচলিত বিক্রয় নয়, সেখানে সার্বিকভাবে কৃষির স্বার্থে, সাধারণ জনজীবনের স্বার্থে, জৈব সারের বিক্রয় ও ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ব্যবসা ভালো চললে স্বাভাবিকভাবেই বছরের শেষে লাভ নিশ্চয় হবে। গত বছরে ৩৩ লক্ষ টাকা সমিতির লাভ হয়েছে। বিভিন্ন ফান্ডে টাকা বরাদ্দ রাখার পরেও পুঞ্জিভূত লাভের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। 'সমিতির লাভ তো সমিতির সদস্যদের কল্যাণের জন্যই'—বললেন সমিতির সেক্রেটারি বুদ্ধদেব হালদার। তাঁর কথায়—শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ সমবায়ের মোট কর্মীর সংখ্যা ২২ জন। স্থানীয় এতজনের কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্রতিবছর আমরা কিছু না কিছু সামাজিক কাজকর্ম করি। প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ সকলে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করে, আমরা এইদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। এ বছর প্রায় ৫০০ রক্তদাতা এই শিবিরে রক্তদান করেছেন। এছাড়া এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য-পরিষেবার দিকে নজর রেখে বিনামূল্যে চক্ষু-পরীক্ষা শিবির, দন্ত-পরীক্ষা শিবিরসহ সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। বিগত দিনে প্রায় ৫০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা হয়েছে, ২০০ জনের ছানি

অপারেশন করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে ৩০০ জনকে চশমা প্রদান করা হয়েছে। সবই সমিতি থেকে জনকল্যাণে খরচ করা হয়েছে।

সমবায়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? এ বিষয়ে সমিতির চেয়ারম্যান বুধীশ্বর মিদ্দে আমাদেরকে নিয়ে পাশেই খানিকটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—এইখানে আমরা কিছুটা জায়গা কিনেছি। স্কুল ইতিমধ্যেই আমাদের যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে, সব ছাত্রকে ভর্তি নিতে পারছি না। এই কারণে আমাদের আগামী দিনের ভাবনা—এই স্কুলকে আরেকটু বড়ো করা। পাশাপাশি যারা শিক্ষিত বেকার, উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়ে, তাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য একটা কোচিং সেন্টার স্থাপন করার ভাবনা আছে। কারণ প্রত্যন্ত আমাদের এই এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত কলকাতায় গিয়ে উপযুক্ত কোচিং গ্রহণ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর একটা ব্যবস্থা করার ইচ্ছা আছে —তা হলো ছাত্রদের হোস্টেল। আমাদের ধারণা, আবাসিক না হলে শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ জিনিসপত্র বিপণন, পুস্তকাদি বিক্রি, বাচ্চাদের একটা খেলার মাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদির পাশাপাশি করা চেয়ারম্যান সাহেব বয়স্কদের জন্য প্রাতঃভ্রমণের একটা জায়গা করে দেওয়ার মতো আরেকটি অভিনব পরিকল্পনার কথা শোনালেন। স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসাটাই শেষ কথা নয়, নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকরী।

নারায়ণীতলা সমবায় সমিতি মাত্র একটি মৌজার এলাকাকে নিয়ে অনেক রকম সাফল্য ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে, বিভিন্নভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আশা করি আগামী দিনের স্বপ্নগুলিও বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিবেদন ঃ সঞ্চারী মিত্র

With Best Compliments From :

VOLTAS BRAND
VOLTAS AC
COMMERCIAL REFRIGERATION
WATER COOLER

VOLTAS . BEKO
REFRIGERATOR
WASHING MACHINE
MICROWAVE ETC.

MERCANTILE AGENCY
Ph. No. 9830018939 / 9836383845 / 9830604326

BHARAT SEVASHRAM SANGHA
PRANAVANANDA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Government & University Recognised
ISO Certified Quality Institution
Trained 26,000+ Jeevika Seva Community Centres Job & Atmanirvar Assistance
Government - University Diploma / Advance Diploma (PG)/Certificate
'Rojgarmuhi - Karmashiksha Vocational Courses
Employable Skill Development Training Centres
All Over West Bengal & India
pimtnline@gmail.com / 9830216056 / 9331256934 / 9477846520 / 033-35909956
www.pimtonline.in

ইকমার্ড ও রিকমার্ডে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাসমূহ

(১ জুলাই থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫)

১। **বেসিক কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (সেন্ট্রাল জোন) ঃ**

- আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিতে আধুনিক কম্পিউটার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। সেন্ট্রাল জোনের বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মীদের প্রাথমিক কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ ধারণা তৈরির লক্ষ্যে ইকমার্ডে ৫ দিনের একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাইক্রোসিস সংস্থার দায়িত্বে প্রশিক্ষক সুদীপ মাঝি সামগ্রিকভাবে এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ৩০ জুন-৪ জুলাই, ২০২৫)

২। **সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত কর্মশালা ঃ**

- প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত নানা বিষয় এবং তার যথাযথ নিয়মাবলী ইত্যাদি নিয়ে দুই দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সমবায় ব্যাংক সহ হোলসেল কনজ্যুমার সমিতির কর্মীরাও এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের আধিকারিক জয়দেব সিনহা, তাপস হাজরা এবং অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ৭-৮ জুলাই ২০২৫)

৩। **লোন ডকুমেন্টশন, এনপিএ এবং ঋণ আদায় ব্যবস্থাপনা ঃ**

- শিলিগুড়ির রিকমার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লোন ডকুমেন্টশন এবং খেলাপি ঋণ আদায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তিনদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ডিসিসিবি সহ বিভিন্ন এআরডিবির কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের দার্জিলিং জেলা ম্যানেজার গগন থাপা, নর্দান জোনের সিডিও শেরিং ডোলমা ভুটিয়া, রিকমার্ড-এর অধ্যক্ষ অজিত কুমার সিংহ, রাজ্য সমবায় ব্যাংকের আধিকারিক গোপাল রায়, জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডেপুটি রেজিস্টার দেবাশীষ রায় প্রমুখ। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক নন্দিতা দাশগুপ্ত। (রিকমার্ড, ৭-৯ জুলাই, ২০২৫)

৪। **প্রসেস অডিট বিষয়ে প্রশিক্ষণ ঃ**

- কার্ড ব্যাংক সহ বিভিন্ন সমবায় সমিতির সিনিয়র আধিকারিকদের জন্য প্রসেস অডিটের উপর ইকমার্ডে দুইদিন ব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঋণদাদন সহ ব্যাংকের বিভিন্ন কাজকর্ম সঠিক নিয়মে হচ্ছে কিনা এই সংক্রান্ত প্রসেস অডিট সম্পর্কিত বিষয়ে বিষয়টি তুলনামূলকভাবে নতুন এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি, মেদিনীপুর এক নম্বর রেঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট ডিরেক্টর অনিল কুমার ঘোষ, বারাসাতের সিনিয়র অডিটর কৌশিক ব্যানার্জি মুখ্যত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ১০-১১ জুলাই, ২০২৫)

৫। **এআরসিএস পদে উন্নীত সমবায় বিভাগীয় আধিকারিকগণের জন্য বিশেষ কর্মশালা ঃ**

- মাননীয় নিবন্ধক মহাশয়ের পরামর্শক্রমে সম্প্রতি সহ-নিবন্ধক পদে উন্নীত হওয়া সমবায় বিভাগীয় আধিকারিকদের জন্য সমবায় আইন, নিয়মাবলী এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে ৫ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২৫ জন পদোন্নতিপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই কর্মশালার সূচনায় রাজ্যের সম্মানীয় সমবায় নিবন্ধক নিরঞ্জন কুমার, আইএএস, এই কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। সমবায় বিভাগীয় বিভিন্ন দিকসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অভীক ভট্টাচার্য, অম্লান ভট্টাচার্য, বিকাশ ভট্টাচার্য, দেবাশীষ দত্ত, অজয় কুমার রাম, পার্থ বসু, অজয় গিরি, সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত প্রমুখ বর্তমান এবং পূর্বতন অতিরিক্ত ও যুগ্ম সমবায় নিবন্ধকগণ। এছাড়াও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে

আলোচনা করেন প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ ড. প্রবীর কুমার দে, অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগীয় আধিকারিক মানস ব্যানার্জি ও শহিদুল হাসান, মৎস্য দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি সুপ্রিয় ঘোষাল এবং অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি। সামগ্রিকভাবে কর্মশালা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক মহ. ইনাস উদ্দীন। (ইকমার্ড, ১৪-১৮ জুলাই, ২০২৫)

৬। **বেসিক কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (পশ্চিমাঞ্চল) ঃ**

- সেন্ট্রাল জোনের সমবায় কর্মীদের মতো ওয়েস্টার্ন জোনের সমবায় সমিতির কর্মীদের নিয়েও প্রাথমিক কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা তৈরির লক্ষ্যে ইকমার্ডে ৫ দিনের একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের সূচনায় ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইকমার্ডের অধ্যক্ষ চিন্ময় গুপ্ত ওয়ার্ড এক্সেলসহ কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্যবহার জেনে রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বিশদভাবে তুলে ধরেন। মাইক্রোসিস সংস্থার দায়িত্বে প্রশিক্ষক সুদীপ মাঝি সামগ্রিকভাবে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সায়ক আচার্য্য। (ইকমার্ড, ১৪-১৮ জুলাই, ২০২৫)

৭। **প্রুডেনশিয়াল বিধি এবং এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ঃ**

- কৃষি সমবায়ের কর্মীসহ কার্ড ব্যাংকের সিনিয়র আধিকারিকগণের অংশগ্রহণে খেলাপি ঋণ আদায়, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত প্রুডেনশিয়াল বিধি এবং সমবায় ও অন্যান্য আইনের ব্যবস্থাসমূহ নিয়ে শিলিগুড়ির রিকমার্ডে তিনদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। রিকমার্ডের অধ্যক্ষ অজিত কুমার সিংহ, রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কোচবিহার ইউনিটের আধিকারিক গোপাল রায় এবং সমবায় উন্নয়ণ আধিকারিক ও হাওড়া ডিসিসিবির ডেপুটি ম্যানেজার শুভাশিস গুহ এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক নন্দিতা দাশগুপ্ত। (রিকমার্ড, ১৪-১৬ জুলাই, ২০২৫)।

৮। **লোন ডকুমেন্টেশন, এনপিএ এবং ঋণ আদায় ব্যবস্থাপনা ঃ**

- সঠিক লোন ডকুমেন্টেশন এবং খেলাপি ঋণ আদায় বিষয়ে ইকমার্ডে তিন দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কার্ড ব্যাংক ও ডিসিসিবির বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন অ্যাকমার্টের প্রশিক্ষক অশোক সমাদ্দার, ইকমার্ডের প্রশিক্ষক দেবাশীষ দত্ত, ইনাস উদ্দীন এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক হরিশ তলোয়ার প্রমুখ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ২১-২৩ জুলাই, ২০২৫)

৯। **ইনকাম ট্যাক্স এবং টিডিএস বিষয়ক কর্মশালা ঃ**

- সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়কর এবং টিডিএস কাটার বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি আছে। বিশেষত কার্ড ব্যাংকগুলি থেকে নানারকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কার্ড ব্যাংক কর্মীদের মুখোমুখি আলোচনার জন্য একটি একদিনের প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইকমার্ড-এর 'ঐকতান' সভাকক্ষে এই বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ইকমার্ডের অধ্যক্ষ চিন্ময় গুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার শুভ রায় প্রমুখ। প্রায় সকল কার্ড ব্যাংকের সিনিয়র আধিকারিক এবং কিছু ব্যাংকের মুখ্যনির্বাহী আধিকারিকগণ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনার সুবিধার্থে আয়কর বিভাগের বিভিন্ন স্তরের প্রায় ১০ জন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। পুরো আলোচনা ও কর্মশালাটি মুখ্যত পরিচালনা করেন আয়কর দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সায়ন্তন ব্যানার্জি এবং আয়কর আধিকারিক অনীশ কুমার। প্রায় ৭৫ জনের উপস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে কর্মশালাটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন প্রশিক্ষক সায়ক আচার্য্য। (ইকমার্ড, ৪আগস্ট, ২০২৫)

১০। **সমবায় ব্যাংকের সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ে ইন্সুরেন্স বিষয়ক কর্মশালা ঃ**

- ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন স্কিম, প্রোডাক্ট এবং স্থায়ী সম্পদের ইন্সুরেন্সের গুরুত্ব

এবং পদ্ধতি বিষয়ে একটি দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কার্ড ব্যাংকগুলির পরিচালক এবং সিনিয়র অফিসারগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি এবং জিআইসি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক শান্তনু সেনগুপ্ত। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সায়ক আচার্য্য। (ইকমার্ড, ৭-৮ আগস্ট, ২০২৫)

১১। কম্পিউটারাইজড পরিবেশে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নজরদারি ঃ

- বর্তমানে ব্যাংকগুলিতে অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সফটওয়্যার চালিত ব্যবস্থার হিসাবরক্ষণে অভ্যন্তরীণ নজরদারি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয় নিয়ে তিনদিন ব্যাপী ইকমার্ডে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন কার্ড ব্যাংকের অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন নাবার্ডের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক অশোক চক্রবর্তী, রাজ্য সমবায় ব্যাংকের আধিকারিক সুমিত নিয়োগী, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি, ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্মী সমবায়ের নির্বাহী আধিকারিক অপূর্ব সেন প্রমুখ। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ১২-১৪ আগস্ট, ২০২৫)

১২। আলিপুরদুয়ারে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ

- দক্ষিণবঙ্গে কর্মশালার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন সমবায় কর্মীদের নিয়ে পাঁচদিনের একটি বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কম্পিউটারের ব্যবহার এবং তার নানা সুবিধা সম্পর্কিত বিভিন্ন সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই কর্মশালা পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে ছিল ভাটিবাড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। (ভাটিবাড়ী, ২৫-২৯ আগস্ট, ২০২৫)

১৩। কনকারেন্ট অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঃ

- ইকমার্ডে কনকারেন্ট অডিট এবং তার কমপ্লায়েন্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দিনব্যাপী একটিপ্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ডিসিসিবি, এআরডিবি, কৃষি সমবায় এবং বিভিন্ন মহিলা সমবায়ের অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনের এই কর্মশালা সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ২৮-২৯ আগস্ট, ২০২৫)

১৪। জাল নোট পরীক্ষা এবং ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ঃ

- আমানত সংগ্রহকারী কৃষি সমবায় এবং কার্ড ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়ে পাঁচদিনের এই বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কিভাবে জাল নোট চিহ্নিত করা যায়, ব্যাংকে নগদ টাকা রাখার সঠিক পদ্ধতি কী, কত টাকা রাখা উচিত, এই বিষয়ে নিয়মাবলী কিরকম ইত্যাদি বিষয়ে এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন লখনৌ বার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্বতন প্রশিক্ষক বিদ্যুৎ বসু, ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্মচারী সমবায় ব্যাংকের নির্বাহী আধিকারিক অপূর্ব সেন এবং প্রশিক্ষক সায়ক আচার্য্য প্রমুখ। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সায়ক আচার্য্য। (ইকমার্ড, ২-৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

১৫। বয়স্ক অসুস্থ মানুষের পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

- বর্তমানে একদিকে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি অধিক বয়সজনিত নানাবিধ সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাদের দেখভাল করার মত প্রশিক্ষিত মানুষের যথেষ্ট প্রয়োজন, এই ভাবনাকে মাথায় রেখে আগ্রহী স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য মহিলাদের নিয়ে ১৫ দিনের একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মালদা জেলা সহ কলকাতা ও আশপাশের জেলা থেকে মোট ২৫ জন মহিলা এই স্বাস্থ্য পরিসেবা বিষয়ক কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সমগ্র পর্বটি সম্পন্ন হয় প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর বালিগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শিক্ষার্থী মহিলারা ইকমার্ডের হোস্টেল থেকে প্রতিদিন বালিগঞ্জে গিয়ে এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষক হিসেবে সায়ন্তিকা মহাপাত্র এবং কল্যাণ দে—দু'জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক কিভাবে বয়স্ক মানুষদের শারীরিক যত্ন নিতে হয়, কথা বলতে হয়, অসুস্থ হলে ধরে বসানো ওঠানো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিবিড়ভাবে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ পর্বের শেষে ইকমার্ডে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে মহিলারা তাদের শিক্ষণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারা জানান এই শিক্ষা তারা নিজেদের পরিবারের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন

বাড়িতে প্রয়োজনে এই ধরনের পরিষেবা প্রদান করতে পারবেন। বিশেষ দক্ষতা অর্জনের ফলে এই পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে মেয়েরা কিছু আর্থিক রোজগার করতে সক্ষম হবেন। ইকমার্ডের সাথে যৌথ এই উদ্যোগে প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউটের আশীষ কুমার মণ্ডল এবং অভিষিক্তা ঘোষ ১৫ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণসহ মহিলাদের যাতায়াত ও নিরাপত্তার বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নজরদারি বজায় রাখেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে মেয়েরা একদিন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেলা পরিদর্শনেও যায়। সমবায় বিভাগের উদ্যোগে 'স্বয়ম্ভরার আগমনী' নামে ওই সময়ে নিউমার্কেট সন্নিহিত কলকাতা হোলসেল কনজুমারের অফিস চত্বরে গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত দ্রব্যের একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অসুস্থ বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের প্রশিক্ষণের এই উদ্যোগ ইকমার্ডের পক্ষে প্রথম উদ্যোগ এবং যথেষ্ট সফল। সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর প্রবীর কুমার দে। ইকমার্ডের পক্ষে সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ৯-২৫সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

১৬। এফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ঃ

- একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নানারকম টানাপোড়েন চলে। এরকম অবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে তিনদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ডিসিসিবি, এআরডিবি সহ বিভিন্ন সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান, বিশেষ আধিকারিক, ডাইরেক্টর এবং সিনিয়র অফিসারগণ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক গৌতম রায় এবং প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি সংস্থার ডিরেক্টর প্রবীর কুমার দে। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রশিক্ষক মহ. ইনাস উদ্দীন। (ইকমার্ড, ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

১৭। কার্ড ব্যাংকের কর্ম উন্নয়ন পরিকল্পনা (দ্বিতীয় ভাগ) ঃ

- বর্তমানে কার্ড ব্যাংকগুলির জন্য বার্ষিক কর্ম উন্নয়ন পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ইতিপুর্বে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছিল। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ এবং তার ধারাবাহিকতা রক্ষা বিষয়ে বিশদে আলোচনার জন্য ব্যাংকের কর্মীদের নিয়ে ইকমার্ডে ৪ দিন ব্যাপী দ্বিতীয় পর্বের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন নাবার্ডের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক বিদ্যুৎ বসু, অশোক চক্রবর্তী, ব্যাংকের প্রশিক্ষক আধিকারিক দেবাশীষ দত্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অডিটর শুভাশিস ব্যানার্জি। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র। (ইকমার্ড, ১৭-২০সেপ্টেম্বর, ২০২৫)।

১৮। কালিম্পংয়ে খেলাপি ঋণ আদায় ও এনপিএ ম্যানেজমেন্ট কর্মশালা ঃ

- উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ডিসিসিবি এবং এআরডিবির ফিল্ড অফিসার ও সুপারভাইজারদের নিয়ে মূলত নর্দান জোন অফিসের উদ্যোগে খেলাপি ঋণ আদায় বিষয়ে কালিম্পং শহরে তিনদিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর চিন্ময় গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক, কোচবিহারের আঞ্চলিক প্রবন্ধক নালেশ্বর নার্জারীর পাশাপাশি তিনদিনের এই কর্মশালায় প্রশিক্ষকের মুখ্য দায়িত্ব পালন করেন সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক এবং হাওড়া ডিসিসিবির ডেপুটি ম্যানেজার শুভাশিস গুহ। সামগ্রিকভাবে এই কর্মশালার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নর্দান জোনের সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক শেরিং ডোলমা ভুটিয়া। (কালিম্পং, ৮-১০ অক্টোবর, ২০২৫)

১৯। ফিশারী কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ঃ

- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কর্মী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে ইকমার্ডে দুই দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। মুখ্যত পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সন্নিহিত এলাকার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহের প্রতিনিধিবর্গ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন যথা— ক্যাপ্টেন ভেড়ি, বড় ছয়নবী, চার নম্বর ভেড়ি, পাত্রাবাদ, ঝগড়াসিসা, ব্রিজী-পাটুলি, ছছড়িয়া, মাধবনগর, গৌরীদেবী মৎস্যজীবী প্রভৃতি সমবায় সমিতি। এছাড়াও কাঁচড়াপাড়া এবং পাথরপ্রতিমা থেকেও কিছু সমবায়ের

প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন মৎস্য বিভাগের অতিরিক্ত ডিরেক্টর ড. উৎপল কুমার সর, এআরসিএস রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বেনফিসের আধিকারিক স্বপন কুমার সাহা, নাবার্ড-এর আধিকারিক সম্বিত প্রিয়দর্শী, হর্টিকালচার বিভাগের সিনিয়র আধিকারিক ড. সমরেন্দ্রনাথ খাঁড়া প্রমূখ। এছাড়া পুকুর বা জলাশয়ে মাছ চাষের পাশাপাশি মুক্তা চাষ সম্পর্কে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী অরুনিমা দত্ত। জলাভূমির জলস্তর ক্রমেই কমে আসছে, এছাড়া নগরায়নের ফলে জলাভূমির এলাকাও হ্রাস পাচ্ছে প্রভৃতি সমস্যাগুলি সমবায়ের প্রতিনিধিগণ তুলে ধরেন। বিশেষ আলোচনায় ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান উল্লেখ করেন যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি রামসার সাইটের অন্তর্গত একটা গুরুত্বপূর্ণ হেরিটেজ এবং কলকাতার ফুসফুস স্বরূপ। এই জলাভূমিকে ঠিকঠাক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাঁচিয়ে রাখা অতীব জরুরী এবং এর জন্য মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহকেই যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে, বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে কর্মশালাটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক মহ. ইনাস উদ্দীন। (ইকমার্ড, ৩০-৩১ অক্টোবর, ২০২৫)

২০। কালিম্পংয়ে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম ঃ

● যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কিংবা পরিচালকের জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ অপরের ভাবাবেগকে বুঝতে পারার, অনুভব করতে পারার বুদ্ধিমত্তা অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পাশাপাশি সবচেয়ে জরুরি হলো কাজের জটিলতার মধ্যে বিভিন্ন চাপের সময় নিজেকে যথাসম্ভব ধীর, স্থির ও শান্ত রাখা এবং দক্ষতার সহিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল রপ্ত করা। এই দুটি বিষয় নিয়ে তিন দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল কালিম্পং শহরে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কালিম্পং ট্রেনিং সেন্টারে। ইকমার্ডের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন সমবায় ব্যাংকের সিনিয়ার আধিকারিক এবং পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। নানা রকমের আনন্দদায়ক ও বুদ্ধিমত্তার খেলা, আত্মোন্নতির অনুশীলন, আইস ব্রেকিং প্রভৃতি বিভিন্ন সহভাগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাহাড়ের কোলে উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে তিন দিনব্যাপী এই উপভোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক গৌতম রায় এবং তীর্থশঙ্কর রায়। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র এবং রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কালিম্পং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ জয়দীপ রায়চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। (৩০ অক্টোবর-০১ নভেম্বর, ২০২৫)

ঘাটাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর নিয়ন্ত্রাধীণ সংস্থা)

প্রধান অফিস ঃ কুশপাতা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন-০৩২২৫২৯৫২৬১

শাখা অফিস ঃ ১) ক্ষীরপাই (কিষান মান্ডি), ২) সোনাখালি (দাসপুর-২)

Email : ghatalcardb@gmail.com | Website : www.ghatalcardbank.com

ঘাটাল মহকুমার একমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ৫২ বৎসর ধরে কৃষিজীবি, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিদের ঋণ দাদন করে সমাজের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

—ঃঃ আমাদের আবেদন ঃঃ—

ব্যাঙ্ক থেকে আপনার প্রয়োজনে সময়মত ঋণ নিন, কিস্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করুন, অপরকে ঋণ পেতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করুন। প্রতি বৎসর মার্চ মাসে কিস্তি পরিশোধ করে সরকারী অনুদান পাওয়ার সুযোগ নিন।

সমবায় দীর্ঘজীবি হোক—এই আমাদের শপথ

☞ এই ব্যাঙ্ক আপনাদের ব্যাঙ্ক একে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদের।

☞ সমবায় সপ্তাহে রাজ্যে সমস্ত জনগণকে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে সমবায়ী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

প্রবণ কুমার মণ্ডল	**গণেশ চন্দ্র ডোগরা**	**মন্টু কুমার বাইরি**
নির্বাহী আধিকারিক	সহ-সভাপতি	সভাপতি

তমলুক কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নাবার্ড কর্তৃক ৯৭-৯৮ এবং ৯৮-৯৯ সালের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের শিরোপা প্রাপ্ত

ও ২০০৪-০৫ বর্ষের অন্যতম ARDB হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্ত

পোঃ-তমলুক, জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর

ফোন ঃ ৯০৮৩২৬০১৪৮

সুযোগ ও সুবিধা

- তমলুক ও হলদিয়া মহকুমায় স্থিত ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও সহায়ক কর্মকাণ্ডের দ্বারা জনগণের সেবায় সদা নিয়োজিত।
- KVP NSC ফিকডডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, LIC পলিসি জমা রেখে ঋণদান।
- গাড়ী, মোটর সাইকেল, পাওয়ারটিলার, কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয়, সেচ প্রকল্প স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণদান।
- JLG-এর মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের বিভিন্ন স্কীমে ঋণ দান।
- গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ, মাছ চাষ, ফুল চাষ ও পান চাষের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা।
- অত্যন্ত কম সুদ ও সহজ শর্তে গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও গৃহ ক্রয় করার জন্য ঋণদান।
- সরকারী ও সমবায় কর্মচারীদের জন্য সহজশর্তে ঋণদান।
- বিভিন্ন সরকারী স্কীমে ঋণদান।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে ঋণ ও অন্য পরিষেবা দান।
- সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আমানতের উপর বিশেষ সুদের হার দেওয়া হয়।
- ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সহজ উপায়ে ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে সাধারণ বীমা করার বিশেষ সুযোগ আছে।
- বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্য্যালয় অথবা মুখ্য কার্য্যালয়ের সহিত যোগাযোগ করুন।

অংশুমান সর্দ্দার	**অনুপ কুমার বেরা**	**তরুনকান্তি মন্ডল**
ভাইস চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান	সেক্রেটারী

সমবায় সঙ্গীত

কাজী নজরুল ইসলাম

কোরাস ঃ ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে আয়।!
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র—'সমবায়! সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে।
মিলিত হইনি, তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে,
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়

কোরাস ঃ ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত,শিখে যা আয়রে আয়।!
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র—'সমবায়! সমবায়!'
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে।
মানুষ শুধুই মিলিবে না কিরে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়

কোরাস ঃ ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত,শিখে যা আয়রে আয়।!
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র—'সমবায়! সমবায়!'
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হই নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি। রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়

কোরাস ঃ ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত,শিখে যা আয়রে আয়।!
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র—'সমবায়! সমবায়!'

With Best Compliments From :

M.S. BISWAS FURNITURE

MOB. : 9933222736
9933222817

PROP. :
SUDHANSHU KUMAR BISWAS

With Best Compliments From :

Life Insurance Study Circle

CENTRE FOR SUCCESS & WELL BEING

43/B, NANDARAM SEN STREET
KOLKATA-700 005, INDIA
Ph. : 91 33 2554 5968
Mobile : 98742 64747, 90078 46913
Email : lisc.kol@gmail.com

With Cooperative Greetings From :

Acme Enterprise

Creative Printers & General Order Suppliers

Mobile : +91 98300 60306, 86177 71311
Email : acmeneoprint@gmail.com

Creative Impression

Creative Printers & General Order Suppliers

Mobile : +91 9874842308
Email : creativeimpression2021@gmail.com

1, PATUATOLA LANE, KOLKATA-700 009

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমবায় দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমবায় অধিদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (NABARD), পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক অফিস

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কন্টাই সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ঝাড়গ্রাম সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

তমলুক সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ঘাটাল সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তর ২৪ পরগণা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বর্ধমান সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হাওড়া সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দক্ষিণ ২৪ পরগণা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কান্দি সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রামপুরহাট সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের সকল বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীগণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সকল আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ

ইকমার্ডের সকল আধিকারিক, কর্মী ও সহযোগী সংস্থা

সংকলিতা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য একটি সমবায়ী উদ্যোগ

সমবায় সমিতি ও সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও হস্তশিল্পের বিপণন কেন্দ্র

ঃঃ সংকলিতায় পাবেন ঃঃ

রাসায়নিকবিহীন ও সম্পূর্ণ জৈব প্রক্রিয়াজাত দৈনন্দিন খাদ্য উপকরণ:

ডাল, তেল, মধু, ঘি, গুড়, মশলা

তুলাইপাঞ্জি, বাসমতী, গোবিন্দভোগ ও অন্যান্য চাল

গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি করা বড়ি, পাঁপড়, আচার, জ্যাম, জেলি

খাঁটি, রাসায়নিকবিহীন কাচ্চিঘানির সরিষার তৈল

আদিবাসী সমবায়ীদের তৈরি সামগ্রী

গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের তৈরি করা নিম্নলিখিত জিনিস:

■ গহনার কালেকশন ■ শাড়ি ও চাদর ■ বেড কভার, টেবিল কভার

■ চিকনকারি, এমব্রয়ডারি, বাটিক, বাঁধনি, টাই-ডাই করা পোশাকের কাপড়

■ পাট ও কাপড়/ক্যানভাস ব্যাগ ■ পাটজাত ফাইল, ফোল্ডার, পেন স্ট্যান্ড

■ ঠাকুরঘরের সামগ্রী ■ ঘর সাজানোর ও টেবিল সাজানোর জিনিস

■ মেয়েদের কুর্তি, টপ, সালোয়ার স্যুট ■ নাইটি ■ টিশার্ট ■ উলের পোষাক

ICMARD

INSTITUTE OF COOPERATIVE MANAGEMENT FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

Training Institute of The WBSCARD Bank Ltd.

ICMARD Building, Ground Floor, Block-14/2,
C.I.T. Scheme, VIII-(M), Ultadanga, Kolkata-700 067
(বিধাননগর স্টেশন ও উল্টোডাঙ্গা থানার পাশে)

Mobile : +91 96749 05373 | Website : www.icmard.org

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষে আমাদের সকল ঋণ-গ্রহীতা, আমানতকারী,
শুভানুধ্যায়ী ও সর্বস্তরের গ্রাহকদের জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইকমার্ড বিল্ডিং, সপ্তম তল, ব্লক ১৪/২, সি আই টি স্কিম VIII(M) উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০০৬৭
দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৩৫৬-০০২৮/০০৬৫ ইমেল ঃ wbscardb@gmail.com

- আরামবাগ সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- বাঁকুড়া জেলা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- বীরভূম সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- বর্ধমান সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- কন্টাই সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- ঘাটাল সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- হুগলী সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- ঝাড়গ্রাম সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- কাটোয়া-কালনা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- মেদিনীপুর সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- রামপুরহাট সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- তমলুক সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

- উত্তর ২৪ পরগণা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- দক্ষিণ ২৪ পরগণা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- হাওড়া জেলা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- কান্দি সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- মুর্শিদাবাদ সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- নদীয়া সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- আলিপুরদুয়ার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- জলপাইগুড়ি সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- মালদা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
- রায়গঞ্জ সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাথার ঘাম মাঠে ফেলে ফসল যারা ফলায়,
যে কোনো প্রয়োজনে ঋণ তাদের দিচ্ছে সমবায়।
কৃষি-যন্ত্র, কৃষি-সেচ, গৃহের জন্য ঋণ,
যেমন খুশি তেমন নিন, সময়ে শোধ দিন।

আজ আমি-তুমি-আমরা সবাই
সমবায়ে করবো প্রবেশ,
স্বনির্ভরতার লক্ষ্য নিয়েই
গড়বো মোরা নতুন দেশ।

গ্রাম বাংলার অগণিত কৃষক, কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, যুগ্ম দায় গোষ্ঠীর (JLGs) সদস্য-সদস্যা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHGs) সদস্য-সদস্যারাই আমাদের শক্তি, আমাদের গর্ব।

গ্রাহকদের উন্নততর পরিষেবা প্রদানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর কলকাতা শাখা থেকে গ্রাহকদের জন্য **RTGS/NEFT** পরিষেবা চালু করা হয়েছে। অন্যান্য শাখা থেকেও এই পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ICMARD (KOLKATA) এবং **RICMARD (SILIGURI)**-তে **Hall or Accommodation Booking**-এর জন্য সু-বন্দোবস্ত আছে এবং **Online Payment**-এর সুবিধা আছে।
বিশদ জানতে **www.icmard.org** অথবা **www.wbscardb.com** যোগাযোগ করুন।

Published on behalf of Institute of Co-operative Management for Agriculture & Rural Development, Block 14/2, CIT Scheme-VIII(M), Ultadanga, Kolkata-700 067 | Email : samabaykotha@gmail.com

Chief Editor : Chinmoy Gupta

Price : Rs. 50/-